Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামের আলোকে দাম্পত্য জীবন

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

কানিজ মুন্নি

রোলঃ 228020892

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামের আলোকে দাম্পত্য জীবন

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

কানিজ মুন্নি

রোলঃ 228020892

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইসলামের আলোকে দাম্পত্য জীবন " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে কানিজ মুন্নি, আইডিঃ 228020892 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আরমান হোসাইন
কুরআন ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ ইসলামের আলোকে দাম্পত্য জীবন ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: মুজিবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

কানিজ মুন্নি

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

কানিজ মুন্নি

আইডিঃ 228020892

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

রব্বুল আলামিন আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা, তাঁর শোকরগুজার ও জিকির কারী বান্দাদের প্রশংসা, আমাদের ওপর আল্লাহর যত নেয়ামত আছে, তৎসমুদয় নেয়ামতের প্রশংসা। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তিনি এক। তাঁর কোনো শরিক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসুল। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর ওপর এবং তাঁর বংশধর ও সাহাবিগণের ওপর।

দাম্পত্য জীবন মানব জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এটি শুধুমাত্র শারীরিক বা সামাজিক সম্পর্ক নয়, বরং এটি একটি ধর্মীয়, মানসিক, নৈতিক এবং সামাজিক বন্ধনও বটে। ইসলাম দাম্পত্য জীবনকে একটি পূতপবিত্র বন্ধন হিসেবে বিবেচনা করে এবং কুরআন-সুন্নাহতে এ সম্পর্কের গুরুত্ব ও সঠিক রূপ রক্ষার ব্যাপারে বহু নির্দেশনা প্রদান করেছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً

“তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে একটি এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও এবং তিনি তোমাদের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন ভালোবাসা ও দয়া।”
— (সূরা আর-রূম: ২১)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাম্পত্য জীবনকে ঈমানের পূর্ণতার সাথে সম্পর্কিত করে বলেছেন:

" النكاح من سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني"

“বিবাহ আমার সুন্নাত। যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, সে আমার দলভুক্ত নয়।”

— (সহীহ বুখারী: হাদীস ৫০৬৩)

বর্তমান সমাজে দাম্পত্য সম্পর্ক দিন দিন দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। ইসলামী জ্ঞান, তাকওয়া ও ধৈর্যের অভাবে পারিবারিক কলহ, বিবাহ বিচ্ছেদ এবং সন্তানদের অধঃপতন বেড়ে যাচ্ছে। এই অবস্থায় কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে বিশদ জ্ঞান অর্জন করা অত্যন্ত জরুরি।

দাম্পত্য জীবনের সংজ্ঞা ও গুরুত্ব

সংজ্ঞা:"দাম্পত্য জীবন" বলতে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিয়ের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত সেই সম্পর্ককে বোঝায় যা পারস্পরিক দায়িত্ব, ভালোবাসা, সহানুভূতি এবং ধর্মীয় আদর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। ইসলাম বিবাহকে শুধুমাত্র সামাজিক চুক্তি নয় বরং এক পবিত্র ইবাদত ও মহান দায়িত্ব হিসেবে বিবেচনা করে।

ইমাম গাযালী (রহ.) বলেন,
"বিবাহ একটি ইবাদতের কাজ, যা মানুষকে পাপ থেকে রক্ষা করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত করে।"
—(ইহ্যাউ উলুমুদ্দীন, খণ্ড ২, পৃ.২২৩)

দাম্পত্য জীবনের গুরুত্ব:

ইসলামে দাম্পত্য জীবনকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এটি মানুষকে নৈতিকতা ও আত্মশুদ্ধির পথে পরিচালিত করে, মানবজীবনে প্রশান্তি আনে এবং একটি সুস্থ সমাজ গঠনে সহায়তা করে।

কুরআনের দৃষ্টিতে দাম্পত্য জীবনের গুরুত্ব:

আল্লাহ তাআলা বলেন:

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

“তারা তোমাদের জন্য পোশাক এবং তোমরা তাদের জন্য পোশাক।”
— (সূরা আল-বাকারা: ১৮৭)

এই আয়াতে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে পরস্পরের জন্য "পোশাক" বলা হয়েছে। এর মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে:

একে অপরকে আবৃত করে গোপনীয়তা রক্ষা করা
সৌন্দর্য বর্ধন করা।
ঠান্ডা ও গরম থেকে রক্ষা করা
একে অপরকে মানসিক শান্তি ও নিরাপত্তা দেওয়া।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

" خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي"

“তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি, যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম আচরণ করে। আর আমি আমার স্ত্রীর প্রতি সবচেয়ে উত্তম আচরণকারী।”
— (সুনান তিরমিযী: হাদীস ৩৮৯৫, ইমাম তিরমিযী, হিজায, হাসান সহীহ)

দাম্পত্য জীবনের ফলশ্রুতি ও সামাজিক প্রভাব:

১. নৈতিকতা প্রতিষ্ঠা: বিবাহ মানুষের জৈবিক চাহিদা হালালভাবে পূরণের ব্যবস্থা করে, যার ফলে সমাজে ব্যভিচার ও অশ্লীলতা হ্রাস পায়।

২. সন্তান জন্ম ও প্রতিপালন: দাম্পত্য জীবনই একটি ইসলামি সমাজে হালাল সন্তান জন্ম ও যথাযথ লালনের পথ উন্মুক্ত করে।

৩. পারিবারিক বন্ধন: এটি পারিবারিক সম্পর্কের ভিত্তি তৈরি করে, যেখানে দয়া, প্রেম ও দায়িত্ববোধ থাকে।

৪. সমাজে স্থিতিশীলতা: সুস্থ দাম্পত্য জীবন পরিবারকে শক্তিশালী করে, যা সমাজের ভিত মজবুত করে।

ইমাম কুরতুবী (রহ.) বলেন:

"বিবাহ মানুষকে পূর্ণতা দেয়, বিবাহের মাধ্যমেই তার দীন, চরিত্র ও সমাজে স্থিতি আসে।"
— (তাফসীরুল কুরতুবী, সূরা নূর, আয়াত ৩২, খণ্ড ১২, পৃ. ২৭৬)

বিবাহের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য

ইসলামে বিবাহ শুধুমাত্র দুনিয়াবি চুক্তি নয়; এটি একটি পবিত্র ইবাদত এবং মানব জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে জোড়া জোড়া করে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা, শান্তি ও দয়া স্থাপন করেছেন। বিবাহের মাধ্যমে মানুষ নৈতিক, পারিবারিক ও সামাজিক নিরাপত্তা লাভ করে।

কুরআনের আলোকে বিবাহের উদ্দেশ্য:

আল্লাহ তাআলা বলেন:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَٰحِدَةً

"তোমাদের যেসব নারী ভালো লাগে, তাদের মধ্যে দুই, তিন বা চার জনকে বিবাহ করো। আর যদি আশংকা করো যে, তোমরা ন্যায় বিচার করতে পারবে না, তবে একজনকে বিবাহ করো।"
— (সূরা আন-নিসা: ৩)

এই আয়াতে বিবাহের মাধ্যমে দাম্পত্য জীবনে ভারসাম্য, দায়িত্বশীলতা ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

আরেক আয়াতে বলা হয়েছে:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

“তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে একটি এই যে, তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও।”
— (সূরা রূম: ২১)

হাদীসের আলোকে বিবাহের গুরুত্ব ও উদ্দেশ্য:

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

"من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج"

“তোমাদের মধ্যে যার বিবাহের সামর্থ্য আছে, সে যেন বিবাহ করে; কেননা এটি দৃষ্টিকে নত রাখে এবং লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে।”
— (সহীহ বুখারী: ৫০৬৫, মুসলিম: ১৪০০)

এ হাদীসে বিবাহের মূল উদ্দেশ্য দুটো স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে:

1. নজর সংযম: দৃষ্টিকে হারাম থেকে রক্ষা করা

2. পবিত্রতা রক্ষা: জিনা-ব্যভিচার থেকে আত্মরক্ষা করা

বিবাহের মূল উদ্দেশ্যসমূহ:

১. তাকওয়ার মাধ্যমে পবিত্র জীবনযাপন:
ইসলাম চায় প্রতিটি মুসলমান যেন পবিত্র ও সৎ জীবন যাপন করে। বিবাহ এই লক্ষ্য অর্জনের একটি মাধ্যম।

২. পরস্পরের জন্য প্রশান্তি ও সহচরিতা:

দাম্পত্য জীবন মানেই একজন আরেকজনের শান্তির উৎস হওয়া।

৩. হালাল উপায়ে সন্তান উৎপাদন ও প্রতিপালন:
ইসলাম বিবাহের মাধ্যমে পরিবার গঠন ও বংশধারা রক্ষার ব্যবস্থা করে।

৪. নৈতিক অবক্ষয় রোধ:
বিবাহ ব্যভিচার, ধর্ষণ, লিভ টুগেদারের মতো সমাজবিনাশী কাজ থেকে রক্ষা করে।

৫. মানবিক ও সামাজিক দায়িত্ব পালন:
বিবাহ মানুষকে দায়িত্ববান করে তোলে; পরিবার, আত্মীয়তা এবং সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল করে।

উলামায়ে কেরামের মতামত:

ইমাম ইবন কাইয়্যিম (রহ.) বলেন:

"বিবাহ মানব জীবনের একটি অপরিহার্য অংশ, এর মাধ্যমে দীন পূর্ণতা পায় এবং মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে চলতে পারে।"
— (জাদুল মা'আদ, খণ্ড ৪, পৃ. ৩২২)

ইমাম গাযালী (রহ.) বলেন:

"যে ব্যক্তি নিজের দৃষ্টিকে সংযত রাখতে পারে না, তার জন্য বিবাহ ফরয হয়ে যায়।"
— (ইহ্যাউ উলুমুদ্দীন, খণ্ড ২, পৃ. ২২৫)

ব্যক্তিজীবনে বিয়ের সুফল।

যেহেতু সর্বজ্ঞ এবং সর্বজ্ঞানী আল্লাহ বিয়ে করাকে আমাদের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছেন, তাই এটা নিশ্চিত, বিয়ের মধ্যে আমাদের জন্য রয়েছে অনেক সুফল আর উপকারিতা। নিম্নে এসব উপকারিতারই একটা তালিকা দেয়া হলো-

দীন এবং ঈমানের সুরক্ষা

সৎকর্মপরায়ণ স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে সাহায্য, সহায়তা এবং উপদেশ প্রদানের মাধ্যমে আল্লাহর আনুগত্য করতে এবং পাপাচার থেকে নিজেরা বেঁচে থাকতে পরস্পরকে সহযোগিতা করে। আনাস বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল (স.) বলেছেন:

"আল্লাহ যখন কাউকে একজন সৎকর্মশীল স্ত্রী দান করেন, তিনি তাকে তার দীনের অর্ধেক সুরক্ষায় সাহায্য করেন। সে যেন বাকি অর্ধেকের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে চলে।"

(আত-তাবারানী এবং আল-হাকিম হাদীসটি সংকলন করেছেন। শায়েখ আল-আলবানি আস-সহীহাহ, হাদীস নং ৬২৫-এ হাদীসটিকে হাসান বলে মত দিয়েছেন।)

সতীত্বের সুরক্ষা

প্রকৃতিগতভাবেই পুরুষ যেমন নারীর প্রতি আকর্ষণ বোধ করে, নারীও ঠিক তেমনিভাবেই পুরুষের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে। আর শয়তান নারী-পুরুষের এই পারস্পরিক আকর্ষণবোধের সুযোগ নিয়ে থাকে। নারী পুরুষের নিকটবর্তী হলে কিংবা তার পাশ দিয়ে অতিক্রম করলে শয়তান পুরুষের কামোচ্ছ্বাসকে তাড়িত করে; নারীর প্রতি তাকে প্রলুব্ধ করে; নারীকে পুরুষের সামনে এক আকর্ষণীয় এবং মহনীয় অবয়বে মেলে ধরে। ফলে তারা যৌনাচার ঘটিত বিভিন্ন রকম পাপকার্যের দিকে ধাবিত হয়। উসামাহ ইবনু যায়েদ বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল (স.) বলেছেন:

"আমি আমার পরে পুরুষের জন্য নারীর চাইতে বড় কোনো পরীক্ষা ছেড়ে যাচ্ছি না।" (হাদীসটি আল-বুখারি এবং মুসলিমসহ অন্যান্যরা সংকলন করেছেন।)

নিরাপত্তাবোধ থেকে আনন্দ লাভ

'ভালোবাসা' এবং 'দয়া' এমন দুটি তাৎপর্যময় হৃদয়ানুভূতির নাম যেগুলো জীবনকে আলোক-সুষমায় ভরিয়ে তোলে এবং জীবনে বয়ে আনে আত্মপ্রত্যয়, নিরাপত্তাবোধ ও সুখের বারতা। আল্লাহ তা'আলার অবারিত অনুগ্রহসমূহের একটি হলো এই, বিবাহিত যুগলদের হৃদয়ে তিনি পারস্পরিক সম্প্রীতি ও মমত্ববোধের সঞ্চার করেন। ফলে সুরক্ষা ও নিরাপত্তাবেষ্টিত কোনো গৃহে ভাবনাহীন জীবনযাপনের মতোই তারা একে অন্যকে হৃদয়ে সযত্নে আগলে রাখে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

এবং তাঁর নির্দেশনাবলির মধ্যে রয়েছে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সঙ্গিনীদেরকে, যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি এবং দয়া সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে।(সূরা আর-রুম, :২১।)

অধিকন্তু, দেহের সাথে পোশাকের সম্পর্ক যতটা নিবিড়, বিয়েও নারী-পুরুষের মাঝে তেমনি এক নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের অনুপম সুখানুভূতি দিয়ে তাদেরকে জড়িয়ে রাখে। একজন আরেক জনের জন্য হয়ে ওঠে সুরক্ষা আর প্রশান্তির সুশোভিত প্রচ্ছদ।

বৈধ পন্থায় জৈবিক চাহিদা পূরণ

খাদ্যের মতো জৈবিক চাহিদাও মানুষের একটি প্রকৃতিগত ব্যাপার। একজন মানুষ যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হয় তখন থেকেই সে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে। নারী- পুরুষ পরস্পরের সাথে মিলিত হলে শারীরিক সুখ অনুভবের সাথে সাথে হৃদয়ে এক অপার্থিব আনন্দ অনুভব করে। মানুষের জীবনের দুঃখ-বেদনা, ক্লান্তি-শ্রান্তি ভুলিয়ে তাকে পুনরায় উদ্যম ফিরিয়ে দিতেও এর বিকল্প নেই। কিন্তু নারী-পুরুষের এই মিলন যদি হয় অন্যায় পথে অবৈধভাবে তা হলে এই নির্মল আনন্দ লাভ সম্ভব নয়; বরং এতে ক্ষণিকের শারীরিক সুখ লাভ হলেও মনের গভীরে এক অপরাধবোধ তাকে কুঁড়ে কুঁড়ে খায়। অবসাদ ও বিষণ্নতা তাকে আরও ক্লান্ত করে তোলে। আমাদের প্রতি আল্লাহর অসীম অনুগ্রহসমূহের অন্যতম

একটি হলো এই, তিনি বিয়েকে আমাদের জৈবিক বাসনা পূরণ করার এক বৈধ পন্থা হিসেবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

তোমরা নারীদের মধ্য থেকে যাদেরকে তোমাদের পছন্দ তাদের থেকে দুই দুই, তিন তিন কিংবা চার চার জনকে বিয়ে করে নাও। আর যদি সমতা রক্ষার ব্যাপারে আশঙ্কা করো তা হলে এক জনকে করো। (সূরা আন নিসা: ৩)

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিয়ে করতে তাঁর উম্মাহকে উৎসাহ দিয়ে বলেন:

"বিয়ে আমার সুন্নাহ। যে আমার সুন্নাহ মোতাবেক কাজ করে না সে আমাদের দলভুক্ত নয়। তোমরা বিয়ে করো। কেননা আমি তোমাদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে অন্যান্য উম্মতের সামনে গর্ব করব। অতএব যার সামর্থ্য আছে সে যেন বিয়ে করে। আর যার নাই সে যেন সিয়াম পালন করে। কেননা, সিয়াম একে (জৈবিক চাহিদাকে) প্রশমিত করে।"(সনান ইবনু মাজাহ, খন্ড ৩,অধ্যায় ৯, হাদিস নং ১৮৪৬,পৃষ্ঠা ৫৮-৫৯।শায়েখ আল- আলবানি, আস- সহীহাহ- হাদিস ২৩৮৩- এ হাদিস টি সহিহ বলে মত দিয়েছেন।)

ইবনে 'উমার এবং ইবনে 'আমর (রা.)বর্ণনা করেন, নবিজি(স.) বলেছেন: "দুনিয়ার সবকিছুই আসলে ক্ষণকালীন সম্পদ। তবে দুনিয়ার এসব ক্ষণকালীন সম্পদের মধ্যে সবচেয়ে ভালোটি হলো পুণ্যবতী স্ত্রী।"
(মুসলিম, খন্ড ৪, অধ্যায় ১৭,হাদিস নং৩৬৪৯,পৃষ্ঠা ১২৭;সুনান আন- নাসাঈ,খন্ড ৪, অধ্যায় ২৬,হাদিস নং ৩২৩৪,পৃষ্ঠা ১০৪ এবং আহমদ।)

সৎকর্ম বৃদ্ধির সুখময় পন্থা

বিয়ে কেবল বৈধ পন্থায় জৈবিক চাহিদা পূরণের মাধ্যমই নয় বরং বিয়ে হলো নিজের 'আমলনামায় সৎকর্ম সঞ্চয়ের এক মাধ্যম। আবু যর বর্ণনা করেন,

"আল্লাহর রাসূল(স.)-এর কিছু সাহাবী তাঁর নিকট অভিযোগ করলেন,
'হে আল্লাহর রাসূল, সম্পদশালী ব্যক্তিরা তো সব সওয়াব নিয়ে গেছে। আমরা যেমন সালাত আদায় করি, তারাও করে। আমরা যেমন সিয়াম পালন করি, তারাও করে। কিন্তু তারা তাদের উদ্বৃত্ত সম্পদ দান করে সওয়াব লাভ করছে অথচ আমাদের পক্ষে তা সম্ভব হচ্ছে না'।"

তিনি(স.)উত্তরে বললেন: "কিন্তু আল্লাহ কি তোমাদেরকে তা দান করেননি যা তোমরা সাদাকাহ করতে পারো?

প্রতিটি তাসবীহ ('সুবহানাল্লাহ'-'আল্লাহ পবিত্র' পাঠ করা) হলো সাদাকাহ;

প্রতিটি তাকবীর ('আল্লাহু আকবার'-'আল্লাহ মহান' পাঠ করা) হলো সাদাকাহ;

প্রতিটি তাহলীল ('লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-'আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোনো ইলাহ নেই' পাঠ করা) হলো সাদাকাহ;

প্রতিটি তাহমীদ ('আলহামদুলিল্লাহ'-'প্রশংসা আল্লাহর জন্য' পাঠ করা) হলো সাদাকাহ;

সৎকাজের আদেশ করা হলো সাদাকাহ;

মন্দকে প্রতিহত কিংবা নিষেধ করা হলো সাদাকাহ;

এবং তোমার (স্ত্রীর সাথে) সহবাস করাও হলো সাদাকাহ।"

সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল(স.)আমাদের কেউ জৈবিক চাহিদা পূরণ করলে তাতেও তার সওয়াব হবে?"

তিনি(স.)উত্তরে বললেন: "তোমরা বলো দেখি, যদি তোমাদের কেউ তা হারাম কাজে (যিনা) ব্যবহার করত তা হলে কি তার পাপ হতো না?"
তারা উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।"

অতঃপর তিনি(স.)বললেন: "অনুরূপভাবে যখন সে তা হালাল উপায়ে ব্যবহার করবে তাতে তার সওয়াব হবে।"
এরপর আল্লাহর রাসূল (স.)আরও বেশ কিছু বিষয়ের উল্লেখ করলেন যেগুলো করলে সাদাকাহ বলে গণ্য হয় এবং এই বলে শেষ করলেন যে:

"আর এ সবকিছুরই পরিপূরক হচ্ছে দুহার দুই রাক'আত সালাত।" (মুসলিম ও আহমাদসহ অন্যান্যরা হাদীসটি সংকলন করেছেন।)

সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ(স.)বলেছেন:
“তোমরা যা কিছু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য খরচ করবে তার জন্য তোমাদেরকে প্রতিদান দেওয়া হবে। এমনকি তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের মুখে যে খাবার তুলে দাও তার জন্যও।"(সহীহ বুখারী, হাদিস নং ১২৯৫;মুসলিম,হাদীস নং১৬২৮)

ইবন মাসউদ বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স.)বলেন:
"যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়ার ইচ্ছায় তার পরিবারের জন্য খরচ করে, তা হলে তা তার জন্য সাদাকা বলে গণ্য হবে।" (সহীহ বুখারী, হাদিস নং ৫৫; মুসলিম, হাদিস নং ১০০২)

সুশৃঙ্খল জীবনযাপন

অনেক সমাজে দেখা যায়,ছেলেরা লেখাপড়া শেষ করার পর একটা লম্বা সময় বেকার জীবন যাপন করে। তারা উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়ায়,রকে বসে আড্ডা মারে।কাজকর্ম করে না এবং নানারকম অপরাধমূলক ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ডেও নিজেরা জড়িয়ে পড়ে। এমন ছেলেদের নিয়ে পিতা- মাতাদের দুশ্চিন্তার অন্ত থাকে না।
মুরব্বিরা বলে থাকেন তাদেরকে বিয়ে করিয়ে দিতে।পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ববোধ থেকেও অনেক ছেলে কাজকর্ম করে;তবে পিতামাতাসূলভ স্নেহবাৎসল্যের কারনে কিছু পিতা-মাতা সন্তানের অকর্মণ্যতা ও অলসতাকে প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন।তাই সেসব সন্তান তেমন দায়িত্ববোধ অনুভব করে না।এ কারনে তাদের মধ্যে একটা গা-ছাড়া ভাব চলে আসে।কিন্তু বিবাহিত হলে পরে দাম্পত্যজীবনে স্ত্রীর কাছ থেকে এতটা ছাড় আশা করা যায় না। তার অধিকার তাকে বুঝিয়ে দিতে হয়। বাবা-মা'র কাছে সে সন্তান হওয়ায় সেখানে তার অক্ষমতার কারণে নিজেকে অপমানিত বোধ করে না। কিন্তু বিয়ে করে স্ত্রীর ভরণ-পোষণ দিতে না পারাটা তার পৌরুষে এসে আঘাত করে। স্ত্রীর কাছে তখন নিজের ভাব-মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হয়ে যায়। একইভাবে সন্তানের ভরণ-পোষণের জন্য সে আরও গভীর দায়বোধ অনুভব করে।
তাই এসব কারণে বিয়েকে মানবজীবনকে সুশৃঙ্খল করার একটি চমৎকার উপায় বলা যেতে পারে। বিয়ে মানবজীবনকে সুশৃঙ্খল, সুসমন্বিত করে তোলে। এতে জীবন- ঘনিষ্ঠ নানান

সমস্যার সমাধান হয়। বাউন্ডুলে জীবনধারার অবসান ঘটে। অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব আর বিষণ্ণতার নিরসন ঘটে।

বিয়ের সামাজিক সুফল ও প্রভাব

উল্লিখিত আলোচনা থেকে আমার এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি, সামগ্রিকভাবে পুরো সমাজ বিয়ের মাধ্যমে কল্যাণ লাভ করে থাকে। নিম্নে বিয়ের সামাজিক সুফলগুলোর একটি তালিকা দেয়া হলো:

মানবজাতির ধারাকে অব্যাহত রাখা

পশ্চিমা অনেক দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার মাইনাসের দিকে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বহির্মুখী কর্মজীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ায় তাদের মধ্যে বিয়ের প্রতি আগ্রহ কমে যাচ্ছে। ফলে তাদের মধ্যে যিনা-ব্যভিচারের হার বেড়ে গেছে এবং সন্তান গ্রহণের প্রবণতা অনেকাংশে কমে গেছে। এ কারণে তারা নানা প্রোগ্রামের নামে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকে লোকদেরকে নিয়ে নাগরিকত্ব প্রদান করে জনসংখ্যার হার ধরে রাখার চেষ্টা করছে। এই প্রক্রিয়া কোনো কারণে ব্যাহত হলে তাদের অবস্থা হবে করুণ। কয়েক শতাব্দীর মধ্যে সেসব জাতিগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে পৃথিবীর বুক থেকে।

বিয়ের মাধ্যমে আল্লাহ পৃথিবীতে মনুষ্য ক্রমধারাকে জারি রাখার জন্য তাঁর সৃষ্ট বিধানকে পূর্ণ করে থাকেন। আর এভাবেই বিয়ে মানবজাতির ক্রমধারা অব্যাহত রাখার একমাত্র সঠিক পন্থা হিসেবে ভূমিকা পালন করে যাবে যতদিন না আল্লাহ পৃথিবী এবং এতে যা কিছু রয়েছে তার পরিসমাপ্তি ঘটাবেন।

আত্মীয়তার বন্ধন সৃষ্টি

বিয়ের মাধ্যমে মানুষে-মানুষে আত্মীয়তার বন্ধন সৃষ্টি হয়। একটি মানবজুটির মিলনের মধ্য দিয়ে একাধিক পরিবার, গোত্র ও সমাজের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হয়। বিয়ের মাধ্যমেই মানুষ সন্তান লাভ করে, পিতা-মাতা এবং সন্তান-সন্ততিদের মাঝে এক পবিত্র বন্ধন

সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই বন্ধন তাদেরকে পরস্পরের প্রতি দায়িত্বশীল করে তোলে। এতে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের মানুষগুলোর মাঝে সম্প্রীতি ও পারস্পরিক সৌহার্দ্যের বন্ধন সুদৃঢ় হয়।

নৈতিক অবক্ষয় থেকে সুরক্ষা

নারী ও পুরুষের মাঝে বৈধ এবং রুচিসম্মত সম্পর্ক স্থাপনের সর্বোত্তম পন্থা হলো বিয়ে। বিয়ে সতীত্বের রক্ষাকবচ যা মুসলিম নারী-পুরুষকে অশ্লীলতা এবং এ ধরনের সকল প্রকার পাপাচারে নিপতিত হওয়া থেকে বাঁচায়। ফলে বিয়ে নৈতিক অবক্ষয় এবং অধঃপতনের জন্য দায়ী ওই সকল নোংরামি আর কুকর্মের দুয়ারকে বন্ধ করে দেয়, যা বহু সমাজকে ধ্বংস করে দিয়েছে।

রোগব্যাধি থেকে নিরাপদ রাখা

ব্যভিচার ও অশ্লীলতার পরিণতি হলো বেশ কিছু প্রাণঘাতী রোগব্যাধি। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- গনোরিয়া, সিফিলিস ও বিভিন্ন প্রকার যৌনঘটিত আলসার। আর এগুলোর সাথে সাম্প্রতিক সময়ে যোগ হয়েছে মরণব্যাধি 'এইডস'। এগুলো ছাড়াও রয়েছে আরও অনেক রোগ, যার দ্বারা মানুষ সহজেই সংক্রমিত হয়ে থাকে। এমনকি শিশুরাও এসব রোগ থেকে রেহাই পায় না। সমাজকে এ সকল রোগব্যাধি থেকে রক্ষা করার সর্বোত্তম উপায় হলো বিয়ে।

পারিবারিক পরিবেশ গড়ে তোলা

পারিবারিক প্রশান্তি ও নিরাপত্তাবোধ মহান আল্লাহর এক মহান নিয়ামত। এখানে যে শান্তি, স্বস্তি ও নিরাপত্তাবোধ মানুষ লাভ করে তা পরিবারের বাইরে কোথাও লাভ করা সম্ভব নয়; সে পরিবারের নীড়টুকু যতই জীর্ণশীর্ণ হোক না কেন। ঘর থেকে বাইরে থাকার মধ্যে একধরনের ক্লান্তিবোধ কাজ করে; তাতে বাইরে যতই আনন্দ ও আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা থাকুক না কেন। আর ঘরে মানুষ প্রশান্তি বোধ করে; তাতে সেখানে সে যতই ব্যস্ত থাকুক না কেন। এই পরিবার গড়ে তোলার মৌলিক একক হলো স্বামী ও স্ত্রী। আর বিয়ের মধ্য দিয়েই গঠিত হয় এই পরিবার। এরপর আসে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুচারুরূপে গড়ে তোলার দায়িত্ব। একজন মানুষের সন্তান-সন্ততি লালন-পালনের জন্য একটি সুষ্ঠু ও সুন্দর পরিবেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিয়ে হলো একটি অপরিহার্য পদক্ষেপ। আমাদের সন্তান-সন্ততিরা হলো

আমাদের দাম্পত্যের ফসল; এবং এরাই হবে ভবিষ্যৎ মুসলিম উম্মাহর আদর্শ নারী-পুরুষ। সার্থক বিয়ের পরিণতি হিসেবে ভালোবাসা, স্নেহ, মায়া-মমতা, দয়া এবং সত্যের সুশিক্ষা দিয়ে আমরা সন্তানদেরকে গড়ে তুলি যা তাদের সুষ্ঠুভাবে বেড়ে ওঠার জন্য এবং তাদের মানবিক বিকাশের জন্য একান্ত অপরিহার্য।

মুসলিম জাতিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ করা

ইসলাম শুধু সংখ্যা বা পরিমাণের ভিত্তিতে বিচার করে না; বরং গুণ ও মানের ভিত্তিতে সংখ্যা বা পরিমাণকে হিসেব করে থাকে। সে কারণেই আমাদেরকে মানসম্পন্ন মুসলিমের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। কেবল নাম ও লেবাসধারী মুসলিমের সংখ্যা নয়। মানসম্পন্ন মুসলিম হলো তারাই যারা সুমহান আল্লাহর হুকুম ও তাঁর প্রেরিত রাসূল -এর প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে চলে। এ ধরনের মানুষের সংখ্যাই বৃদ্ধি করতে হবে; এবং বহুগুণে বৃদ্ধি করতে হবে যারা পৃথিবীতে আল্লাহর দীনকে প্রতিষ্ঠা করবে এবং পরকালে জান্নাতে প্রবেশ করবে। ন্যায়পরায়ণ এবং সৎকর্মশীল মুসলিমদের সংখ্যা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্য নিয়েই একজন মুসলিম বিয়ে করবে। ফলে নিজের পরিবারকে একমাত্র সত্য দীন ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য সে আপ্রাণ চেষ্টা অব্যাহত রাখবে। শুধু তখনই এই পরিবার ঐসকল মুসলিমদের সংখ্যাভুক্ত হবে যারা বিচারের দিনে আল্লাহর রাসূল(স.)-কে এতোটাই সন্তুষ্ট এবং আনন্দিত করবে, তিনি তাঁর উম্মাহর ব্যাপারে পূর্ববর্তী অসংখ্য জাতির সামনে গর্ববোধ করবেন। আবু হুরায়রা(রা.)বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল (স.)বলেছেন:

"বিয়ে করো! কেননা, আমি তোমাদের মাধ্যমে সংখ্যা নিয়ে গর্ব করতে চাই। (সুনান ইবনু মাজাহ, খণ্ড ৩, অধ্যায় ৯, হাদীস নং ১৮৬৩, পৃষ্ঠা ৬৯, আল-হাকিম, ২/১৬০; শায়েখ আল-আলবানি সহীহুল জামে', হাদীস নং ১৫১৪-এ হাদীসটিকে সহীহ বলে মত দিয়েছেন।)

আবু উমামাহ(রা.) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল(স.) বলেছেন:

"বিয়ে করো! কেননা আমি তোমাদের মাধ্যমে অন্য জাতিসমূহের চেয়ে সংখ্যায় অধিক হতে চাই। খ্রিষ্টানদের মতো সন্ন্যাসব্রত ধোরো না।"
(আল-বায়হাকি সহ অন্যান্যরা হাদীসটি সংকলন করেছেন; শায়েখ আল-আলবানি সহীহুল জামে', হাদীস নং ২৯৪১ এবং আস-সহীহাহ হাদীস নং ১৭৮২-এ হাদীসটিকে সহীহ বলে মত দিয়েছেন।)

পাত্র ও পাত্রী নির্বাচন:ইসলামী দিকনির্দেশনা

পূর্বের অধ্যায়ে আমরা বিয়ের গুরুত্ব ও তাৎপর্য কী তা দেখিয়েছি।উল্লেখিত গুরুত্ব ও তাৎপর্যকে সামনে রেখেই একজন মুসলিম নারী এবং পুরুষকে তাদের জীবনসঙ্গী বা সঙ্গিনীনির্বাচনের জন্য তাগিদ দেওয়া হয়েছে।যাতে তারা সর্বোচ্চ সন্তোষজনক পন্থায় বিয়ের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ অর্জন করতে পারে। আর এই বিষয়টিই স্বামী -স্ত্রী নির্বাচনের প্রক্রিয়াকে অনেক বেশি গুরুত্ব ও তাৎপর্যবহ করে তোলে।একজন স্ত্রী হতে পারে সুখের কেন্দ্রবিন্দু কিংবা দুঃখ- দুর্দশা ও অশান্তির উৎস। একজন সৎকর্মশীলা,পূন্যবতী স্ত্রী যেমন এই জীবনে সুখ লাভের একটি প্রধান উৎস।ঠিক তেমনি একজন মন্দ স্ত্রী জীবনে দুঃখ-দুর্দশা ও অশান্তির অন্যতম প্রধান কারণ। তাই বিয়ের জন্য পাত্র-পাত্রী বাছাই খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাল্লাহ ওয়া তায়ালা বলেন,

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟

"যদি তোমরা ইয়াতিম মেয়েদের ব্যাপারে ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন করতে না পারার ভয় করো তবে নারীদের মধ্যে থেকে দুইজন,তিনজন,চারজনকে বিয়ে করে নাও ;তবে যদি তোমরা সমতা রক্ষা করতে না পারার আশঙ্কা করো তা হলে একজনকে...(সূরা আন- নিসা:৩)

আলোচ্য আয়াতে যদিও নারীদের মধ্য থেকে যাদেরকে ভালো লাগে তাদেরকে বিয়ে করতে বলা হয়েছে, তবে একইসাথে কুরআন ও সুন্নাহর বিভিন্ন বর্ণনায় সেই ভালো লাগার কারণগুলোকেও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মানুষ স্বভাবজাতভাবে ত্বরাপ্রবণ, আবেগী ও অদূরদর্শী। তাই ক্ষণিকের কোনো ভালো লাগার আগুনে যেন তাকে সারা জীবন জ্বলতে না হয় সেজন্য ইসলাম সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে। কোন কোন গুণ-বৈশিষ্ট্যগুলো সত্যিকার ও দীর্ঘস্থায়ী ভালো লাগা হিসেবে বহাল থাকবে, কোন ভালো লাগার মধ্যে কল্যাণ নিহিত রয়েছে, আর কোন ভালো লাগায় অকল্যাণ রয়েছে সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে।

স্ত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো কোনো ব্যক্তিকে সতর্কতার সাথে বিবেচনা করতে হয়, তার এমন কিছু বিষয় পাঠকদের জন্য নিচে তুলে ধরা হলো-

আদর্শ পাত্রীর বৈশিষ্ট্য

সৎকর্মশীলতা

একজন স্ত্রীর প্রথম এবং সর্বপ্রধান গুণ হলো তার সৎকর্মশীলতা। নবিজি পুরুষদেরকে বিয়ের জন্য সৎকর্মশীল, পুণ্যবতী নারী অন্বেষণ করার তাগিদ দিয়েছেন এবং এই ধরনের নারীকে বিয়ে করলে পুরুষ সুখী হবে বলে ইঙ্গিত করেছেন। আবু হুরায়রা (রা.)বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল(স.) বলেছেন:

"কোনো নারীকে চারটি কারণে বিয়ে করা হয়ে থাকে-ধনসম্পদ, সামাজিক অবস্থান, সৌন্দর্য এবং দীন (ধার্মিকতা); কাজেই যে দীনসম্পন্ন তাকেই খুঁজো যাতে তোমরা সফল হতে পারো। (আল -বুখারী এবং মুসলিমসহ অন্যান্যরা হাদিসটি সংকলন করেছেন)

সাওবান (রা.)বর্ণনা করেন,

সোনা-রূপা সঞ্চয়কারী লোকদের সতর্ক করার জন্য আল্লাহ তা'আলা যখন আয়াত অবতীর্ণ করলেন, তখন সাহাবারা ভাবলেন, 'আমরা তা হলে কোন ধরনের সম্পদ জমা করে রাখবো'? 'উমার(রা.)বললেন, 'আমি এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজবো।' রাসূল (স.)-এর নাগাল না পাওয়া পর্যন্ত তিনি তার উট নিয়ে দ্রুত সামনে এগোতে থাকলেন। তখন তিনি (সাওবান) তার ঠিক পেছনেই ছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল(স.), কোন ধরনের সম্পদ আমাদের সঞ্চয় করা উচিত?' তিনি উত্তরে বললেন:

"তোমাদের প্রত্যেকের যেন (আল্লাহর প্রতি) কৃতজ্ঞ হৃদয়, সর্বদা (আল্লাহর) প্রশংসাকারী জিহ্বা এবং এমন একজন স্ত্রী থাকে যে তাকে
পরকালের ব্যাপারে সহায়তা করে।"
(আহমাদ এবং আত- তিরমিযিসহ অন্যান্যরা হাদিসটি সংকলন করেছেন।
শায়েখ আল-আলবানি হাদিসটিকে সহিহ বলে মত দিয়েছেন)

উত্তম চরিত্র

স্ত্রী হিসেবে এমন কাউকে খুঁজতে হবে যে উত্তম চরিত্রের অধিকারিণী কিংবা যে উন্নত নৈতিক চরিত্রসম্পন্ন পরিবেশে লালিত-পালিত এবং বড় হয়েছে। এমনকি শারীরিক সৌন্দর্য কিংবা ধনসম্পদের মতো লোভনীয় বৈশিষ্ট্য থাকলেও স্ত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে দুর্বল নৈতিক চরিত্রের নারীকে অবশ্যই বর্জন করতে হবে। আবু সা'ঈদ আল খুদরী (রা.)বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন:

"(সাধারণত) তিনটি বৈশিষ্ট্যের কোনো একটির কারণে নারীদেরকে বিয়ে করা হয়- সম্পদের জন্য, সৌন্দর্যের জন্য এবং দীনদারিতার জন্য। তবে তুমি শুধু দীনদার ও উত্তম চরিত্রবান নারীকে গ্রহণ করো; তুমি সফলকাম হতে পারবে।"(সহীহ ইবনে হিব্বান, মুসনাদ আহমাদ ও আল হাকিম। আলবানি সহীহ সাব্যস্ত করেছেন : আস সহীহাহ ৩০৭)

আবু মূসা আল-আশ'আরি(রা.)বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল (স.) বলেছেন:

"তিনজন ব্যক্তি আছে যারা আল্লাহর কাছে দু'আ করলে তাদের দু'আ কবুল হয় না এমন ব্যক্তি যার দুশ্চরিত্রবান স্ত্রী আছে অথচ সে তাকে তালাক দেয় না, এমন ব্যক্তি যে কারও কাছে কোনো সম্পদ গচ্ছিত রাখলো কিন্তু সাক্ষী রাখলো না, এবং সেই ব্যক্তি যে নির্বোধ মানুষকে তার সম্পদ দিয়ে দেয়। "। (আল হাকিম, আবু নুয়াঈম এবং অন্যান্যরা হাদিসটি সংকলন করেছেন। আল- আলবানি হাদিসটিকে সহিহ বলে মত দিয়েছেন (সহীহুল জামে,হাদিস নং,৩০৭৫এবং আস সহীহাহ, হাদীস নং ১৮০৫)

এই হাদীসে 'দুশ্চরিত্র' বলতে মূলত চারিত্রিক দুর্বলতা এবং অশ্লীলতাকে বোঝানো হয়েছে যা নারীর আচার-আচরণকে সন্দেহজনক এবং তার সতীত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। এই ধরনের স্ত্রী যে পুরুষের অধীনে থাকে তাকে বলে 'দাইয়্যুস'।

কুমারীত্ব

কুমারীত্ব বিয়ের জন্য কোনো শর্ত নয়। তবে যদি একাধিক নারীর মধ্য থেকে যেকোনো একজনকে পছন্দ করার সুযোগ থাকে এবং অন্যান্য সবদিক থেকে তাদের সকলেই সমপর্যায়ের হয়, তা হলে যে কুমারী তাকেই স্ত্রী হিসেবে বেছে নিতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

কাজেই কুমারীত্ব এমন একটি বিষয় যা স্ত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে কেবল একটি বাড়তি বৈশিষ্ট্য হিসেবে পছন্দের পাল্লাকে ভারী করে। জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ(রা.) বর্ণনা করেন,

"মৃত্যুকালে তার পিতা নয়জন মেয়ে রেখে মারা যান। যাদেরকে দেখাশোনার দায়িত্ব ছিল জাবিরের ওপর। অল্প কিছুদিন পরেই জাবির একজন অকুমারীকে বিয়ে করেন। নবিজি (স.)-এর সাথে তার দেখা হলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন,"হে জাবির, তুমি কি বিয়ে করেছ?" তিনি উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ।" তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "সে কি কুমারী, না অকুমারী?" তিনি উত্তর দিলেন, "অকুমারী।" তিনি বললেন, "কেন কুমারী বিয়ে করলে না! তা হলে পরস্পর (অধিক) আনন্দ-ফুর্তি ও এক সাথে হাসি-তামাশা করতে পারতে।" জাবির(রা.)উত্তর দিলেন, "আসলে আমার পিতা 'আবদুল্লাহ অনেকগুলো মেয়ে রেখে মারা গেছেন। আমি চাইনি, তাদের মতোই কমবয়সী আরও একজন তাদের সাথে যোগ হোক; তাই আমি একজন পূর্ণবয়স্কা মহিলাকে বিয়ে করেছি যাতে সে তাদের যত্ন নিতে পাবে এবং তাদের দেখাশোনা করতে পারে।"
অতঃপর আল্লাহর রাসূল (স.)বললেন:

"নিশ্চয়ই তুমি উত্তম সিদ্ধান্ত নিয়েছ। তোমার জন্য আল্লাহ অফুরন্ত কল্যাণ দান করুন। " (আল- বুখারী,মুসলিম এবং অন্যান্যরা হাদিসটি সংকলন করেছেন।)

আব্দুল্লাহ ইবন মাস 'উদ (রা.)বর্ণনা করেন, রাসূল(স.) বলেন:

"কুমারী নারীদেরকে বিয়ে করো, তাদের কথা মধুরতর, গর্ভ উর্বর এবং অল্পতে সন্তুষ্ট হয়। "(মু'জামুল কাবীর,আলবানি হাসান সাব্যস্ত করেছেন।)

তবে মনে রাখতে হবে, স্বয়ং আমাদের প্রিয় নবিজি (স.) প্রথম যাকে বিয়ে করেছিলেন তিনি ছিলেন অকুমারী, পূর্বে বিবাহিতা এবং তাঁর চেয়ে প্রায় পনেরো বছরের বড়। শুধু তাই নয়, তাঁর স্ত্রীদের মধ্য থেকে শুধু এক জন ব্যতীত বাকি সকলেই ছিলেন অকুমারী। তাই কুমারী হওয়াটা বিয়ের জন্য কোনো অপরিহার্য শর্ত নয়; বরং অন্যান্য দিক থেকে যদি সকলেই একই মানের পাত্রী হয় তবে কেউ কুমারী হলে সেটা হবে তার একটি বাড়তি বৈশিষ্ট্য। অনেক ক্ষেত্রে বিধবা, কিংবা তালাকপ্রাপ্ত নারীদেরকে বিয়ে করা উত্তম বলেও বিবেচিত হতে পারে-বিশেষত যে সমাজে তাদের জন্য বিয়ে কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

সন্তানধারণে সক্ষমতা

যেহেতু বিয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হলো সন্তান জন্মদান, তাই এমন ধরনের কমবয়সী যুবতী নারীকে বিয়ে করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে যে স্বাভাবিকভাবেই অধিক
সন্তান জন্মদানে সক্ষম। মা'কিল ইবনু ইয়াসার (রা.)বর্ণনা করেন,
এক লোক আল্লাহর রাসূলের(স.) কাছে এসে বলল,
"আমি এক সম্ভ্রান্ত এবং সুন্দরী মহিলার দেখা পেয়েছি, কিন্তু সে বন্ধ্যা। আমার কি তাকে বিয়ে করা উচিত?" তিনি বললেন, "না।" তাঁকে আরও দুই বার জিজ্ঞেস করলে, আল্লাহর রাসূল (স.) বললেন:
"এমন নারীকে বিয়ে করো যে প্রেমময়ী এবং অনেক সন্তান-ধারণের ক্ষমতা রাখে, কারণ, (কিয়ামতের দিন) আমি তোমাদের সংখ্যা নিয়ে গর্ব করব।"
হাদীসটি আবু দাউদ এবং আন-নাসা'ঈ সংকলন করেছেন।, (আল-আলবানি হাদীসটিকে সহীহ বলে মত দিয়েছেন (সহীহুল জামে', হাদীস নং ২৯৪০ এবং ইরওয়া আল-গালীল, হাদীস নং ১৭৮৪)

মনে রাখতে হবে এই নিরুৎসাহিতকরণের অর্থ এই নয়, সন্তানধারণে অক্ষম নারীকে একেবারেই বিয়ে করা যাবে না। এখানে অধিক সন্তানধারণে সক্ষম নারীকে বিয়ে করতে উৎসাহিত করা হয়েছে মাত্র। এর অর্থ হলো এটা মুস্তাহাব, আর সন্তান- ধারণে অক্ষম নারীকে বিয়ে করা মাকরুহ। প্রশ্ন হতে হতে পারে, সন্তান ধারণে অক্ষম নারীকে কেউ যদি বিয়ে না করে তা হলে তার জীবন কীভাবে চলবে। সেক্ষেত্রে তিনি এমন কোনো পুরুষের স্ত্রী হতে পারেন যিনি একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করতে ইচ্ছুক এবং অন্য স্ত্রী থেকে তার সন্তান রয়েছে বা সন্তান লাভের আশা করা যায়। একই সাথে মনে রাখতে হবে, সন্তানধারণে অক্ষম কিংবা সক্ষম হওয়া কোনোটাই মানুষের নিজস্ব যোগ্যতা কিংবা অযোগ্যতা নয়। এটা একমাত্র আল্লাহরই এখতিয়ার এবং তাঁরই ইচ্ছাধীন। তিনি বলেন:

لِّلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

"আসমান ও জমিনের যাবতীয় ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর জন্য; তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। কাউকে কন্যাসন্তান দেন, আবার কাউকে পুত্রসন্তান দেন; কাউকে চাইলে পুত্র-কন্যা দুটোই দান করেন। আবার যাকে ইচ্ছা তিনি বন্ধ্যা করে রাখেন। নিশ্চয়ই তিনি সুউচ্চ ও প্রজ্ঞাময়। "(সূরা আস- শূরা : ৪৯-৫০)

অনেক পরিবারে দেখা যায়, বন্ধ্যা নারীদেরকে অপয়া-অলক্ষুণে মনে করা হয়। অনেক কাজে তাদেরকে অংশগ্রহণ করতে বাধা দেওয়া হয়। এটা সম্পূর্ণ জাহিলি যুগের পৌত্তলিকদের আচরণ। কোনো মুসলিম যদি এ ধরনের আচরণ করেন তা হলে নির্দ্বিধায় বলা যায়, তিনি মুশরিকদের দ্বারা প্রভাবিত এবং তার মধ্যে সুস্পষ্ট জাহিলিয়াত বিদ্যমান। মুসলিম জাতি একটি জ্ঞানসমৃদ্ধ আলোকিত জাতি। এ ধরনের কুসংস্কারে বিশ্বাস তাদের ধর্মীয় মূল্যবোধের সাথে মোটেই মানানসই নয়।

মমতাময়ী আচরণ

জীবনের দুটো দিক রয়েছে-ঘর এবং বাহির। বাইরের পৃথিবী স্বভাবতই বাস্তবতা, কঠোরতা ও রুক্ষতায় ভরা থাকে। মানুষ যদি শুধু বাইরের এই রুক্ষ জীবন যাপন করত তা হলে তার মধ্য থেকে আদর-মায়া, স্নেহ-মমতা বিদায় নিত। এটা হতো এক মহা বিপর্যয়। মানুষ বাইরের জগৎ থেকে কাজকর্ম সেরে যখন ঘরে ফেরে, তখন তার প্রশান্তির জন্য প্রয়োজন হয় একটু আদর-মমতার ছোঁয়া, যা তার সারা দিনের ক্লান্তি মুছে দিয়ে তাকে আবার সতেজ ও প্রাণবন্ত করে তুলবে। একইভাবে সন্তান প্রতিপালন এমনই একটি দায়িত্ব, যা মমতাময়ী বৈশিষ্ট্য ছাড়া পালন করা সম্ভব নয়। শিশুরা যেহেতু কোমল ও নাজুক প্রকৃতির হয়ে থাকে, তাই তাদের প্রতিপালনের জন্য আদর-স্নেহ মায়া-মমতার বিকল্প নেই।

তাই স্বামী-সন্তানের প্রতি মমতাময়ী এবং যত্নশীল আচরণের আশা করা যায় এমন নারীকে বিয়ে করার চেষ্টা করতে হবে। নারীর এই বৈশিষ্ট্যগুলো সাধারণত তার বেড়ে ওঠার পরিবেশ এবং বংশমর্যাদা থেকে আঁচ করা সম্ভব। মা'কিল ইবনু ইয়াসার (রা.)থেকে বর্ণিত হাদীসটিতে পরোক্ষভাবে এই বিষয়ের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। একই মর্মে আবু উসাইনাহ্ আস-সাদাফি(রা.)থেকে বর্ণিত হাদীসে আল্লাহর রাসূল (স.)বলেছেন:

"তোমাদের নারীদের মধ্যে সর্বোত্তম হলো তারাই যারা অনেক সন্তান জন্মদানে সক্ষম, যারা (তাদের স্বামীদের প্রতি) প্রেমময়ী, প্রশান্তিদায়ী এবং সহিষ্ণু-যখন তারা আল্লাহকে ভয় করবে। আর তোমাদের নারীদের মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট হলো তারা, যারা (পরপুরুষকে) তাদের সৌন্দর্য দেখায় এবং যারা দর্পভরে চলাচল করে। এরাই হলো কপট এবং এদের যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে তারা হবে লাল ঠোঁট এবং লাল পা-ওয়ালা কাকের মতোই বিরল।"

(হাদীসটি আল-বায়হাকি (তার সুনান গ্রন্থে) এবং অন্যান্যরা সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটিকে সহীহ বলে মত দিয়েছেন (সহীহুল আমে', হাদীস নং ৩৩৩০ এবং আস-সহীহাহ, হাদীস নং:১৮৪৯)

অল্পে তুষ্টি

বস্তুর পরিমাণের মধ্যে নয় বরং শান্তি নির্ভর করে মানুষের মনের তৃপ্তির ওপর। বিশেষত ঘরের স্ত্রী যদি অল্পে তুষ্ট না হয় তবে তার চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে স্বামীকে অনেক সময় সামর্থ্যের বাইরে গিয়ে চেষ্টা করতে হয়; আর তখনই স্বামীর দ্বারা শুরু হয় অন্যায় ও দুর্নীতি। তাই স্ত্রীর মাঝে অল্পে তুষ্টির গুণ খুঁজতে হবে। স্ত্রী অতৃপ্তিতে ভুগলে তা স্বামীর জীবনকে দুর্দশাগ্রস্ত করে ফেলবে এবং স্ত্রী নিজের ইচ্ছাপূরণের জন্য স্বামীকে যা ইচ্ছে তা-ই করাতে বাধ্য করাবে। স্বামীর আর্থিক অবস্থা এবং স্বামী যা দেয় তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা একজন কুমারীর পক্ষে যতটা সম্ভব একজন অকুমারীর পক্ষে ততটা নয়। কারণ, তার পূর্বের স্বামী যদি তাকে বিলাসী জীবন যাপনে অভ্যস্ত করে তুলে থাকে এবং বর্তমান স্বামী যদি সেই মানের লাইফস্টাইল বজায় রাখতে অসমর্থ হয় তা হলে সংসারে অশান্তি সৃষ্টি হতে পারে। আর একজন কুমারী জীবনের বাস্তবতার ব্যাপারে অনভিজ্ঞ নারী; তার চাহিদা পূরণের ব্যাপারে সে যেমনভাবে ভাববে, একজন অভিজ্ঞ নারী হয়তো সেভাবে চিন্তা করবে না। সে হয়তো তার চাওয়া-পাওয়া আদায় করতে স্বামীকে চাপ প্রয়োগ করবে। পক্ষান্তরে একজন কুমারী নারীকে নিয়ে তার স্বামী যেভাবে জীবনযাপন শুরু করবে, সে তার সাথে নিজেকে মানিয়ে নেবে। তাই হাদীসে অল্পে তুষ্টিকে কুমারীত্বের সাথে যুক্ত করা হয়েছে। জাবির ইবনু 'আব্দিল্লাহ (রা.)বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল (স.) বলেছেন:

"(বিয়ের জন্য) কুমারীদেরকে খুঁজবে; কারণ, এদের গর্ভ অধিক উর্বর, এরা অধিক মিষ্টভাষিণী, কম শঠতাপূর্ণ, এবং এরা অল্পতে খুব সহজে সন্তুষ্ট হয়।" (হাদিসটি আত-তাবারানি (তার আল-আসওয়াত গ্রন্থে) এবং আদ-দিয়্যা'উল মাকদিসি সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটিকে সহীহ বলে মত দিয়েছেন (আস-সহীহাহ, হাদীস নং ৬২৪ এবং সহীহল আমে', হাদীস নং ৪০৫৩)

তবে এটা কোনো একমুখী সরল অঙ্ক নয়। মূল কথা হলো অল্পে তুষ্টি। যদি তা কোনো অকুমারী নারীর মধ্যে পাওয়া যায় তা হলে তাকেও অন্য পাঁচ জনের মতো এই গুণের বিচারে প্রাধান্য দিতে হবে

সরলমতিত্ব

সরলমতিত্ব, চারিত্রিক সারল্য, মাধুর্য এবং নিষ্কলুষ হৃদয়-এগুলো হলো নারী চরিত্রের প্রশংসনীয় দিক যা একজন স্ত্রীর মাঝে খুঁজতে হবে। এই বৈশিষ্ট্যগুলো অকুমারীদের চাইতে কুমারীদের মধ্যেই বেশি পরিমাণে উপস্থিত। আর পারিবারিক 'পলিটিক্সে' তাদের অনভিজ্ঞতাই এর প্রধান কারণ। জাবির থেকে বর্ণিত উল্লিখিত হাদীসে এ বিষয়টিই ফুটে উঠেছে। অবশ্য বর্তমান সময়ে বিজাতীয় টিভি সিরিয়ালগুলো দেখে দেখে নারীরা বিয়ের আগেই পারিবারিক পলিটিক্সে সিদ্ধহস্ত হয়ে উঠছে। এই গুণবৈশিষ্ট্য আগে থেকে যাচাই করে নেওয়া দুঃসাধ্য ব্যাপার। চেষ্টা করতে হবে তার পারিবারিক পরিবেশ ও ঐতিহ্য দেখে বুঝে নিতে। যেসব পরিবার নিজেদের ভাই- বোন, মামা-চাচা ও নিকটাত্মীয়দের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলে, পরস্পরের বিরুদ্ধে কূটচালি করে না তাদের মধ্যে এই সারল্য অধিক মাত্রায় বজায় থাকার সম্ভাবনা থাকে। যে পরিবারে নিকটজন, আত্মীয়-স্বজনদের সাথে কুট সম্পর্ক রাখা, কিংবা সম্পর্কচ্ছেদের কালচার আছে, সেই পরিবেশে বেড়ে ওঠা ছেলে-মেয়েদের মধ্যে নোংরা পারিবারিক পলিটিক্সের বীজ বপিত হয়ে যায়।

সৌন্দর্য

দুঃখজনক হলেও সত্য যে-সাধারণ সমাজ তো বটেই, আমাদের যেসব লোকেরা নিজেদেরকে ধার্মিক ভাবতে পছন্দ করেন তাদের সমাজের অবস্থাও আজকাল খুবই খারাপ। পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে বৈশিষ্ট্যগুলোকে ইসলাম তুলনামূলক গুরুত্বের দিক থেকে সবার শেষে স্থান দিয়েছে সেগুলোকেই সবার ওপরে উঠে এসেছে। রাস্তাঘাটে, বিলবোর্ডে, বিজ্ঞাপনচিত্রে, নাটক-সিনেমায় সারাক্ষণ মেকআপ-মাখা পরিপাটি সাজের আবেদনময়ী ভঙ্গিমায় সুন্দরী নায়িকা ও মডেলদেরকে দেখতে দেখতে মানুষের মন এখন নারী ভাবতে কেবল তাদের মতো নারীকেই কল্পনা করে। এটা একটা ভয়াবহ সামাজিক ব্যাধিতে রূপান্তরিত হয়েছে। একজন নারীকে কেবল তার চামড়ার রং আর শারীরিক কাঠামো দিয়েই মূল্যায়ন করা হচ্ছে। ত্বক ফর্সাকারী ক্রিম ও প্রসাধনী সামগ্রীর বিজ্ঞাপনগুলোতে নারীর জীবনের সফলতাকে গেঁথে দিচ্ছে কেবলই তার গায়ের রঙ আর চেহারার সৌন্দর্যের সাথে। তার মেধা, যোগ্যতা, গুণ-বৈশিষ্ট্য সবকিছু যেন গৌণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এ কারণে পাত্রী পছন্দের ক্ষেত্রে চেহারা ফিগারের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হলেই লোকেরা কেবল অন্য বিষয় বিবেচনা করে। কিন্তু ইসলামে একজন স্ত্রীর মাঝে যেসব বৈশিষ্ট্য খুঁজতে হয় তার মধ্যে সৌন্দর্য, অর্থ-সম্পদ এবং সামাজিক অবস্থানকে গুরুত্বের দিক থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এসবের

বিনিময়ে স্ত্রীর সৎকর্মশীলতা, মেধা, যোগ্যতা, চরিত্র-বৈশিষ্ট্য কিছুতেই বিসর্জন দেওয়া যাবে না। তবে দ্বিতীয় পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য হিসেবে মনে করা হলেও সৌন্দর্যের বিষয়টিকে আমরা একেবারেই অগ্রাহ্য করতে পারি না। চেহারা সূরত ও সৌন্দর্যের প্রতি মানুষের আকর্ষণ একটা চিরায়ত ব্যাপার। আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

"নারীদের মধ্যে সর্বোত্তম হলো সে-ই, যার দিকে তাকালে সে তার স্বামীর মনকে আনন্দে ভরিয়ে দেয়, কোনো আদেশ দিলে তার আনুগত্য করে এবং নিজেকে কিংবা তার (স্বামীর) অর্থকে এমন বিষয়ে জড়ায় না যা স্বামী অপছন্দ করে।"

স্ত্রীকে দেখে স্বামীর 'সন্তুষ্ট' হওয়া বলতে মূলত স্ত্রীর মাঝে আল্লাহর আনুগত্য এবং সৎকর্মশীলতা দেখে স্বামীর সন্তুষ্ট হওয়াকেই বোঝানো হয়েছে। তবে স্ত্রীর শারীরিক সৌন্দর্যের মাধ্যমেও স্বামী সন্তুষ্ট হতে পারে। আর এ কারণেই বিয়ের প্রস্তাব প্রদানের সময় নারীর চেহারা দেখে নিতে আদেশ করা হয়েছে। একই সাথে পুরুষের উচিত এমন স্ত্রী খোঁজা যে তার উপযুক্ত এবং নারীরও উচিত এমন পুরুষ খোঁজা যে তার উপযুক্ত।

সামঞ্জস্য

আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে 'বৈচিত্র্য' এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। বৈষয়িক, আর্থিক, সামাজিক, বুদ্ধিবৃত্তিক দিকসহ নানা বিবেচনায় মানুষের মধ্যেও নানারকম পার্থক্য আছে। পৃথিবীতে মানুষের জীবনযাত্রা সচল রাখতে এর গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এ প্রসঙ্গে কুরআনুল কারীমে বলেছেন:

আমি তোমাদেরকে শ্রেণিগত দিক থেকে কিছু মানুষকে কিছু মানুষের ওপর স্থান দিয়েছি, যেন তোমরা একে অন্যের কাজে লাগতে পারো। (সূরা আয- যুখরুফ : ৩২)

বৈষয়িক এই পার্থক্যের ভিত্তিতে আল্লাহর কাছে কারও মর্যাদার তারতম্য না ঘটলেও এর মধ্য দিয়ে মানুষের মন-মনন, রুচিবোধ, চিন্তা-চেতনা, কর্মপ্রক্রিয়া, জীবনধারা ও আচার-আচরণে পার্থক্য সূচিত হয়। স্বামী-স্ত্রীকে যেহেতু পরস্পরের সাথে জীবনে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠভাবে কাটাতে হয়, সেক্ষেত্রে যদি তাদের মধ্যে এসব দিক থেকে বিস্তর পার্থক্য থাকে তা হলে তাদের মধ্যে বোঝাপড়ায় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় এবং তা মনোমালিন্য, ঝগড়া-ফাসাদ, এমনকি

বিচ্ছেদের কারণ, হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাই উল্লিখিত বিষয়গুলোতে পাত্র-পাত্রীর মধ্যে একটা সমতা রক্ষা করে চলাই উত্তম।

হ্যাঁ, তবে যদি কেউ এসব পার্থক্য সত্ত্বেও মানিয়ে চলতে পারে তাতে কোনো সমস্যা নেই। এই বিষয়টির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে রাসূল (স.)বলেছেন: "তোমরা তোমাদের প্রজননকোষের ব্যাপারে উত্তম সিদ্ধান্ত নাও; সামঞ্জস্য দেখে বিয়ে করো; আর সামঞ্জস্য দেখে (তোমাদের মেয়েদের) বিয়ে দাও।"

তবে খেয়াল রাখতে হবে, এসব বিবেচনা অবশ্যই বিয়ের ক্ষেত্রে মুখ্য নয়। প্রধানতম বিষয় হলো দীন এবং চরিত্র। এসব পার্থক্য যদি এমন বড় হয় যা বিবাহের মূল উদ্দেশ্যকেই ব্যাহত করে দেয় তা হলে তা বিবেচনা করতে হবে। তবে এসব বিষয়কে বিবেচনা করতে গিয়ে কখনো দীন ও উত্তম চরিত্রকে অবমূল্যায়ন করা যাবে না।

আদর্শ পাত্রের বৈশিষ্ট্য

ধার্মিকতা

পাত্রী পছন্দের ক্ষেত্রে যেমন কিছু বৈশিষ্ট্য খুঁজতে বলা হয়েছে, তেমনি পাত্রের বেলাও এর ব্যতিক্রম নয়। তবে পাত্রের ক্ষেত্রে প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হলো তার দীনদারী ও চরিত্র। নবিজি (স.)দীনদার এবং উত্তম চরিত্রের অধিকারী পুরুষের সাথে তাদের মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার জন্য অভিভাবকদের নির্দেশ দিয়েছেন। সৎকর্মশীলতা এবং উত্তম চরিত্রের জন্য প্রশংসিত কোনো পুরুষ কোনো নারীকে বিয়ে করতে চাইলে তার প্রস্তাব গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। আবু হুরায়রা, ইবনে 'উমর এবং আবু হাতিম আল-মুযানি (রা.)বর্ণনা করেন, নবিজি(স.)বলেছেন:

"যদি কোনো পুরুষ বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে তোমার কাছে আসে এবং তুমি তার দীন এবং চরিত্রের ব্যাপারে সন্তুষ্ট হও, তা হলে তাকে বিয়ে করো-যাতে করে পৃথিবীতে ফিৎনা এবং বড় ধরনের বিপর্যয় ছড়িয়ে না পড়ে।" (আত-তিরমিযি, ইবনু মাজাহ্ এবং অন্যান্যরা হাদীসটি সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটিকে হাসান বলে মত দিয়েছেন (সহীহুল জামে', হাদীস নং ২৭০ এবং আস-সহীহাহ, হাদীস নং ১০২২)

উত্তম চরিত্র

কোনো নারী যখন একজন দীনদার এবং উত্তম চরিত্রের কোনো পুরুষকে বিয়ে করে, তখন তার হারানোর কিছুই থাকে না-সে তাকে স্ত্রী হিসেবে রাখলে উত্তম আচরণের সাথেই তাকে রাখবে; আর সে যদি তাকে তালাক দিতে চায়, তা হলে সেটাও সে উত্তম আচরণের সাথেই করবে। অধিকন্তু, স্বামী দীনদার এবং উত্তম চরিত্রের হলে তা স্ত্রী এবং সন্তান-সন্ততি সকলের জন্যই কল্যাণকর। এতে তারা দীনের জ্ঞানার্জন এবং আরও ভালোভাবে দীন পালনের ক্ষেত্রে পরস্পরকে সহায়তা করতে পারবে।

কোনো পুরুষের যদি এই বৈশিষ্ট্যগুলো না থাকে, তা হলে একজন নারীর উচিত হবে সে পুরুষকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ না করা। বিশেষ করে যদি সে সালাত আদায়ের ব্যাপারে অবহেলা করে, মদ্যপানে আসক্ত হয়, ব্যভিচারে কিংবা এই ধরনের অন্যান্য বড় পাপে লিপ্ত থাকে। স্বামী নির্বাচনের ক্ষেত্রে অর্থসম্পদ এবং সামাজিক পদমর্যাদা যেন কখনোই একজন নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাপকাঠি না হয়।

আর্থিক অবস্থা

দুঃখের বিষয়, বিয়ের জন্য ছেলে খোঁজার সময় মেয়ের পরিবার বা অভিভাবক ছেলের ঈমান-আকীদা এবং তাকওয়ার দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে প্রথমেই তার অর্থ-সম্পদের দিকে নজর দেয়। অধিকন্তু, আজকের দিনের অধিকাংশ মুসলিম নারীরাও অনৈসলামী মতাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েছে। অথচ তাকওয়া, উত্তম চরিত্রই কেবল টেকসই ও প্রেমময় দাম্পত্য-সম্পর্কের নিশ্চয়তা দেয়। কিন্তু অধুনা মুসলিম নারীরা এ ধরনের স্বামী আর খোঁজে না। তারা স্বামী হিসেবে এমন পুরুষকে খুঁজে বেড়ায় যে ঐশ্বর্যশালী, যার রয়েছে উচ্চ পদমর্যাদা কিংবা যে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত কোনো বিশেষ ডিগ্রিধারী। আর এমনটি করতে গিয়ে তারা দীন-ধর্ম, নৈতিকতা এবং সর্বোপরি সুখ পর্যন্ত বিকিয়ে দিচ্ছে।

আমরা অবশ্যই মুসলিমদেরকে দারিদ্র্যের মাঝে জীবন কাটানোর আহ্বান জানাচ্ছি না। তবে আমরা দৃঢ়তার সাথে বলছি, অর্থসম্পদ এমন একটি গৌণ বিষয় যেটাকে কখনোই দীন এবং উত্তম চরিত্রের সমকক্ষ মনে করা উচিত নয়। তা ছাড়া দারিদ্র্য কিংবা সচ্ছলতা কোনো স্থায়ী বিষয় নয়। বিত্তশালী কোনো ব্যক্তি অল্প দিনের মধ্যেই দরিদ্র হয়ে যেতে পারে, আবার দরিদ্র কোনো ব্যক্তিও অল্প সময়ের মধ্যেই সচ্ছল হয়ে যেতে পারে।

আচার-ব্যবহার ও সৌজন্যবোধ

অনেক সময় মানুষের সাধারণ দীনদারী, সালাত, সিয়াম, চরিত্র ঠিক থাকলেও আচার- ব্যবহার ভালো থাকে না। অনেকের ক্ষেত্রে আবার দেখা যায়, বাইরের মানুষদের সাথে বেশ অমায়িক ব্যবহার করলেও ঘরের মানুষদের সাথে দুর্ব্যবহার করে থাকে। এ স্বভাবের কারণে নিজেদেরদের সম্পর্কগুলো একেবারে ভেঙে না দিলেও সম্পর্কের মাধুর্য নষ্ট করে দেয়। ইসলামে যে উত্তম চরিত্রের কথা বলা হয়েছে সেটা কেবলই অশ্লীলতা ও যিনা- ব্যভিচার থেকে দূরে থাকার কথা বোঝায় না; বরং আচার-ব্যবহারও এর মধ্যে শামিল। কোনো পাত্রের ব্যাপারে খোঁজ-খবর নেওয়ার সময় খেয়াল করুন তার আচার-ব্যবহার কেমন; সে তার পরিবার-পরিজন, অফিস কলিগদের সাথে কীভাবে মেশে; ড্রাইভার, দারোয়ান কিংবা কাজের লোকদের সাথে কেমন আচরণ করে। মুখে হাসি রেখে কথা বলে, নাকি সারাক্ষণ বদমেজাজি হয়ে থাকে।

চেহারা

পুরুষদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সৃষ্টি করেছেন কঠোর কঠিন ও দুরূহ কাজগুলো সম্পাদন করার জন্য। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কৃষি কাজ করা, বিশাল ভারী বোঝা বহন করা, হাজার ফুট মাটির গভীরে খনিতে নেমে খনিজ দ্রব্য উত্তোলন করা, সমুদ্রযাত্রার মতো দুঃসাহসিক কাজ, উঁচু উঁচু ইমারত নির্মাণসহ যত রকম কঠিন কায়িক পরিশ্রমের কাজ আছে এগুলো করা পুরুষের দায়িত্ব। তাই পুরুষের সাধারণ শারীরিক কাঠামোর মধ্যে নারীর মতো কোমলতা, সৌন্দর্য, কমনীয়তা নেই। আল্লাহই পুরুষকে এভাবে সৃষ্টি করেছেন। পুরুষের সৌন্দর্য তার পৌরুষদীপ্ত কর্মকাণ্ডের মধ্যে নিহিত। তাই তার চেহারা নিয়ে খুব বেশি চিন্তিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। তবে পুরুষের চেহারার সৌন্দর্য তার দাড়ির মধ্যে পাওয়া যায়। বলা হয়ে থাকে 'Beard for a man is like mane for a lion.' অর্থাৎ 'পুরুষের দাড়ি হলো সিংহের কেশরসম'।

মুখে দাড়ি না থাকা একটি নারীসুলভ বৈশিষ্ট্য। দাড়িবিহীন একজন সুস্থ সবল সুগঠিত চেহারার যুবককে কোমলমতি একজন নারীর সাথেই সামঞ্জস্য আনা যায়। এ জন্য অনেক বিদ্বান লোকেরা দাড়িহীন লোকদের দিকে তাকানোকে কিছুটা নারীদের দিকে তাকানোর সাথে তুলনা করেছেন। তাই পাত্রের চেহারা দেখার ক্ষেত্রে দেখুন তার দাড়ি আছে কি না।

বিবাহ(নিকাহ): নিয়ম,রীতি ও ইসলামী চুক্তি

বিয়ের তারিখ ঠিক হয়ে যাবার পর আপনাকে কঠোর কিছু সিদ্ধান্ত নিতে হবে। একটা সম্পর্কের শুরুটা আল্লাহর নারাজি দিয়ে শুরু করা মোটেও সমীচীন হবে না। সুন্নাতের খেলাফ কাজ করে, আল্লাহর হুকুম নষ্ট করে যে সম্পর্কের শুরু, তা বারাকাহ-সমৃদ্ধ হবে কীভাবে। মন-খুশি বিয়ে যারা করে, তারা মনকেই কেবল খুশি করে-হৈহুল্লোড়, ফটোগ্রাফি, ভিডিও, গায়ে হলুদ, ডিজে-ডান্স, সাউন্ড সিস্টেম, লৌকিকতা ইত্যাদির মাধ্যমে। মনে রাখবেন, আপনি করছেন আমল, আল্লাহর খুশির জন্য। শুরুতেই ছাড় দেবেন না। নিজের পরিবার, হবু স্বামী/স্ত্রীর পরিবারের কাছে স্পষ্ট করে দিন-বিয়ের অনুষ্ঠান নিয়ে আপনার চাওয়া-পাওয়া। বিশেষ করে পাত্রী দাবি তুললে ছেলেটার দাবিও জোর পাবে- 'আমাদের বিয়েতে ওসব হবে না, ব্যস।' আর পাত্রী দাবি না জানালে পাত্র বেচারাকে অনেক লড়তে হবে, হেরেও যেতে পারে।

গায়ে হলুদ:

গায়ে হলুদ এবং বাগদান (এনগেজমেন্ট) যে হিন্দু সংস্কৃতি থেকে প্রবিষ্ট, তা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে তুলে দিচ্ছি-

গায়ে হলুদ হিন্দু বিয়ের অন্যতম একটি রীতি। মুসলমান বিয়েতেও এর চল আছে। জানেন কি, বিয়ের অনুষ্ঠানে গাত্রহরিদ্রা বা গায়ে হলুদের প্রচলন কেন হলো? হিন্দু বিয়ের রীতি অনুযায়ী, বিয়ের দিন সকালে হলুদ মেখে স্নান করেন বর-কনে। পুরাণেও হিন্দু বিয়ের রীতিতে হলুদের চল ছিল।

বাংলাপিডিয়া জানাচ্ছে, এর সাথে মঙ্গলের কুসংস্কারও জড়িয়ে আছে-

বর-কনের দাম্পত্য জীবনকে যেকোনো ধরনের অকল্যাণ বা অপশক্তির অনিষ্ট থেকে মুক্ত রাখার কামনা থেকেই এসব লোকাচার পালন করা হয়। গায়ে হলুদ এ সবেরই একটি এবং এটি মূলত একটি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, যা প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত। হিন্দুসমাজে এ লোকাচার গাত্রহরিদ্রা বা অধিবাস নামে অভিহিত। গায়ে হলুদ অনুষ্ঠানের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো বিয়ের তিনদিন, পাঁচদিন অথবা সাতদিন আগে বর ও কনের গায়ে হলুদ এবং অন্যান্য মাঙ্গলিক দ্রব্য মাখানো। হলুদ একদিকে পবিত্রতার প্রতীক, অন্যদিকে প্রসাধনী হিসেবেও উৎকৃষ্ট।

আধিভৌতিক ও অপশক্তির প্রভাব দূর করতে হলুদ অত্যন্ত কার্যকর বলে একটি বিশ্বাস প্রচলিত আছে। এসব কারণেই গায়ে হলুদ অনুষ্ঠানের প্রচলন হয়েছে।

এ ধরনের শিরকী অন্ধবিশ্বাসের প্রতীক একটি লোকাচার দিয়ে আপনি কীভাবে আপনার নতুন জীবন শুরু করতে পারেন? সেই সাথে গাইরে মাহরামের ইনভলভমেন্টে ফরয পর্দা নষ্ট হওয়া থেকে নিয়ে ফটোগ্রাফি, ডান্স, ডিজে, লোকদেখানো অহেতুক খরচ, ফ্রিমিক্সিং- অনেকগুলো হারাম কাজের উপলক্ষ এই গায়ে হলুদ ও বাগদান। তাহলে কীভাবে এই বিয়েতে আল্লাহর পক্ষ থেকে বারাকাহ, সাহায্য ও সুখশান্তি আশা করা যায়?

অনেকে আবদুর রহমান ইবনু আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু'র বিয়ের ঘটনা থেকে 'গায়ে হলুদ' ইসলামেও রয়েছে প্রমাণ করতে চান। ঘটনাটি হলো- একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আবদুর রহমান ইবনু আউফের সাক্ষাৎ হয়। তখন তাঁর দেহে হলুদ সুগন্ধির চিহ্ন ছিল। রাসূল বললেন, 'কী ব্যাপার আবদুর রহমান! তখন আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আল্লাহর রাসূল! আমি এক আনসারী নারীকে বিবাহ করেছি।(বুখারী, হাদিস নং: ৩৯৩৭)

এটা হলুদ ছিল না, এটা ছিল জাফরান। একই ঘটনা মুসনাদে আহমাদে উল্লেখ আছে। (মুসনাদ আহমাদ, হাদিস নং : ১৩৭৯০)
সেখানে 'জাফরান' শব্দটির সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। আর জাফরান রঙ ছেলেদের ব্যবহার নিষেধ ছিল। সুতরাং নববধূর শরীর থেকে সাহাবীর শরীরে তা লেগেছিল। আর হলুদ যেমন অশুভ থেকে মঙ্গলের জন্য ব্যবহার হতো, জাফরানের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই, কেবলই সৌন্দর্যের জন্য, যার তুলনা হতে পারে মেহেদী। সুতরাং শিরকের নির্যাস এই 'গায়ে হলুদ'-এর সাথে ইসলামের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই।

বিয়ে মসজিদে

মুসলমানের বিয়ে-শাদি, বিচার-সালিশ, শিক্ষাদীক্ষা-সকল সামাজিক কর্মকাণ্ডের মারকায বা কেন্দ্র হবে মসজিদ। আজ আমাদের সাথে মসজিদের কত দূরত্ব। মসজিদের নাম আজ কেবলই 'নামায-ঘর'। এজন্যই আমাদের জীবনে বারাকাহ নেই।

মুসলমানের বিয়ে মসজিদে হওয়া উচিত। সুন্নাহ এটাই।

আম্মাজান আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা বিয়ের ঘোষণা দেবে, বিয়ের কাজ মসজিদে সম্পন্ন করবে এবং এতে দফ বাজাবে।'(তিরমিযী, হাদীস-ক্রম: ১০৮৯, অধ্যায়: বিবাহ। সনদ দুর্বল।)

কনের বাবা মেয়ের অনুমতি নিয়ে মসজিদে যাবেন। ছেলের কাছে প্রস্তাব পেশ করবেন ইমাম সাহেব। ছেলে জোরে বলবেন, 'আলহামদুলিল্লাহ আমি কবুল করলাম।' ব্যস, আল্লাহর খাতায় আপনারা বৈধ স্বামী-স্ত্রী।

খেজুর ছিটানো সুন্নাহ। ফাতিমা ও আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুমা'র বিবাহের খুতবার পর একপাত্র খুরমা উপস্থিতদের মাঝে ছিটিয়ে দেয়া হয়। কারো বর্ণনায় উপস্থিতদের মাঝে মধুর শরবত ও খেজুর বণ্টন করা হয়েছিল। আরেক বর্ণনা অনুযায়ী, নবীজি সাল্লাল্লাহি আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে খুরমা বণ্টন করেছিলেন। এর ওপর ভিত্তি করেই কোনো কোনো ফকীহ বিবাহের সময় খুরমা/বাদাম/চিনি ছিটানোকে মুস্তাহাব বলেছেন।(সীরাতু ফাতিমাতিয যাহরা-৯১-৯৩) যেহেতু বিয়ে একটা আনন্দের উপলক্ষ, নবীজি (স.) ছিটিয়ে দিতে বলেছেন, সবাই লাফিয়ে ধরবে। এটা মসজিদের আদবের খেলাফ না। নবীজি(স.)যা বলেছেন ওটাই আদব। ভেজা ভেজা আঠালো খেজুর নেবেন না. খোরমা নেবেন, তাহলে ছিটালে মসজিদ ময়লা হবে না। ইমাম সাহেবের অনুমতি নিয়ে রাখবেন, অনুমতি না দিলে দরকার নাই।

কাবিন ও তালাকের অধিকার

কাবিননামা দ্রুত করে ফেলবেন। এখন আমাদের ঈমান দুর্বল, তাকওয়ার অভাব। কাবিন, রেজিস্ট্রি মেয়ের নিরাপত্তার জন্য। ছেলে কিছুদিন সংসার করে পালিয়ে গেল। বা লজ্জা ভুলে বেহায়ার মতো অস্বীকার করল। তখন? আপনি যেন আইনের দ্বারস্থ হতে পারেন, বিচার পান। এজন্য বিয়ের মজলিসেই, না হয় পরে যত দ্রুত সম্ভব কাবিন-রেজিস্ট্রি করে নেয়া উচিত। কাবিননামার ১৮ নম্বর ঘরে 'স্ত্রীকে তালাকের অধিকার দিচ্ছেন কি না'- এখানে 'না' লিখুন। বিয়ের আগেই তালাকের অধিকার দিলে তা 'দেওয়া' হয় না। আলিমগণ এটা নিষেধ করেন। আবার কিছু মূর্খ কাজি লিখে দেয় 'বনিবনা না হলে'। বনিবনা না হলেই স্ত্রীর আমাকে তালাক দেবার অধিকার থাকবে? মাঝে আর কোনো ধাপ নেই? যত্তসব! একটা জীবনের শুরুতেই নিয়ত যদি নেগেটিভ হয়, তাহলে ফলাফলও তেমনই হবে! নিয়ত করুন-জান্নাতেও দুজনে একসাথে থাকবেন। তালাকের কথা মাথায়ই আনবেন না।

বরযাত্রী

কনেপক্ষের উপর আয়োজনের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। '৫০০ বরযাত্রী আসছি' আগাম জানিয়ে ব্যবস্থা করতে বলা নিকৃষ্ট ছোটলোকি। আপনার আত্মীয়-স্বজনকে আপনি খাওয়াবেন, আপনার পয়সা নেই? তারপর এসে খাবার নিয়ে সমালোচনা, গেট ধরা, শ্যালিকা হাত ধুয়ে দেয়া-এসব কু-প্রথার অনুমোদন ইসলামে নেই। যদি নতুন জীবনে বারাকাহ চান, আল্লাহর সাহায্য চান-এসব লোকদেখানো, লোকের মন জয় করার নামে জুলুম বাদ দিতে হবে। আপনার স্ত্রীকে আপনার দোযখ বানিয়ে দিতে আল্লাহর এক মিনিটও লাগবে না। নবীজি (স.)নিজের মেয়েকে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু'র ঘরে দিয়ে আসেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু গিয়ে দিয়ে আসেন আম্মাজান আয়েশাকে। উত্তম তো মেয়ের বাড়িতে খানাপিনা হবে না, কনের বাবা গিয়ে কনেকে দিয়ে আসবে। একান্তই মেয়ের বাবা লৌকিকতার তাগিদে খানাপিনার চাপাচাপি করলে সর্বোচ্চ ১০ জন গিয়ে খেয়ে মেয়ে নিয়ে আসবেন। বিয়েতে বরযাত্রী যাওয়া এবং কনেপক্ষের বাড়িতে আপ্যায়ন যদি তাদের আন্তরিক আতিথেয়তা ও সন্তুষ্টিতে হয় তবে তা জায়েয আছে। কিন্তু বর্তমান সময়ে বিষয়টি খুব বাড়াবাড়ির পর্যায়ে চলে গেছে। কনেপক্ষের উপর জোর করে বিষয়টি চাপিয়ে দেয়া হয়। অনিচ্ছাসত্ত্বেও সমাজ রক্ষার্থে বাধ্য হয়ে এ ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজন করতে হয়। আবার বরপক্ষের কিছু মূর্খ, নাদান, খাদক ও ছিদ্রান্বেষী ব্যক্তি সেই খাবারে নানা খুঁত ধরে অপমানের চেষ্টা করে থাকে। এধরনের পরিস্থিতিতে বরযাত্রী হিসেবে খাবার খাওয়া জায়েয নয়। (ফাতাওয়ায়ে দারুল উলুম দেওবন্দ-৭/৫২২)

রাসূল (স.)বলেছেন-

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْه ُ

'কোনো মুসলমানের আন্তরিক সন্তুষ্টি ছাড়া তার সম্পদ গ্রহণ (ভক্ষণ) হালাল নয়।' (বাইহাকি,আস-সুনানুল কুবরা-৬/১৬৬[১১৫৪৫]।সনদ হাসান লিগাইরিহি)

মোটকথা, আমাদের শরীয়তে মেয়ে বিয়ে দিতে মেয়ের বাবার কোনো খরচ নেই। মোহর, ওয়ালীমা-সব ছেলেপক্ষের খরচ। ইসলামে মেয়ে পিতার জন্য বারাকাহ। আর আমরা হিন্দুয়ানি প্রথা ঢুকিয়ে মেয়েকে পিতার জন্য বোঝা বানিয়ে দিয়েছি। এজন্য লোকে দারিদ্যের ভয়ে

জাহিলিয়াতের যুগের মতো এখনও কন্যা-ভ্রূণ হত্যা করে। ইসলাম সহজ করেছিল, আমাদের মন-চাহিদাই তা কঠিন করে ফেলেছে।

ওয়ালীমা ও পর্দা

বিয়ের পর ছেলে কর্তৃক আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, শুভাকাঙ্ক্ষী ও গরীব- মিসকীনদের তৌফিক অনুযায়ী আপ্যায়ন করাকে 'ওয়ালীমা' বলে। বাংলায় ওয়ালীমাকে 'বৌভাত' বলা হয়, যদিও বৌভাত মানে 'বৌ কর্তৃক রান্না'। হিন্দু সমাজে ওইদিন নববধূকে প্রথম রান্নাঘরে নেওয়া হয় এবং তার হাতের স্পর্শযুক্ত রান্না খাইয়ে তাকে বরের সমাজভুক্ত করা হয়, এজন্য বলে 'বৌভাত'। হিন্দুয়ানি পরিভাষার পেছনে বিশেষ সংস্কার-অন্ধবিশ্বাস জড়িত। তাই আমাদের উচিত মুসলিম সংস্কৃতির পরিভাষাগুলোকে সংরক্ষণ করা। ওয়ালীমা আমাদের সুন্নাহ ইবাদাত।

বিয়ের পরদিন বা পরবর্তী সময়ে সুবিধামতো নিকটতম সময়ের মধ্যে ওয়ালীমা করা চাই। তবে তিন দিনের মধ্যে করা উত্তম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে ওয়ালীমা করেছেন এবং সাহাবীদেরকে ওয়ালীমা করতে উৎসাহিত করেছেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাইনাব বিনতু জাহাশ রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বিয়ে করার পরদিন ওয়ালীমা করেছেন। (বুখারী,হাদিস নং:৫১৭০) ছাফিয়্যাহ রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বিয়ে করার পরও তিন দিন যাবত ওয়ালীমা খাইয়েছেন।(মুসনাদু আবী ইয়াদা,হাদিস নং :৩৮৩৪)

আমাদের কমিউনিটি সেন্টার কালচারে শুধু ধনী ও দুনিয়াদার আত্মীয়স্বজন দাওয়াত পায়। এই ওয়ালীমাকে হাদীসে নিকৃষ্টতম ওয়ালীমা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। নবীজি(স.) বলেছেন, 'ঐ ওয়ালীমার খাবার নিকৃষ্ট, যার মধ্যে কেবল ধনীদের দাওয়াত করা হয়, আর গরীব লোকেদের বাদ দেয়া হয়।' (বুখারী,হাদিস নং :৫১৭৭;অধ্যায়: বিবাহ)

ওয়ালীমাতে নারীপুরুষের আলাদা ব্যবস্থা হবে। কনে পর্দার সাথে থাকবেন। নন-মাহরাম কেউ কনে দেখবেন না। কনের ছবি কেউ তুলবেন না, ভেতরের মহিলারাও না। বেদ্বীন মহিলারাও ছবি তুলে স্বামীকে গিয়ে দেখায়। নতুন জীবনের শুরুতেই ফরযের সাথে কম্প্রোমাইজ করবেন না। কমপক্ষে নিজের ও নিজের স্ত্রীর পর্দা রক্ষায় কঠোর থাকুন। মানুষকে নয়, আল্লাহকে খুশি করুন, আল্লাহ আপনাকে খুশি করবেন।

ওয়ালীমাতে উপহার সামগ্রী গ্রহণ

বরযাত্রীর আলোচনায় উল্লিখিত হাদীসে রয়েছে যে, অসন্তুষ্টির সাথে মুসলমানের সম্পদ গ্রহণ করা হারাম। একই হাদীসের আলোকে ওয়ালীমা-সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উপহার-সামগ্রী গ্রহণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা যেমন, চেয়ার-টেবিল বসিয়ে আলাদা লোক নিযুক্ত করে আগত মেহমানদেরকে উপহার দিতে বাধ্য করা জায়েজ নয়।
(বাইহাকী-আস-সুনানুল কুবরা-৬/১৬৬ [১১৫৪৫]। সনদ হাসান লিগাইরিহি; ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া-৪/৩৮৩)

যৌতুক

কনেপক্ষ থেকে অলংকারের শর্ত করা নিষেধ এবং ছেলেপক্ষ থেকে যৌতুক চাওয়া হারাম। (আহসানুল ফাতাওয়া৫/১৩)
আগেই বলেছি, মেয়ের বিয়েতে মেয়ের বাবার কোনো খরচ ইসলাম রাখেনি। খবরদার! শ্বশুর জামাইকে হাদিয়া দিবে ভালো-কথা, এজন্য সারা জীবন পড়ে আছে। বহুত হাদিয়া দেবে। জাস্ট বিয়ের সময় নেবেন না। এমনকি বরের বাসায় কাপড়চোপড় পাঠানো, তা নিয়ে আবার ছেলেপক্ষের নারীদের গীবতের মজমা বসে- 'কী সস্তা জিনিস দিছে!'

আপনি একটু কঠোর হলে কত গুনাহ রোধ করতে পারেন!

অনেকে যৌতুক নেন না ঠিকই, আবার বউকে কথাও শোনান। বরযাত্রী যান না, আবার শাশুড়ি বউকে খোঁটাও দেন- 'তোমার বাপের তো কোনো খরচই হয়নি, খালি মেয়েটা দিয়েই খালাস।' অনেকসময় এই খোঁটার ভয়েই মেয়ের বাপ বড় অনুষ্ঠান করতে কিংবা যৌতুক দিতে চায়। মুসলিমকে এইভাবে খোঁটা দেয়া/উপহাস করা ভয়াবহ রকমের কবীরা গুনাহ। তাওবা ছাড়া মাফ না হবার আশঙ্কা আছে।

কিছু বিষয়ে আল্লাহর জন্য কঠোর হয়ে যেতে হয়। যারা বেজার হবে, তাদের খুশি করার দায়িত্ব আল্লাহ তাআলার। আপনার কাজ শুধু আল্লাহকে খুশি করা। যত পরিমাণ সুন্নাহর উপর আমল হবে ধরে নেবেন আপনার দাম্পত্য-জীবন তত সুখের হবে, ইনশাআল্লাহ।

মোহর

আমার আগে ১ জন মাত্র রাবী, সহীহ সনদ। মেয়ের বাবা মোহর চেয়েছেন ৪০ লাখ টাকা। কেন? 'আমার মেয়েকে যদি ছেলে ছেড়ে দেয়!' কিন্তু ছয় মাসের মধ্যে ৪০ লাখ টাকা পে করে ঠিকই ডিভোর্স হয়েছে। বেশি মোহর বিয়ে টেকার ইনসিওরেন্স না, বরং যে বিয়েতে মোহর কম সে বিয়েতে বারাকাহ বেশি। আম্মাজান আয়েশা (রা.)সূত্রে বর্ণিত হাদীস, নবীজি (স.)বলেছেন, 'কনের বরকতের আলামত হচ্ছে-বিয়ের প্রস্তাবনা সহজ হওয়া, মোহরানা সহজসাধ্য হওয়া এবং গর্ভ ধারণ সহজ হওয়া। (সু-আবুল ঈমান,হাদিস নং:৬১৪৬; হাসান সহিহ)
নবীজি (স.)বলেছেন, 'সর্বোত্তম বিবাহ হচ্ছে-সহজসাধ্য মোহরানা। (আবু দাউদ, হাদিস নং:২১১৭;অধ্যায়: বিবাহ।সনদ হাদিস)

মোহর বিষয়টার সামাজিক অনেক প্রভাব আছে। আলিমগণের অনেক কিতাবও পাবেন। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি, হঠাৎ যদি আপনি মারা যান, আপনার স্ত্রী- সন্তান যেন পথে বসে না যায়, কিছুটা আর্থিক সিকিউরিটি ইস্যু। তাই বরের সামর্থ্যানুযায়ী যথাসম্ভব মোহর নির্ধারণ করুন। সামর্থ্যের মধ্যেই বেশিটা। লোক- দেখানোর জন্য সামর্থ্যের অতিরিক্ত মোহর দাম্পত্য বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে।

অনেকে মোহরে ফাতিমী নির্ধারণ করেন; আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু যে মোহরে ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বিয়ে করেছিলেন। মোহরে ফাতিমী রুপার মূল্যের বাজারদর ওঠানামার ভিত্তিতে সময়ে সময়ে কমবেশ হয়ে থাকে। তাই কোনো পরিমাণকে নির্দিষ্ট মনে না করে প্রয়োজনের সময় বিজ্ঞ কোনো আলিমের কাছ থেকে বাজারদর অনুপাতে চলতি পরিমাণ জেনে নেওয়া কর্তব্য। সামর্থ্যের মধ্যে রিজনেবল ও স্মার্ট কিন্তু পরিমাণটা। তবে আলী-ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা কেমিস্ট্রির বারাকাহ পাবার জন্য এটা করা হয়, কেননা এতে স্বয়ং নবীজির (স.)অনুমোদন ছিল, সেই হিসেবে। তবে এটাও জরুরি না। জরুরি হলো সামর্থ্যের ভেতরে লৌকিকতা-বিবর্জিত হওয়া। আলিমগণের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না এ বিষয়ে।

বাসর রাত: শরিয়তের আলোকে করনীয়

বাসর রাতে নববিবাহিত দম্পতিকে নিজেদের একান্তে ছেড়ে দেওয়ার পূর্বে স্বামী- স্ত্রীর মিলন, তাদের পারস্পরিক দায়িত্ব-কর্তব্য ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ইসলামের দিকনির্দেশনা কী, সে সম্পর্কে সংক্ষেপে নিয়ে বিধৃত হলো:

নববধূর প্রতি কোমল আচরণ

নবদম্পতির প্রথম সাক্ষাতের প্রথম রাতে নববধূর সাথে স্বামীর আচরণ হবে অত্যন্ত কোমল ও মধুময়। বিশেষ করে সে যদি কুমারী হয়, তবে স্বামীকে বুঝতে হবে আজকের এই রাতে নববধূটির জীবনে সূচিত হতে যাচ্ছে সম্পূর্ণ নতুন এক অধ্যায়ের। ফলে সে বিচলিত বোধ করতে পারে, স্বামীকে সহযোগিতা করতে কিছুটা আড়ষ্ট হতে পারে। কাজেই পাশবিক প্রবৃত্তি নিয়ে তার ওপর চড়াও হওয়া যাবে না কিছুতেই। যদি প্রথম রাতেই তাকে পুরোপুরি প্রস্তুত মনে না হয়, তা হলে স্বামীর উচিত তার জড়তা কাটানোর জন্য চেষ্টা করা এবং প্রয়োজনে চূড়ান্ত মিলনের জন্য একাধিক দিন পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকা।

আয়শা (রা.)সাথে প্রথম রাতে আল্লাহর রাসূল (স.)-এর আচরণ ছিল অত্যন্ত কোমল ও সংযত। সে রাতে রাসূল (স.)তাকে কিছু দুধ পান করতে দেন, তার বান্ধবীদের কিছুক্ষণ তার সাথে থাকার সুযোগ দেন এবং তাদের সাথে ঠাট্টার ছলে কথা বলেন। এর সবকিছুই ছিল আয়শা(রা.)-এর মানসিক উৎকণ্ঠা দূর করার জন্য। আসমা' বিন্ত ইয়াজিদ ইবনু আস-সাকান (রা.)বর্ণনা করেন,

তিনি আইশাহ -কে নবিজি -এর জন্য সাজালেন এবং তাঁকে ভেতরে আসার জন্য আহ্বান করলেন। তিনি ভেতরে এসে তার পাশে বসলেন। তাঁকে বড় একটি পেয়ালায় করে দুধ দেওয়া হলো। তিনি এর কিছুটা পান করলেন এবং বাকিটা 'আয়শাকে দিলেন। এতে তিনি লজ্জায় মাথা নিচু করলেন। আসমা' তাকে এই বলে বকুনি দিলেন, 'আল্লাহর রাসূলের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান কোরো না।' এতে তিনি পেয়ালাটি নিয়ে তা থেকে কিছুটা পান করলেন। এরপর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, "তোমার বান্ধবীকেও দাও।" আসমা' (রা.) বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, প্রথমে আপনি এটা নিন এবং তা থেকে পান করুন, তারপর তা নিজ হাতে আমাকে দিন।' তিনি তা নিলেন, তা থেকে কিছুটা পান করে আসমা'কে

দিলেন। আসমা' বসে পান করলেন। নিজের ঠোঁট দুটো রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে স্থানে রেখে পান করেছিলেন সেখানে রেখে পান করলেন। এরপর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত মেয়েদেরকে উদ্দেশ্য করে আসমা'কে (রা.) বললেন, "তোমার বান্ধবীদের দাও।" তারা বলল, 'এতে আমাদের ইচ্ছে নেই।' তিনি বললেন:

"ক্ষুধাকে মিথ্যার সাথে এক করে দিয়ো না।" (হাদীসটি আহমাদ সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটিকে হাসান বলে মত দিয়েছেন (আদাবুয যিফাফ, পৃষ্ঠা ৯২)

এক সাথে দুই রাকা'আত সালাত

স্বামী ঈমাম হয়ে নববিবাহিত দম্পতি একসাথে দুই রাকা'আত সালাত আদায় করা মুস্তাহাব। এর মাধ্যমে যে শুভ লক্ষণের সূচনা হয় তা এই, তাদের দাম্পত্য-জীবনের প্রথম রাত থেকেই তারা আল্লাহর আনুগত্যের মধ্য দিয়ে পরস্পর মিলিত হলো। একসাথে দুই রাকা'আত সালাত আদায় করার পর স্বামীর জন্য মুস্তাহাব হলো তাদের উভয়ের কল্যাণের জন্য ও ভবিষ্যৎ দিনগুলোর জন্য আল্লাহর রহমত বরকত কামনা করে আল্লাহর নিকট দু'আ করা।

চুলের অগ্রভাগ ধরে দু'আ করা

এটি একটি বিশেষ সুন্নাহ-পদ্ধতি যার মাধ্যমে এই বিশেষ সময়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে কল্যাণ কামনা করার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর(রা.) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল(স.)বলেছেন:

"যখন তোমাদের কেউ স্ত্রী, কাজের লোক কিংবা সওয়ারের জন্তু লাভ করবে, সে (মৃদুভাবে) চুলের অগ্রভাগ ধরে আল্লাহর পক্ষ থেকে কল্যাণ কামনা করবে, এবং বলবে-'হে আল্লাহ, তার মধ্যে কল্যাণ দান করো; হে আল্লাহ, আমি তার কল্যাণ থেকে এবং যে কল্যাণের ওপর তুমি তাকে সৃষ্টি করেছ তা থেকে কল্যাণ কামনা করছি; এবং তোমার কাছে আমি তার অকল্যাণ থেকে এবং যে অকল্যাণের ওপর তাকে তুমি সৃষ্টি করেছ তা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। এবং এটি যদি কোনো উট হয় তা হলে এর কুঁজের চূড়া ধরে দু'আ পাঠ করতে হবে।"
(হাদীসটি সম্মিলিতভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং আল-বুখারি, ইবনু আবি শাইবাহসহ অন্যান্যরা তা সংকলন করেছেন।)

সামনের চুলের গোছা ধরে দূয়াটি পড়তে হবে।দূয়াটি নিম্নে দেওয়া হলো—

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ،
وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ ,

আল্লাহ, আমি আপনার কাছে তার (স্ত্রী) কল্যাণের প্রার্থনা করছি এবং প্রার্থনা জানাই তার সেই কল্যাণময় স্বভাবের যার ওপর আপনি তাকে সৃষ্টি করেছেন। আর আমি আপনার আশ্রয় চাচ্ছি তার অনিষ্ট থেকে এবং তার সেই অকল্যাণময় স্বভাবের অনিষ্ট থেকে যার ওপর আপনি তাকে সৃষ্টি করেছেন।

বাসর রাতের পরের দিন

বাসর রাতের পরের দিন সকালে স্বামীর জন্য মুস্তাহাব হলো পরিবারের লোকজন এবং আত্মীয়-স্বজনদের সাথে দেখা করা, তাদেরকে সালাম জানানো, তাদের জন্য দু'আ করা।
আনাস (রা)বর্ণনা করেন:

"যায়নবের সাথে আল্লাহর রাসূল (স.)-এর বিয়ের পরের দিন সকালে তিনি তাঁর স্ত্রীদের সাথে দেখা করেন এবং তাদের সাথে সালাম এবং দু'আ বিনিময় করেন। বিয়ের পরের দিন সকালে এমনটি করাই ছিল তাঁর রীতি।" (হাদীসটি আন-নাসা'ঈ এবং ইবনু সা'আদ সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটি সহীহ বলে বলে মত দিয়েছেন (আদাবুয যিফাফ, পৃষ্ঠা ১৩৮)

হানিমুন বা মধুচন্দ্রিমা

বিয়ের ঠিক পর পরই 'মধুচন্দ্রিমা' পালনের জন্য ভ্রমণে কোথাও বের হওয়া নবদম্পতিদের মাঝে একটি অতি প্রচলিত রীতি হয়ে গেছে। আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী তারা দেশে কিংবা বিদেশে নয়তো পর্যটন শিল্পের জন্য বিখ্যাত কোনো স্থানে ভ্রমণ করে থাকে। কোনো সন্দেহ নেই, এই মধুচন্দ্রিমা হলো অমুসলিম সমাজের অন্যতম একটি প্রথা যা অনুকরণ করার জন্য আজ মুসলিমরা হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। মূলত নিজের পাপের বোঝাকে আরও ভারী করার উপলক্ষ এটি। এ সময় যা হয় তা হলো-অমুসলিমদের সাথে মেলামেশা, গান-বাজনায় মত্ত হওয়া, মদ পরিবেশন করা হয় এমন রেস্তোরাঁয় খাওয়া, সমুদ্র সৈকতসহ অন্যান্য আকর্ষণীয় স্থানে যাওয়া যেখানে লোকজন আপত্তিকর পোশাক পরে থাকে ইত্যাদি।

বিয়ে উপলক্ষে কাজ থেকে কয়েক দিনের ছুটি পাওয়া গেলে নববিবাহিত দম্পতির উচিত হবে না এই সময়টুকু আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করে কাটানো। এই সুবর্ণ সময়টা তারা 'উমরাহ করে কাজে লাগাতে পারে। কিংবা আত্মীয়-স্বজন ও পরিবারের লোকজনের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করে সম্পর্কের বন্ধনকে সুদৃঢ় করার পাশাপাশি তাদেরকে ইসলামের সুমহান আদর্শের দিকে আহ্বান করতে পারে। তবে হ্যাঁ, ভ্রমণের সাথে যদি কোনো গুনাহ কিংবা কোনো অনুসলিমদের রীতিনীতির সম্পর্ক না থাকে তা হলে স্বামী-স্ত্রী দুজনে একান্তে কিছু সময় কাটানোর জন্য বাইরে যেতে পারে; তাতে কোনো অসুবিধা নেই।

দৈহিক সম্পর্ক:ইসলামি শালীনতা ও নির্দেশনা

মহান আল্লাহর অসীম করুণা ও দয়া তাঁর সৃষ্টির প্রতি-বিশেষত তাঁর শ্রেষ্ঠ ও প্রিয়তম সৃষ্টি মানুষের প্রতি। মানুষের জীবনকে আনন্দময় করার জন্য তিনি প্রকৃতির মধ্যে যে আয়োজন করেছেন তার কোনো তুলনা নেই-যেমন তাঁর নিজের কোনো তুলনা নেই।
সৃষ্টিজগতে এমন অনেক জিনিস আছে যার দৃশ্যমান কিংবা বস্তুগত তেমন কোনো উদ্দেশ্য বা প্রয়োজনীয়তা সাদা চোখে উপলব্ধি করা যায় না; কিন্তু বাস্তবে জিনিসগুলো অমূল্য।

এই যে সারি সারি পাখির ঝাঁক ডানা মেলে আকাশে উড়ে যায়, এই যে দীঘির জলে ভেসে থাকা পানকৌড়িটি, ওই যে বাগানে শত শত ফুলের মেলা, রঙের ডালা-কী হতো এগুলো না থাকলে? মানুষের জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল উপাদান যদি তিনি মাত্র দুপ্রকারের মাছ আর তিন প্রকারের শাক-সবজির মধ্যে দিয়ে দিতেন তবে কী সমস্যা হতো! কী হতো এত রঙ না বানিয়ে যদি পৃথিবীকে সাদা-কালো বানাতেন?

তিনি রহমানুর রাহীম, আহসানুল খালিকীন। তাঁর প্রিয় সৃষ্টি, তাঁর বান্দা মানুষের জন্যই এই পৃথিবীর সকল আয়োজন করে বলেছেন:

"তিনিই সেই মহান সত্তা যিনি এই পৃথিবীতে যা-কিছু আছে তা সব তোমাদের জন্য বানিয়েছেন।"

তিনি আদম (আ.)-কে মাটি থেকে বানিয়েছেন। চাইলে সকল মানুষকেও তেমনিভাবে কিংবা অন্য কোনোভাবে সৃষ্টি করতে পারতেন। চাইলে আকাশ থেকে বৃষ্টির সাথে মানব শিশু

ফেলতে পারতেন, চাইলে গাছের মতো মাটি থেকে মানুষ গজিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি; তিনি এই সৃষ্টি প্রক্রিয়াটিকে এক চরম ও পরম আনন্দের উপলক্ষ বানিয়েছেন মানুষের জন্য। এর মধ্যে তিনি মানুষের মনো-দৈহিক প্রশান্তি ঢেলে দিয়েছেন। সৃষ্টি জগতের মাঝে একমাত্র মানুষই কেবল সন্তান জন্ম দেওয়ার উদ্দেশ্য ছাড়া আনন্দ উপভোগের জন্য শারীরিক সংসর্গে লিপ্ত হয়। পক্ষান্তরে অন্য প্রাণীরা সাধারণত বাচ্চা উৎপাদনের সময়েই এ প্রজনন কাজে লিপ্ত হয়। তাদের জন্য শারীরিক মিলনের মধ্যে অন্য কোনো উদ্দেশ্য থাকে না। আল্লাহ চাইলে মানুষের জন্যও প্রজননের আনন্দহীন অন্য কোনো পদ্ধতি নির্ধারণ করতে পারতেন। কিন্তু তা করেননি। যুগে যুগে আল্লাহর এই নিয়ামাতের চরম অপব্যবহার করেছে মানুষ। বর্তমান যুগ যেন এ ক্ষেত্রে তার চূড়া ছুঁয়েছে।

পশ্চিমা ভোগবাদী, বস্তুবাদী, সেক্যুলার সভ্যতা আজ নারী-পুরুষের সম্পর্ককে এমনভাবে উপস্থাপন করেছে, যেন এটিই মানব-জীবনের একমাত্র লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও পরম প্রাপ্তি। মানুষের এই জৈবিক তাড়নাকে সব সময় কৃত্রিমভাবে উত্তেজিত করে রাখার জন্য যাবতীয় আয়োজন সম্পন্ন করেছে। অশ্লীলতা, নাটক, সিনেমা, বিজ্ঞাপনে নারীদেহের ব্যাপক প্রদর্শনীর মাধ্যমে তারা এ কাজ করে যখন তৃপ্ত হতে পারেনি, তখন নীল ছবির ইন্ডাস্ট্রি গড়ে তুলেছে। অথচ এটি জীবনের খুব সামান্য সময়ের জন্য সংগোপনে সম্পন্ন করার মতো প্রয়োজনীয় একটি বিষয়।

জ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে প্রয়োজনের সময় এ কাজ সম্পাদনের জ্ঞান মহান আল্লাহ মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই দিয়ে দিয়েছেন। এটা কাউকে শিখিয়ে দিতে হয় না। একটি বাচ্চা জন্মগ্রহণ করার পর তার মুখে যখন মায়ের দুধের বোঁটা দেওয়া হয়, সে তখন সর্বশক্তি দিয়ে টানে তার খাদ্য আহরণের জন্য। কিন্তু এই শিক্ষার জন্য শিশুটিকে কোনো ক্লাস করতে হয়নি। এটা যেমন তার প্রকৃতিগত, তেমনি জৈবিক মিলনের ব্যাপারটিও একই রকম প্রকৃতিগত। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কোনো ঘটনা জানা যায় না, কোনো ছেলেমেয়ে বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর বিয়ে হলে সে ওই কাজ কীভাবে করতে হয় তা বুঝে উঠতে পারেনি।
তাই জৈবিক শিক্ষার নামে কোনো ক্লাস চালু করার প্রয়োজন নেই। এ ধরনের ক্লাস কেবল অশ্লীলতার দিকের যাত্রাকেই আরও ত্বরান্বিত করবে। তাই এখানে আমরা শারীরিক মিলনকে কেবল মানবিক, পরিশীলিত, সুখময় ও উদ্দেশ্যপূর্ণ করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় ইসলামী দিকনির্দেশনাগুলো তুলে ধরব ইনশা আল্লাহ।

উদ্দেশ্য বিশুদ্ধ করা

যেকোনো ভালো কাজের ক্ষেত্রে প্রথমে নিয়্যাত বা উদ্দেশ্যকে বিশুদ্ধ করে নেওয়া উচিত। একজন মুসলিমের কাছে শারীরিক মিলনও এর ব্যতিক্রম নয়। প্রথমত, এর উদ্দেশ্য হতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজেকে এবং স্ত্রীকে অশ্লীলতা ও ব্যভিচার থেকে মুক্ত রেখে পবিত্র জীবন যাপন করা। দ্বিতীয়ত, সন্তান জন্মদান করে পৃথিবীতে আল্লাহর বান্দাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা-যারা আল্লাহর ইবাদাত করবে। যদি নিয়্যাত বিশুদ্ধ হয় তা হলে নিজের চাহিদা পূরণ ও সুখ উপভোগ করার পাশাপাশি এর মাধ্যমে সাওয়াবও লাভ করা যাবে। রাসূলুল্লাহ (স.)বলেছেন:

"তোমাদের (বৈধ) শারীরিক মিলনের মধ্যেও সাওয়াব আছে।" সাহাবীরা বলেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! কেউ তার নিজের জৈবিক চাহিদা পূরণ করছে, এর মধ্যে আবার সে সাওয়াবও পাবে?' তিনি বলেন, "কেন হবে না! সে যদি অন্যায়ভাবে এ কাজ করত তা হলে কি তার গুনাহ হতো না?" (সহীহ বুখারী, হাদিস নং:৭২০)

সুগন্ধি ব্যবহার

রুচিশীলতার পরিচয় ও ভালো লাগার একটি উপাদান হলো সুঘ্রাণ। যেকোনো মানুষই সুঘ্রাণ পছন্দ করে, আর দুর্গন্ধ অপছন্দ করে। আতরের দোকানের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় লম্বা দম নিয়ে ঘ্রাণ নেয়, আর ডাস্টবিনের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় নাকে রুমাল চাপে। গায়ের ঘ্রাণ যেমন মানুষের রুচিশীলতা প্রকাশ করে, তেমনি অন্যকে আকর্ষিতও করে। সুগন্ধিকে রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর কাছে দুনিয়ার হাতে গোনা প্রিয়তম ক'টি জিনিসের একটি বলেছেন। আয়শা(রা.)বলেন,

"আমি রাসূলুল্লাহ(স.)-কে সুগন্ধি লাগিয়ে দিতাম, তারপর তিনি তাঁর স্ত্রীর সাথে মিলিত হতেন।" (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

তাই স্বামী-স্ত্রী পরস্পর ঘনিষ্ঠ হওয়ার পূর্বে প্রত্যেকের নিশ্চিত করা উচিত, তার শরীর থেকে কোনো দুর্গন্ধ আসছে কি না। যদি কারও বগলে কিংবা গায়ের ঘামে দুর্গন্ধ থাকে তা হলে তা দূর করে নেওয়া প্রয়োজন। হালাল যেকোনো সুগন্ধি ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে সঙ্গীর রুচির দিকে খেয়াল রাখতে হবে। নির্দিষ্ট কোনো ঘ্রাণ যদি স্বামী বা স্ত্রীর কাছে অপ্রিয়

বা অসহনীয় হয় তা হলে তা বর্জন করাই শ্রেয়। মুখের দুর্গন্ধও একটি সমস্যা। যা অনেক সময় কোনো রোগের কারণে হতে পারে, আবার অনেক সময় মুখ ও দাঁতের যত্ন না নেওয়ার কারণেও হতে পারে। রোগ হলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিন; আর নিয়মিত মুখ ও দাঁতের যত্ন নিন; প্রয়োজনে মাউথ-ওয়াশ ব্যবহার করুন-বিশেষত বিছানায় যাওয়ার পূর্বে। মুখে সুঘ্রাণ আনে এমন কোনো জিনিস মুখে রাখতে পারেন, যেমন: এলাচি, দারুচিনি কিংবা মেন্থল জাতীয় কিছু।

সহবাসের পূর্বক্ষণ

এসেই ক্ষুধার্তের মতো ঝাঁপিয়ে পড়া মোটেই উচিত নয়; এটা কোনো রুচিশীলতার পরিচায়কও নয়। ইসলামে শারীরিক সংগমের পূর্বে অন্তরঙ্গতার মাধ্যমে স্ত্রীকে এ কাজের জন্য প্রস্তুত করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রস্তুতিহীন আকস্মিক শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন অনেক সময় নারীর জন্য আনন্দের পরিবর্তে কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। তাই এ ধরনের কাজকে ইসলামে পশুর মতো কাজ বলে অভিহিত করা হয়েছে। ইমাম দাইলামী আনাস বিন মালিকের সূত্রে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, যেখানে রাসূলুল্লাহ(স.) বলেছেন:

"কেউ যেন পশুর মতো তার স্ত্রী হতে নিজের যৌন-চাহিদাকে পূরণ না করে, বরং তাদের মধ্যে চুম্বন এবং খোশগল্পের মাধ্যমে তাকে প্রস্তুত করে নেওয়া উচিত।"(দাইলামীর মুসনাদ আল-ফিরদাউস, ২/৫৫)

ইমাম ইবনুল কায়্যিম তার 'তিব্বে নববী' নামক গ্রন্থে শৃঙ্গার করার আগে সংগম করতে নিষেধ করেছেন। প্রখ্যাত বিদ্বান আল মুনাব্বিহ বলেন:

"শারীরিক সম্পর্কের পূর্বে শৃঙ্গার এবং আবেগপূর্ণ চুম্বন করা সুন্নাহ মুওয়াক্কাদাহ এবং এর অন্যথা করা মাকরূহ।" (ফাইজ আল-কাদির, ৫/১১৫, দ্রষ্টব্য: হাদীস নং ৬৫৩৬)

অতএব ধৈর্যশীল হোন। কিছুক্ষণ খোশ মেজাজে গল্প করুন, হাসি-আনন্দ করুন, প্রেম-ভালোবাসাপূর্ণ কথা বলুন। তারপর কিছুক্ষণ পরস্পরকে আদর-সোহাগ করুন। শরীরের যে সকল স্থানে স্পর্শ করলে শরীর উত্তেজিত হয় সেসব স্থানে স্পর্শ করুন, চুম্বন করুন। এরপরই চূড়ান্তভাবে ঘনিষ্ঠতার দিকে যান।

সহবাসের দু'আ

আমাদের দৃশ্যমান জগতের বাইরেও অনেক কিছু রয়েছে। শয়তান মানুষের সামনে- পেছনে, ডানে-বামে সব সময় থাকে। কোনো কাজ করার সময় যখন আমরা আল্লাহর নাম স্মরণ করি না তখন শয়তান আমাদের সাথে সেই কাজে অংশগ্রহণ করে। তাই সংগম শুরুর পূর্বে আল্লাহর নাম নেওয়া এবং শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া জরুরি। ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল (স.)বলেছেন:

"তোমাদের মধ্যে কেউ যখন স্ত্রী সহবাস করে, তখন সে যেন বলে:

بِسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

'আল্লাহর নামে শুরু করছি। হে আল্লাহ, আমাকে তুমি শয়তান থেকে দূরে রাখো এবং আমাকে তুমি যা দান করবে তা থেকে শয়তানকে দূরে রাখো।'

তা হলে তাদের দুজনের মাঝে এ মিলনের দ্বারা যদি সন্তান দেওয়া হয় তখন শয়তান তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। (হাদীসটি ইমাম বুখারি এবং মুসলিমসহ অন্যান্যরা সংকলন করেছেন।)

সহবাসের বৈচিত্র্যময় আসন

অন্যান্য অনেক বিষয়ের মতো শারীরিক মিলন নিয়েও মানুষের মাঝে দু'মুখী প্রান্তিকতা দেখা যায়। এক শ্রেণির মানুষ সকল বিধি-নিষেধ দুপায়ে দলে যা ইচ্ছে তা করার দিকে ধাবিত হচ্ছে; আরেক শ্রেণির মানুষ নানারকম কুসংস্কারে বিশ্বাসের ফলে এর পূর্ণ আনন্দ উপভোগ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করছে। এ ধরনের একটি কুসংস্কার হলো মিলনের সময়ের আসন নিয়ে। অনেকে মনে করেন-স্ত্রীকে স্বামীর সামনেই রাখতে হবে কিংবা স্বামীকে ওপরেই থাকতে হবে, এমন করা যাবে না, অমন করা যাবে না, কথা বলা যাবে না ইত্যাদি। কিন্তু এগুলো ঠিক নয়। স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের জন্য সম্পূর্ণ হালাল। স্ত্রীর যোনিপথে সহবাসের হালাল পদ্ধতি বজায় রেখে যে আসনে যেভাবে ভালো লাগে সেভাবেই উপভোগ করুন।

ইহুদিদের মধ্যে এমন কিছু কুসংস্কার অনেক আগে থেকেই আছে। ইহুদিরা বলতো স্ত্রীর পেছন দিক দিয়ে (পেছন অর্থ পায়ুপথ নয়; বরং যোনিপথ দিয়ে, তবে পেছন পার্শ থেকে) মিলন করলে সন্তান ট্যারা বা বিকলাঙ্গ হয়। তাদের এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ কুরআনের আয়াত নাযিল করে তাদের ধারণাকে অপনোদন করে দেন। তিনি বলেন:

তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের শস্যক্ষেতস্বরূপ; তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেতে যেভাবে মন চায় সেভাবে উপগত হও। (সূরা আল বাকারা, আয়াত ২২৩)

অতএব ইসলামে এই কুসংস্কারের কোনো স্থান নেই। আল্লাহ যেখানে মানুষকে সুযোগ দিয়েছেন, স্বাধীনতা দিয়েছেন; সেখানে নিজেদের ওপর অকারণে কোনো সীমাবদ্ধতা আরোপ করে নেওয়াটা মোটেই ঠিক নয়; বরং বিভিন্ন আসনে, বিভিন্ন পদ্ধতিতে শারীরিক মিলন স্বামী-স্ত্রীর মাঝে অন্তরঙ্গতা ও ভালোবাসার মাত্রা আরও বৃদ্ধি করে দেবে। আসন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রাপ্ত নিত্য-নতুনত্বের আনন্দ জীবনকে আরও রাঙিয়ে তুলতে পারে।

পায়ুপথে সংগম

একটি প্রবাদ আছে সমাজে। পোলাও পচলে খাওয়া যায় না; ভাত পচলে ধুয়ে খাওয়া যায়। মানুষকে আল্লাহ যেমন সকল সৃষ্টির মাঝে সর্বোত্তম সৃষ্টি করেছেন, তেমনি একশ্রেণির মানুষ নিজেদেরকে সৃষ্টির সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্তরে নামিয়ে নিয়েছে। এই নিকৃষ্টতার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো-পায়ুপথে তথা পায়খানার পথ দিয়ে সংগম করা। সৃষ্টিজগতের কোনো পশু-প্রাণীও এমন নিকৃষ্ট পন্থা গ্রহণ করে না। এটি একধরনের বিকৃত রুচির পরিচায়ক। স্বাস্থ্যগত দিক থেকেও এটি স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। ইসলামে এটি হারাম ও কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। ইব্ন উদাই'র বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (স.)বলেন:

"যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর পশ্চাদদেশ দিয়ে সংগম করে সে অভিশপ্ত।"
(মুসনাদ আহমাদ, ২/৪৭৯, সহীহ আল জামি ৫৮৬৫ ইমাম আলবানি সহীহ সাব্যস্ত করেছেন।)

অনেক দুশ্চরিত্র ব্যক্তি স্ত্রীদেরকে নানাভাবে এমনকি ডিভোর্সের ভয় দেখিয়ে এ কাজে বাধ্য করে। স্ত্রীর জন্য স্বামীর এ ইচ্ছায় সাড়া দেওয়া একেবারেই হালাল নয়; সাড়া দিলে স্বামীর সাথে সাথে সে নিজেও পাপী হবে। যদি কোনো স্বামী এই জঘন্য কাজ করে তা হলে সেই

স্ত্রীর উচিত এমন দুশ্চরিত্র স্বামী থেকে কালবিলম্ব না করে ডিভোর্স নিয়ে নেওয়া। এটা স্ত্রীর স্বাস্থ্যের জন্যও মারাত্মক ক্ষতির কারণ, হয়ে দাঁড়াতে পারে। মল আটকে রাখার যে কন্ট্রোলিং সিস্টেম থাকে পায়ুপথে, সেটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাই এই অনৈতিক ও জঘন্য হারাম কাজ থেকে দূরে থাকা বাধ্যতামূলক।

ঋতুস্রাব ও নেফাস চলাকালীন অবস্থার বিধান

ঋতুস্রাব চলাকালীন এবং সন্তান প্রসবের পর নেফাস চলাকালে স্ত্রীর সাথে সংগম করা নিষিদ্ধ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

তারা তোমাকে মহিলাদের ঋতুস্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে; তুমি বলো, এটা (এ সময়ে সংগম) একটা ক্ষতিকর বিষয়; অতএব ঋতুস্রাবের সময় নারীদের (সাথে সংগম) থেকে দূরে থাকো...। (সূরা আল বাকারা, আয়াত ২২২)

সন্তান প্রসবের পর নেফাস কতদিন গণনা হবে তা নিয়ে কিছুটা মতপার্থক্য রয়েছে আলিমদের মধ্যে। কেউ বলেছেন ষাট দিন, কেউ বলেছেন চল্লিশ দিন; আবার কেউ বলেছেন এর নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যা নেই, রক্তক্ষরণ বন্ধ হওয়া পর্যন্ত এর মেয়াদ। তবে দালিলিক দিক থেকে চল্লিশ দিনের অভিমতটাই সবচেয়ে শক্তিশালী এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিমদের অভিমত।

যদি কোনো ব্যক্তি হায়েজ বা নেফাস চলাকালে স্ত্রী সহবাস করে ফেলে, তা হলে তার কাফ্ফারা হলো এক অথবা আধা দীনার সমপরিমাণ অর্থ সাদাকাহ করা। এ বিষয়ে সুনান গ্রন্থসমূহে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যেখানে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ(স.)-কে এসে ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সংগমে লিপ্ত হওয়ার কথা জানান। তাকে রাসূলুল্লাহ (স.)এই পরিমাণ অর্থ কাফ্ফারা দিতে বলেন। হাদীসটি ইমাম আলবানি আদাবুয যাফাফ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এবং সহীহ সাব্যস্ত করেছেন।

তবে এই অবস্থায় স্ত্রীর নৈকট্য গ্রহণ এবং তার শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে সুখ উপভোগ করা নিষিদ্ধ নয়। সহীহ বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনাতে আয়শা (রা.)বলেন, "আমাদের কারও ঋতু শুরু হলে রাসূলুল্লাহ (স.) তাকে কাপড়ের পট্টি বেঁধে নিতে বলতেন এবং তিনি তার সাথে ঘুমোতেন।"

হস্তমৈথুন নিয়ে বিভ্রান্তি

হস্তমৈথুন নিয়ে অনেকের মধ্যে বিভ্রান্তি আছে। কেউ মনে করে-এটা সর্বাবস্থায় বৈধ, কেউ মনে করে কখনোই না, কোনোভাবেই বৈধ নয়। সঠিক কথা হলো-নারী- পুরুষ উভয়ের জন্যই স্বমেহন ও হস্তমৈথুন সর্বাবস্থায় সম্পূর্ণ হারাম। তবে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের মাধ্যমে আনন্দ উপভোগ করা বৈধ। বিশেষত স্ত্রীদের কেউ যদি হায়েজ কিংবা নেফাস অবস্থায় থাকে এবং স্বামী যদি উত্তেজনা অনুভব করে তা হলে এভাবে স্ত্রী স্বামীর চাহিদা পূরণ করে দিতে পারে। স্ত্রীর চাহিদা পূরণ করা সহবাসের সময় স্ত্রীর চাহিদা পূরণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপার। মানব- ইতিহাসের বিভিন্ন সভ্যতায় নারীকে শুধু ভোগের বস্তু বানানো হয়েছে। তাকে ভোগ করা হয়েছে কিন্তু তার সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার দিকে খেয়াল রাখা হয়নি। ইসলাম এ ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্ক। এ কারণে আনাস বিন মালিকের বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ(স.)বলেন:

"পুরুষ তার স্ত্রীর সাথে সহবাসের সময় যেন পরিপূর্ণভাবে (সহবাস) করে। নিজের চাহিদা পূরণ করে স্ত্রীর চাহিদা অপূর্ণ রেখে সে যেন তাড়াহুড়া না করে।" (মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, হাদিস নং : ১০৪৬৮)

জৈবিক চাহিদা পূরণ নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই সমান গুরুত্বপূর্ণ। পুরুষ যদি স্ত্রীকে শারীরিকভাবে সুখী করতে না পারে, তা হলে সে যদি গোটা পৃথিবীও স্ত্রীর পায়ে এনে ঢেলে দেয় তবুও তাদের মাঝে দাম্পত্য সুখ থাকবে না; এ ব্যাপারে পুরুষদের খেয়াল রাখা উচিত। কারণ, প্রথমত, এটা সুস্পষ্ট যুলমের পর্যায়ে পড়ে যা ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। দ্বিতীয়ত, দিন শেষে এটা তার নিজের জীবনের ওপরই অত্যন্ত নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

আজল করা

স্ত্রীর যদি আপত্তি না থাকে তা হলে স্বামীর জন্য আজল করা তথা যোনির বাইরে বীর্যপাত করা বৈধ। জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (রা.)বলেন, "আমরা আল্লাহর রাসূল (স.) -এর জামানায় আজল করতাম এবং তিনি এটা শুনেছেন কিন্তু নিষেধ করেন নি। (সহিহ বুখারী ৯/২৫০,সহিহ মুসলিম ৪/১৬০)

তবে স্ত্রী যদি অনুমতি না দেয় তা হলে বৈধ নয়। কেননা, সংগম থেকে পূর্ণ তৃপ্তি লাভ এবং সন্তান ধারণ করা স্ত্রীর অধিকার। তবে বিদ্বানগণ এটা না করতেই বলেন। কেননা, এর দ্বারা বিবাহের কিছু মৌলিক উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়, যেমন: স্ত্রীর পূর্ণ শারীরিক তৃপ্তি এবং সন্তান জন্মদান।

একাধিকবার সহবাস করা

কেউ যদি অল্প সময়ের ব্যবধানে একাধিকবার সংগম করতে চায় সেক্ষেত্রে প্রতিবার সংগম শেষ করে বিরতির সময়ে ওযু করে নিতে হবে। রাসূলুল্লাহ (স.)বলেন:

"তোমাদের কেউ যদি স্ত্রীগমনের পর পুনরায় গমন করতে চায় তা হলে সে যেন দুবারের মাঝখানে ওযু করে নেয়; এটা দ্বিতীয়বারের জন্য শক্তি যোগাবে।" (সহিহ মুসলিমে বর্ণিত১/১৭১)

এমনকি যদি দুবার সংগমের মাঝখানে গোসল করে নিতে পারে সেটা আরও উত্তম। আবু রাফি (রা.)বর্ণনা করেন, একবার রাসূলুল্লাহ (স.)তাঁর স্ত্রীদের কাছে গেলেনএবং এই স্ত্রীর ঘরেও গোসল করলেন, সেই স্ত্রীর ঘরেও গোসল করলেন। আবু রাফি (রা.)বলেন,

"আমি তখন তাঁকে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ(স.),'আপনি কেন একবারই গোসল করলেন না?' তিনি বলেন 'এটা অধিক উত্তম, অধিক পবিত্র ও অধিক পরিচ্ছন্নতা'।" (আবু দাউদ ও নাসা'ঈতে সংকলিত ১/৭৯)

তবে এটা ফরয নয়, বরং মুস্তাহাব এবং গোসলকে বিলম্বিত করা জায়েয হলেও অকারণে বিলম্ব করা মাকরূহ। সেক্ষেত্রে অবশ্যই পরবর্তী সালাতের ওয়াক্তের সময় গোসল করে সালাত আদায় করতে হবে।

সহবাসের পর গোসল করা

দুভাবে মানুষ জুনুবী তথা গোসল ফরয হওয়ার মতো অপবিত্র হয়ে পড়ে। একটি হলো, বীর্যপাতের মাধ্যমে হোক তা ঘুমন্ত কিংবা জাগ্রত অবস্থায়। দ্বিতীয় হলো, নারীর লজ্জাস্থানে পুরুষাঙ্গ প্রবেশের মাধ্যমে। এ ক্ষেত্রে বীর্যপাত হওয়ার কোনো শর্ত নেই। শুধু পুরুষাঙ্গের

অগ্রভাগ নারীর যোনিতে প্রবেশ করলেই গোসল ফরয হয়ে যাবে। স্বামী-স্ত্রীর জন্য একই গোসলখানায় একত্রে গোসল করা বৈধ; যদিও একে অপরকে দেখতে পায়। আয়শা(রা.)বলেন,

"রাসূলুল্লাহ (স.)এবং আমি একই পাত্র থেকে পানি নিয়ে (একসাথে) গোসল করতাম। আমরা পালাক্রমে পানি তুলতে পাত্রের মধ্যে হাত দিতাম। তিনি আমার চেয়ে বেশি পানি নিতেন। এমনকি আমি বলতাম, 'আরে আমার জন্য কিছুটা রাখুন, আমার জন্য কিছুটা রাখুন।' অতঃপর তিনি বলেন, তারা উভয়ে তখন জুনুবী অবস্থায় ছিলেন।" (সহিহ বুখারী ও মুসলিম)

পরস্পরের গোপনীয়তা প্রকাশ না করা।

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পরস্পরের পোশাক বলেছেন। পোশাক এবং শরীরের মাঝে যেমন কোনো আবরণ থাকে না, তেমনি স্বামী-স্ত্রীর মাঝেও কোনো আবরণ থাকে না। উভয়েই উভয়ের সবকিছু জানে ও দেখে। তাই তাদের জন্য পরস্পরের গোপনীয়তা অক্ষুণ্ণ রাখা খুবই জরুরি। আল্লাহর রাসূল বলেন:
"কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট হবে সেই ব্যক্তি, যে তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হবার পর তার গোপনীয়তা প্রকাশ করে দেয়। "(সহিহ মুসলিম৪/১৫৭)।

কুরআনের আলোকে দাম্পত্য জীবনের দিকনির্দেশনা

আল্লাহ তাআলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জোড়া হিসেবে এবং পারস্পরিক ভালোবাসা ও দয়ার বন্ধনে আবদ্ধ করে সংসার জীবনকে করেছেন নিরাপদ আশ্রয়স্থল। কুরআন মাজিদে দাম্পত্য জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিস্তারিত দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে—যা পরিবার, সমাজ ও জাতি গঠনে অপরিহার্য।

১. দাম্পত্য জীবনের ভিত্তি: ভালোবাসা ও দয়া

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً

“তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে একটি এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে জোড়া সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও এবং তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।”
— (সূরা আর-রূম: ২১)

এই আয়াতে আল্লাহ দাম্পত্য জীবনের তিনটি মূল ভিত্তি উল্লেখ করেছেন:

সাকিনা (আত্মিক প্রশান্তি)

মওয়াদ্দাহ (ভালোবাসা)

রহমাহ (দয়া)

২. স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক: গোপনতা ও সম্মানের ভিত্তিতে

আল্লাহ বলেন:

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ
“তারা তোমাদের জন্য পোশাক এবং তোমরা তাদের জন্য পোশাক।”
— (সূরা আল-বাকারা: ১৮৭)

‘পোশাক’ শব্দটি ব্যবহার করে আল্লাহ বুঝিয়েছেন—

একে অপরের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখা
সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা
একে অপরকে নিরাপত্তা দেওয়া
পরস্পরের ঘনিষ্ঠতা ও নির্ভরতা বোঝানো

৩.পারস্পরিক ইনসাফ ও দায়িত্ববোধ

আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ﴾

“তোমরা তাদের (স্ত্রীদের) সাথে সুন্দর আচরণ করো।”
— (সূরা আন-নিসা: ১৯)

মুফাসসির ইবন কাসীর (রহ.) বলেন:

“এই আয়াত নির্দেশ করে যে, স্বামীদের উচিত স্ত্রীর প্রতি সদ্ব্যবহার, হাসিমুখে কথা বলা, রিযিকের ব্যবস্থা করা এবং তাদের মানসিক শান্তি নিশ্চিত করা।”
— তাফসীর ইবন কাসীর, সূরা আন-নিসা: ১৯

৪. সন্তানের জন্য দোআ ও Tarbiyah (লালন-পালন)

﴿رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَٰجِنَا وَذُرِّيَّـٰتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾

“হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের আমাদের চোখের শীতলতা বানাও এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্য আদর্শ করো।”
— (সূরা আল-ফুরকান: ৭৪)

এই আয়াত শিক্ষা দেয় যে, দাম্পত্য জীবনের উদ্দেশ্য শুধু দুনিয়াবি সুখ নয়, বরং ঈমানদার প্রজন্ম গড়ে তোলা।

৫. বিবাহকে সহজ করা ও ব্যভিচার থেকে দূরে রাখা

﴿وَأَنكِحُوا ٱلْأَيَـٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ﴾

“তোমাদের মধ্যে যারা অবিবাহিত, তাদের বিবাহ দাও এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সৎ, তাদেরও। তারা যদি গরিবও হয়, আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন।”
— (সূরা আন-নূর: ৩২)

৬. তালাকের নিয়ম ও সহনশীলতা

﴿ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَٰنٍ﴾
"তালাক দুইবার। এরপর হয় সম্মানের সাথে রাখা, নয়তো সদ্ভাবে বিদায় দেওয়া।"
— (সূরা আল-বাকারা: ২২৯)

আল্লাহ তালাককেও এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছেন যাতে স্ত্রীকে অপমান না করে সম্মানের সঙ্গে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

কুরআনে দাম্পত্য জীবনের প্রতিটি দিক সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও ভারসাম্যপূর্ণ দিকনির্দেশনা রয়েছে—যা মানবজাতিকে একটি সুখী, নৈতিক, শান্তিপূর্ণ ও ধর্মীয় পরিবার গঠনের সুযোগ দেয়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আদর্শ দাম্পত্য জীবন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন মানব জাতির জন্য সর্বোত্তম আদর্শ। আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾
"নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের জীবনে রয়েছে উত্তম আদর্শ।"
— (সূরা আল-আহযাব: ২১)

তিনি শুধু নবী ও রাসূল ছিলেন না, বরং একজন আদর্শ স্বামী হিসেবেও ছিলেন সফল ও পরিপূর্ণ। তাঁর দাম্পত্য জীবন ছিল ভালোবাসা, দায়িত্বশীলতা, ধৈর্য, সহনশীলতা এবং ইনসাফের অপূর্ব দৃষ্টান্ত।

১. স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা ও কোমলতা

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন:

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার সঙ্গে খেলাধুলা করতেন, হাসতেন, গল্প করতেন।"
— (মুসনাদ আহমাদ: ২৬০৯৬)

তিনি স্ত্রীর অনুভূতি বুঝতেন, তাদের সঙ্গে হাসিখুশি থাকতেন এবং তাদের কষ্ট কখনো উপেক্ষা করতেন না।

---

২. নারীর সম্মান রক্ষা ও দাম্পত্যে ইনসাফ

তিনি বলেন:

" خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي"
"তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই, যে তার পরিবারের জন্য উত্তম; আর আমি আমার পরিবারের জন্য শ্রেষ্ঠ।"
— (তিরমিযি: ৩৮৯৫, হাদীস সহীহ)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো স্ত্রীর প্রতি অপমানজনক ভাষা ব্যবহার করেননি। তিনি সবার অধিকার নিশ্চিত করতেন এবং স্ত্রীর মানসিক প্রশান্তি বজায় রাখতেন।

---

৩. পারিবারিক কাজে সহযোগিতা

হাদীসে এসেছে:
"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের ঘরের কাজ করতেন—তিনি জামা সেলাই করতেন, জুতা ঠিক করতেন এবং পরিবারের সাথে সময় কাটাতেন।"
— (সহীহ বুখারী: ৫০৩৮)

তিনি পারিবারিক কাজে অংশগ্রহণ করে শিক্ষা দেন যে, পরিবারে দায়িত্ব ভাগ করে নেওয়া একটি সুন্নাতি আচরণ।

---

৪. স্ত্রীর মতামতের মূল্যায়ন

হুদাইবিয়ার সন্ধি-র সময় সাহাবারা যখন কুরবানির নির্দেশে দ্বিধায় ছিলেন, তখন রাসূল (সা.) তার স্ত্রী উম্মে সালামা রা.-এর পরামর্শ অনুযায়ী নিজের কুরবানি সম্পন্ন করে বাকিদের অনুপ্রাণিত করেন।
এ ঘটনা প্রমাণ করে, রাসূল (সা.) স্ত্রীদের মতামতকে গুরুত্ব দিতেন।
---

৫. ঈর্ষা ও ভুল বোঝাবুঝিতে সহনশীলতা

একবার আয়েশা (রা.) হজরত সফিয়্যাহ (রা.)-কে ঈর্ষাবশত কিছু বলেছিলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ধৈর্যসহকারে পরিস্থিতি মোকাবেলা করে দুজনের মাঝে সমঝোতা আনেন।
— (আবু দাউদ: ৪৯৯১)
---

৬. যৌক্তিকভাবে রাগ ও বিরক্তি মোকাবেলা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো স্ত্রীদের প্রতি ক্রোধে অপমান বা গালিগালাজ করতেন না। তিনি ধৈর্যের সঙ্গে সমস্যা সমাধান করতেন। কখনো কিছুদিন আলাদা থাকতেন (তালাক নয়) — যেমন: সময় নির্ধারিত বিরতিতে — যাতে সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় হয়।— (সহীহ বুখারী: ৫১৯১)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দাম্পত্য জীবন আমাদের শেখায়—

শ্রদ্ধা

ভালোবাসা

সহনশীলতা

পারস্পরিক সহযোগিতা

এই আদর্শ অনুসরণ করলে দাম্পত্য জীবন হবে জান্নাতের ঝলক, আর সমাজ হবে পবিত্র ও শক্তিশালী।

সাহাবায়ে কেরাম ও পূর্ববর্তী নেককারদের দাম্পত্য জীবন

সাহাবায়ে কেরাম (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) ও পূর্ববর্তী নেককার মনীষীগণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আদর্শ অনুসরণ করে দাম্পত্য জীবনে উৎকৃষ্ট নমুনা স্থাপন করেছেন। তাদের জীবন ছিল ইমানদার, দায়িত্বশীল ও পরস্পরের প্রতি গভীর সম্মানবোধে পূর্ণ। বর্তমান সমাজের জন্য তারা এক জীবন্ত দৃষ্টান্ত।

---

১. হযরত আলী (রা.) ও ফাতিমা (রা.) এর আদর্শ দাম্পত্য জীবন

আলী (রা.) ও ফাতিমা (রা.) ছিলেন রাসূল (সা.)-এর জামাতা ও কন্যা। তারা দারিদ্র্য ও সীমিত সুযোগ-সুবিধার মধ্যেও পারস্পরিক ভালোবাসা, দয়া ও ইনসাফের মাধ্যমে এক সুখী জীবন যাপন করতেন।

ইমাম বুখারী (রহ.) বর্ণনা করেন:
"রাসূল (সা.) একদিন ফাতিমা (রা.)-কে বলেন: তুমি গৃহস্থালির কাজ করো, আর আলী বাহিরের কাজ করবে।"
— (সহীহ বুখারী, হাদীস: ৫৩৭৫)

এই ঘটনা পারস্পরিক দায়িত্ব বণ্টনের একটি উত্তম উদাহরণ।

—

২. হযরত উমর (রা.) এর ইনসাফপূর্ণ দাম্পত্য আচরণ

হযরত উমর (রা.) একজন খলীফা হয়েও স্ত্রীদের সঙ্গে ইনসাফ করতেন। একবার একজন পুরুষ এসে স্ত্রীর রাগের কথা বললে, উমর (রা.) বলেন:

"আমার স্ত্রীও তো আমার খিদমত করে, রান্না করে, ঘর গোছায়—তবুও আমি তাকে ভালোবাসি ও সম্মান করি। কখনো কিছু বললেও সহ্য করি।"
— (ইমাম গাযযালী, ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪০৪)
---

৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) ও তাঁর স্ত্রীর বোঝাপড়া

তাঁর স্ত্রী যয়নব (রা.) নিজে উপার্জন করে দান করতেন এবং আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) এর অনুমতি নিয়ে তা সাদকা করতেন। এ থেকে বোঝা যায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ধর্মীয় বোঝাপড়ার গুরুত্ব।— (সহীহ মুসলিম, হাদীস: ১০০০)
---

৪. তাবেয়ীন ও ইমামদের আদর্শ দাম্পত্য জীবন

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

তিনি খুব দয়ালু ও কোমল স্বভাবের স্বামী ছিলেন। স্ত্রী যদি রাগ করে চুপ থাকতেন, তিনি বলতেন— "আমার ভুল থাকলে ক্ষমা করে দাও। আমি তোমার অনুভব বুঝি।"— (আল-খায়রাতুল হিসান, পৃষ্ঠা ৮১)

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.)
স্ত্রীর প্রতি তাঁর নম্রতা ও ধৈর্য ছিল প্রসিদ্ধ। স্ত্রীর অসুস্থতায় তিনি নিজ হাতে সেবা করতেন।
---
৫. একজন স্ত্রীর দোয়ার বরকত

হযরত আবু দারদা (রা.)-র স্ত্রী বলতেন:
"তুমি রাতে নামাযে দাঁড়িয়ে থেকো, আমি তোমার জন্য দোয়া করব যেন আল্লাহ আমাদের জান্নাতে একত্র রাখেন।"

এ কথার উত্তরে তিনি বলেন:

"তুমি আমল করো, আমিও করবো। জান্নাতে একত্র হওয়ার আশা রাখি।"
— (ইবনু আবি শাইবা: আল-মুসান্নাফ, খণ্ড ৭, পৃ. ৮৪)

সাহাবায়ে কেরাম ও পূর্ববর্তী মনীষীদের দাম্পত্য জীবন ছিল পারস্পরিক শ্রদ্ধা, ইনসাফ, সহনশীলতা ও তাকওয়ার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তারা দাম্পত্য জীবনে শুধু দুনিয়াবি সুখ খুঁজতেন না, বরং আখিরাতের সঙ্গী হওয়ারও প্রস্তুতি নিতেন।

দাম্পত্য জীবনে ইসলামী নৈতিকতা ও শিষ্টাচার

ইসলামী দাম্পত্য জীবন শুধু বাইরের সম্পর্ক নয়, বরং তা অন্তর থেকে আন্তরিকতা, সৌজন্য, দায়িত্ববোধ ও তাকওয়ার ভিত্তিতে গঠিত। কুরআন ও হাদীস দাম্পত্য জীবনের শালীনতা ও শিষ্টাচারকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। ইসলামী নৈতিকতা অনুযায়ী চললে সংসার সুখময় হয় এবং আল্লাহর রহমতও নেমে আসে।

১. পারস্পরিক সম্মান ও সদাচরণ

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"তোমরা তাদের (স্ত্রীদের) সাথে সদাচরণে জীবন যাপন করো।"
— (সূরা আন-নিসা: ১৯)

মুফাসসির কুরতুবী (রহ.) বলেন:
"এই আয়াতে বলা হয়েছে, স্বামী যেন স্ত্রীর সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করে, এমনকি যদি সে তাকে অপছন্দও করে।"
— (তাফসীর কুরতুবী: ৫/৯৯)

২. দাম্পত্যে গোপনীয়তা বজায় রাখা

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

" <إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا"

"কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি সে, যে স্ত্রীর সঙ্গে একান্ত সম্পর্ক করে, তারপর তা প্রকাশ করে।"
— (সহীহ মুসলিম: ১৪৩৭)

দাম্পত্য সম্পর্কের গোপনতা রক্ষা করা ইমানদারের শিষ্টাচার।

৩. সুন্দর ব্যবহার ও মুখের ভাষা নিয়ন্ত্রণ

রাসূল (সা.) বলেন:

" الكلمة الطيبة صدقة"

"ভালো কথা সদকা।"
— (সহীহ বুখারী: ২৯৮৯)

গালি, কটু কথা বা উপহাসে দাম্পত্য সম্পর্ক নষ্ট হয়। বরং নম্র ভাষা ও প্রশংসায় দাম্পত্যে প্রেম জাগে।

৪. দাম্পত্য জীবনে ধৈর্য ও সহনশীলতা

রাসূল (সা.) বলেন:

" <لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر"

"কোনো মু'মিন যেন তার স্ত্রীকে ঘৃণা না করে; কারণ, তার কোনো একটি আচরণ অপছন্দ হলে, অন্যটি তো পছন্দনীয় হতে পারে।"
— (সহীহ মুসলিম: ১৪৬৯)

এটি দাম্পত্য জীবনে সহনশীলতার অন্যতম মূলনীতি।

---

৫. দাম্পত্যে পরস্পরের দায়িত্ব পালন

স্ত্রীর দায়িত্ব: ঘর দেখাশোনা, স্বামীর আদব রক্ষা, পবিত্রতা, সন্তানের লালন-পালন ইত্যাদি।
স্বামীর দায়িত্ব: স্ত্রীকে নিরাপত্তা, ভরণ-পোষণ ও ভালোবাসা দেওয়া।

রাসূল (সা.) বলেন:

" الرجل راعٍ في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها"
"স্বামী নিজের পরিবারে দায়িত্বশীল ও তার দায়িত্বের বিষয়ে জবাবদিহি করবে, স্ত্রীও স্বামীর ঘরে দায়িত্বশীল।"
— (সহীহ বুখারী: ৮৯৩)

৬. যৌন জীবনে শালীনতা ও স্বচ্ছতা

ইসলাম যৌন জীবনকে গোপনীয়, সম্মতিসম্মত ও পারস্পরিক কল্যাণের জন্য অনুমোদন দিয়েছে। স্ত্রী-স্বামীর প্রতি একে অপরের হক স্বীকার করাই ইসলামী নৈতিকতা।

ইসলামী দাম্পত্য জীবনে শালীনতা, ধৈর্য, সহানুভূতি ও সুন্দর আচরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যারা দাম্পত্য জীবনে ইসলামী শিষ্টাচার বজায় রাখে, তাদের পরিবার হয় শান্তিময় এবং আল্লাহর রহমতে ভরপুর।

দাম্পত্য কলহের কারণ ও ইসলামি সমাধান

দাম্পত্য কলহ বা পারিবারিক বিরোধ মানব জীবনের স্বাভাবিক অংশ হলেও, এগুলোর সঠিক ও ইসলামী পদ্ধতিতে সমাধান না করা হলে তা সংসারের ভাঙনের কারণ হতে পারে। ইসলাম পরিবারে শান্তি, সম্প্রীতি ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। তাই দাম্পত্য কলহের কারণ চিহ্নিত করে কুরআন-হাদীসের আলোকে সমাধান জানা আবশ্যক।

১. দাম্পত্য কলহের সাধারণ কারণসমূহ

ক. ভুল বোঝাবুঝি ও যোগাযোগের অভাব

স্বামী-স্ত্রীর মাঝে খোলামেলা আলাপের অভাবে অনেক সময় ছোট বিষয় বড় ঝগড়ায় রূপ নেয়।

খ. একে অপরকে সময় না দেওয়া
পারস্পরিক মনোযোগ ও ভালোবাসার অভাব থেকে কলহ সৃষ্টি হয়।

গ. অর্থনৈতিক টানাপোড়েন
অভাব, বেকারত্ব, অথবা খরচে অপচয় কলহ বাড়ায়।

ঘ. পরিবার ও শ্বশুরবাড়ির হস্তক্ষেপ
অতিরিক্ত পারিবারিক হস্তক্ষেপ দাম্পত্য সম্পর্ক দুর্বল করে।

ঙ. অহংকার ও ক্ষমা না করার মানসিকতা
ক্ষমাশীলতা না থাকলে ছোট বিষয়েও বড় রাগ হয়।

---

২. কুরআনের দিকনির্দেশনা

﴿فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا
"তোমরা যদি তাদের (স্বামী-স্ত্রী) মধ্যে বিরোধ আশঙ্কা করো, তাহলে স্বামীর পক্ষ থেকে একজন সালিশ এবং স্ত্রীর পক্ষ থেকে একজন সালিশ নিযুক্ত করো। যদি তারা মীমাংসা চায়, তবে আল্লাহ তাদের মধ্যে মিল করিয়ে দেবেন।"— (সূরা নিসা: ৩৫)

এই আয়াত পারিবারিক কলহের জন্য সালিশ বা মধ্যস্থতা পদ্ধতি সুপারিশ করে।

---

৩. রাসূল (সা.)-এর দৃষ্টান্ত

নবী করিম (সা.) কখনো স্ত্রীর উপর চড়াও হননি, বরং রাগ হলে নিরব থাকতেন। তিনি বলেন:

" خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي"

"তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে নিজের পরিবারের জন্য উত্তম; আর আমি আমার পরিবারে তোমাদের সবার চেয়ে উত্তম।"
— (তিরমিযী: ৩৮৯৫)

৪. ইসলামি সমাধানসমূহ

ক. খোলামেলা ও সম্মানজনক আলোচনা
ঝগড়ার পরিবর্তে বোঝাপড়ার মাধ্যমে সমাধান খোঁজা।

খ. ধৈর্য ও ক্ষমা প্রদর্শন
একজন ভুল করলে অপরজন যেন ধৈর্য ধরে এবং ক্ষমা করে।

গ. সালিশি বা মধ্যস্থতা গ্রহণ করা
বিশেষত গুরুতর ঝগড়ায় অভিভাবক বা আলেমের মাধ্যমে সমাধান করা।

ঘ. দ্বীনী শিক্ষা ও তাকওয়া বৃদ্ধি
আল্লাহভীতি কলহ প্রতিরোধে সহায়ক।

ঙ. দুআ ও ইস্তিগফার করা
দাম্পত্য কলহ থেকে মুক্তির জন্য আল্লাহর সাহায্য চাওয়া।

৫. ইসলামী মনীষীদের বক্তব্য

ইমাম শাফিয়ী (রহ.) বলেন:

> "মানুষের মধ্যে কলহ সৃষ্টি হয় মূলত নিজেকে বড় ভাবার কারণে। যদি সবাই নিজেকে অপরের চেয়ে ছোট ভাবে, তাহলে কলহের অবকাশ থাকে না।"
— (আল-উম্ম, খণ্ড ৫, পৃঃ ২১২)

দাম্পত্য জীবনে মতপার্থক্য ও মনোমালিন্য হতে পারে, তবে তা ইসলামি পদ্ধতিতে মোকাবিলা করলেই সংসার টিকে থাকে। কলহের সময় দয়া, সহানুভূতি ও আল্লাহভীতি অবলম্বন করলে

অনেক জটিলতা সহজে সমাধান হয়। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতা বজায় রাখাই দাম্পত্য শান্তির মূল চাবিকাঠি।

দাম্পত্য জীবনে ধৈর্য ও ক্ষমাশীলতার গুরুত্ব

দাম্পত্য জীবন এক দীর্ঘ যাত্রা, যেখানে সুখ-দুঃখ, মতবিরোধ ও চ্যালেঞ্জ আসবেই। এই সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে হলে ধৈর্য ও ক্ষমাশীলতা অপরিহার্য গুণ। ইসলামী শিক্ষায় এই দুই গুণকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, কেননা এগুলো দাম্পত্য জীবনকে সুন্দর ও কলহমুক্ত রাখে।

১. কুরআনের নির্দেশনা

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ

“পাপের প্রতিফল পাপেরই অনুরূপ; কিন্তু যে ক্ষমা করে ও সংশোধন করে, তার পুরস্কার আল্লাহর নিকট রয়েছে।”
— (সূরা শূরা: ৪০)

এ আয়াত থেকে বোঝা যায়, ক্ষমাশীলতা শুধু দাম্পত্য নয়, সকল সম্পর্কেই কল্যাণ বয়ে আনে।

২. রাসূল (সা.)-এর আদর্শ

রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর স্ত্রীদের ভুলত্রুটির প্রতি অত্যন্ত ধৈর্যশীল ছিলেন। একবার উম্মুল মোমিনীন সায়িদা আয়েশা (রা.) রাগ করে একটি থালা ভেঙে ফেলেন, তখন তিনি (সা.) হাসলেন এবং বললেন:

"غارت أمكم"

“তোমাদের মা (আয়েশা) ঈর্ষান্বিত হয়েছেন।”
— (সহীহ বুখারী: ৫২২৫)

এই হাদীস থেকে বোঝা যায়, রাগ বা ভুলত্রুটির সময় ধৈর্য ও কোমলতার মাধ্যমে পরিস্থিতি মোকাবেলা করাই উত্তম।

৩. দাম্পত্যে ধৈর্য ও ক্ষমার প্রয়োজনীয়তা

মানুষ ভুল করবেই, তাই একে অপরের ভুল মেনে নেওয়ার মানসিকতা থাকা দরকার।ধৈর্য না থাকলে ছোট ঘটনা বড় সমস্যায় রূপ নিতে পারে।
ক্ষমা করার মাধ্যমে সম্পর্ক আরও মজবুত হয়।
ধৈর্য ও ক্ষমা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উপায়।

৪. বাস্তব জীবনে প্রয়োগযোগ্যতা

যদি স্বামী দেরি করে বাড়ি ফেরে, স্ত্রী যেন রাগ না করে বরং কারণ জানার চেষ্টা করে।স্ত্রীর ভুলে যদি কোন কাজ ঠিক না হয়, স্বামী যেন ধৈর্য ধরে বুঝিয়ে বলে।
কারো কথায় কষ্ট পেলে তা নিয়ে রাগ না করে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান চাওয়া।

৫. ইসলামী মনীষীদের বাণী

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) বলেন:
"ধৈর্য ও ক্ষমা এমন দুটি গুণ, যা দাম্পত্যকে জান্নাতের এক টুকরোতে পরিণত করতে পারে।"
— (উদ্দাতুস সাবিরীন, পৃঃ ১৮৭)

দাম্পত্য জীবনের সৌন্দর্য তখনই ফুটে ওঠে, যখন দুজন মানুষ একে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল, ধৈর্যশীল ও ক্ষমাশীল হয়। দ্বন্দ্ব হতেই পারে, কিন্তু তা ধৈর্য ও ক্ষমার মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভব। ইসলাম এই গুণদ্বয়কে উৎসাহিত করে এবং তাদের জন্য পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দেয়, যারা এগুলো নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করে।

দাম্পত্য জীবনে পারস্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য

ইসলামে বিবাহ শুধুমাত্র একটি সামাজিক চুক্তি নয়; বরং এটি একটি দ্বীনী দায়িত্ব ও আমানত, যেখানে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের ওপর নির্দিষ্ট কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্পিত হয়। পারস্পরিক সম্মান, সহযোগিতা ও দায়িত্বশীলতাই একটি সফল দাম্পত্য জীবনের মূল চাবিকাঠি। কুরআন ও হাদীসে এই দায়িত্বসমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

১. কুরআনের নির্দেশনা

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ
"তোমরা তাদের (স্ত্রীদের) সঙ্গে ভালোভাবে জীবনযাপন কর।"
— (সূরা নিসা: ১৯)
এ আয়াতে স্বামীকে আদেশ করা হয়েছে স্ত্রীর প্রতি সদাচরণ করার জন্য।

২. স্বামীর দায়িত্বসমূহ

ক. নাফকাহ প্রদান:
স্ত্রী ও সন্তানের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও মৌলিক চাহিদা পূরণ করা।

খ. নিরাপত্তা ও স্নেহ প্রদান:
পরিবারের রক্ষা, মানসিক প্রশান্তি ও ভালোবাসার পরিবেশ সৃষ্টি করা।

গ. ইসলামী শিক্ষাদান ও চরিত্র গঠন:
স্ত্রী ও সন্তানকে ইসলামী আদর্শে গড়ে তোলার চেষ্টা করা।

ঘ. সদ্ব্যবহার ও দয়াশীলতা:
নবী (সা.) বলেন:

" خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي"

“তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি, যে তার পরিবারের জন্য উত্তম, আর আমি আমার পরিবারের জন্য উত্তম।”
— (সুনান তিরমিযি: ৩৮৯৫)

৩. স্ত্রীর দায়িত্বসমূহ

ক. স্বামীর আনুগত্য:
স্বামী যদি আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী চলে, তবে তাকে সহযোগিতা করা স্ত্রীর দায়িত্ব।

খ. গৃহস্থালীর সুশৃঙ্খলতা রক্ষা:
পরিবারের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখা এবং স্বামীর সম্পদ রক্ষা করা।

গ. স্বামীর সম্মান রক্ষা ও সন্তুষ্টি অর্জন:
হাদীসে এসেছে:

" إذا صلّت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وأطاعت زوجها... قيل لها: ادخلي الجنة من أيّ أبواب الجنة شئت"
“যদি কোনো স্ত্রী তার পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে, রোযা রাখে, স্বামীর আনুগত্য করে... তাকে বলা হবে, জান্নাতের যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করো।”
— (মুসলিম: ১৪৬)

৪. পারস্পরিক দায়িত্ব ও সহযোগিতা

ক. পরস্পরের দোষ গোপন রাখা ও ক্ষমা করা
খ. পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ
গ. দুঃখ-কষ্টে একে অপরের পাশে থাকা
ঘ. ইবাদত ও দ্বীনের কাজগুলোতে একে অন্যকে উৎসাহিত করা

৫. আলিমদের বক্তব্য

ইমাম কুরতুবী (রহ.) বলেন:

> "স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক দায়িত্ব পালনের মাধ্যমেই পরিবারে বরকত ও স্থায়িত্ব আসে।"
(তাফসীরুল কুরতুবী, সূরা নিসা: ৩৪)
দাম্পত্য জীবনে পারস্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করলেই পরিবারে শান্তি, ভালোবাসা এবং আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয়। ইসলাম প্রতিটি স্তরে স্বামী-স্ত্রীকে দায়িত্বশীল, দয়ালু ও পরস্পর সহযোগী হওয়ার আদেশ দিয়েছে। তাই দ্বীনদার দাম্পত্য জীবনের জন্য প্রয়োজন সচেতনতা, আমানতদারি ও আল্লাহভীতি।

দাম্পত্যে সন্তানের ভূমিকা ও দায়িত্ব

দাম্পত্য জীবনের অন্যতম ফল ও নিয়ামত হলো সন্তান। সন্তান হচ্ছে স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসার ফসল এবং দাম্পত্য জীবনের পূর্ণতা। ইসলামে সন্তানের সঠিক লালন-পালন, আদর্শ শিক্ষা ও নৈতিক বিকাশ অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখা হয়েছে। দাম্পত্য জীবনে সন্তান যেমন আনন্দের উৎস, তেমনি তাদের প্রতি দায়িত্ব পালনে গাফিলতা একটি বড় গোনাহ।

১. সন্তান: আল্লাহর পক্ষ থেকে আমানত

আল্লাহ তাআলা বলেন:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

"ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দুনিয়ার শোভা।"
— (সূরা কাহফ: ৪৬)

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ

"আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন।"
— (সূরা নিসা: ১১)

সন্তান কেবল আনন্দ নয়, এক বিশাল দায়িত্বও বটে।

২. সন্তান প্রতিপালনে পিতা-মাতার দায়িত্ব

নবী করিম (সা.) বলেন:

" كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته"

"তোমরা সবাই দায়িত্বশীল এবং সবাই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করবে।"
— (সহীহ বুখারী: ৮৯৩)
অতএব, সন্তানের ইসলামি শিক্ষায় গড়া মানুষ হিসেবে গড়ে তোলাই অভিভাবকের প্রাথমিক কর্তব্য।

৩. পিতার দায়িত্ব

হালাল রিজিক উপার্জন করে সন্তানদের খরচ চালানো।
সন্তানদের নামাজ, রোজা, চরিত্র ও আখলাকের শিক্ষা দেওয়া।
দীন ও দুনিয়ার সঠিক দিকনির্দেশনা দেওয়া।
সন্তানের প্রতি রাহমত ও দয়া প্রদর্শন।

৪. মাতার দায়িত্ব

সন্তানের লালন-পালন ও প্রাথমিক ইসলামী শিক্ষা দেওয়া।
সন্তানকে ভালোবাসা, নিরাপত্তা ও ধর্মীয় পরিবেশে বড় করা।
সন্তানকে আদব ও শিষ্টাচার শেখানো।

৫. দাম্পত্যে সন্তানের ইতিবাচক প্রভাব

সন্তান পরিবারে আনন্দ ও বন্ধনের উৎস।
সন্তান স্বামী-স্ত্রীর মাঝে দায়িত্ববোধ ও সহনশীলতা বাড়ায়।
সন্তানদের সামনে বাবা-মা নিজেদের ভালো আচরণে অভ্যস্ত হয়, যা পরোক্ষভাবে দাম্পত্যে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

৬. সন্তানের সামনে পিতা-মাতার আচার-আচরণ

সন্তান যা দেখে, তাই শেখে। তাই পিতা-মাতাকে হতে হবে আদর্শ:
রাগ, ঝগড়া এড়িয়ে চলা।
একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা।
সন্তানদের সামনে দোয়া, কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদি করা।

সন্তান শুধু দাম্পত্য জীবনের ফল নয়, বরং এটি এক বড় আমানত ও দায়িত্ব।
তাদের যথাযথ শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের মাধ্যমে সমাজে একটি আদর্শ পরিবার ও জনশক্তি গড়ে ওঠে।
দাম্পত্য জীবনে সন্তানকে সঠিকভাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করা মানে হলো দাম্পত্য জীবনের উদ্দেশ্য পূর্ণ করা।

সন্তানদের সামনে দাম্পত্য সম্পর্কের সঠিক নমুনা উপস্থাপন

সন্তানরা তাদের প্রাথমিক শিক্ষা ও চারিত্রিক গঠন পরিবার থেকেই গ্রহণ করে। বিশেষ করে মা-বাবার দাম্পত্য সম্পর্ক তাদের মনে গভীর প্রভাব ফেলে। যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও সহযোগিতার পরিবেশ থাকে, তবে সন্তানরাও সেই নীতিমালা ও মূল্যবোধে বড় হয়। ইসলাম চায় পরিবার হোক আদর্শ গঠনের কেন্দ্রবিন্দু, আর এর সূচনা হয় সুস্থ দাম্পত্য সম্পর্ক দিয়ে।

১. কুরআনের নির্দেশনা

আল্লাহ তাআলা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا
“হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা কর জাহান্নামের আগুন থেকে।”
— (সূরা তাহরীম: ৬)

এই আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, সন্তানের ঈমান, নৈতিকতা ও চারিত্রিক নিরাপত্তার জন্য মা-বাবার দায়িত্ব অপরিসীম।

২. রাসূল (সা.)-এর আদর্শ গৃহজীবন

নবী করিম (সা.) নিজ পরিবারে ছিলেন অত্যন্ত সদাচারী ও দয়ালু। তিনি ঘরের কাজে সহায়তা করতেন, স্ত্রীর সঙ্গে হাসি-আড্ডায় সময় কাটাতেন এবং স্ত্রীদের সম্মান করতেন। হাদীসে এসেছে:

" كان في مهنة أهله"

“তিনি (নবী সা.) পরিবারের কাজে সহায়তা করতেন।”
— (সহীহ বুখারী: ৫০৪৮)

এই ব্যবহারের ফলে তাঁর কন্যা ও অন্যান্য সাহাবিগণ দাম্পত্য জীবনে তাঁর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন।

৩. সন্তানদের সামনে সঠিক দৃষ্টান্ত স্থাপন কেন জরুরি?

ক. আচরণ অনুকরণে সন্তানরা দক্ষ
তারা যা দেখে, তাই শেখে। যদি তারা দেখে বাবা-মা পরস্পরে শ্রদ্ধাশীল, ধৈর্যশীল ও সহযোগী, তাহলে তারাও ভবিষ্যতে এমন হবে।

খ. পারিবারিক অশান্তি সন্তানদের মানসিকতা নষ্ট করে
ঝগড়া, চিৎকার, অপমান—এসব সন্তানের মনে ভয়, হতাশা ও আক্রমণাত্মকতা সৃষ্টি করে।

গ. ভালো দাম্পত্য সম্পর্ক মানে নিরাপদ পরিবেশ
সন্তানরা মানসিকভাবে ভারসাম্যপূর্ণ ও আত্মবিশ্বাসী হয়ে বেড়ে ওঠে।

৪. সন্তানের সামনে কীভাবে দাম্পত্যে ভালো আচরণ উপস্থাপন করবেন

স্ত্রীকে সম্মানজনক ভাষায় সম্বোধন করা।হাসিখুশি পরিবেশে কথা বলা।
সন্তানদের সামনে দোয়া করা ও একে অপরের প্রশংসা করা।
একে অপরের ভুল সুন্দরভাবে সংশোধন করা, ঝগড়া গোপনে করা।
একসঙ্গে নামাজ পড়া, দ্বীনী আলোচনা করা।

৫. আলিমদের অভিমত

ইমাম ইবনু কাইয়্যিম (রহ.) বলেন:
“শিশুরা কেবল উপদেশ নয়, পরিবারের প্রতিটি কাজ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। তাই আদর্শ দাম্পত্য তাদের নিকট নৈতিক প্রশিক্ষণ।”
— (তুহফাতুল মাওলূদ, পৃঃ ৭১)

সন্তানদের সামনে দাম্পত্য জীবনের সুন্দর আচরণ উপস্থাপন করা শুধু নৈতিক দায়িত্ব নয়, বরং তা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গঠনের অন্যতম স্তম্ভ। ইসলাম চায় সন্তান যেন ঘরে শান্তি, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা দেখে বড় হয়। তাই প্রত্যেক মা-বাবা কর্তব্য— নিজেদের দাম্পত্য সম্পর্ককে আল্লাহভীতির সঙ্গে পরিচালনা করে সন্তানদের সামনে তা আদর্শ হিসেবে তুলে ধরা।

স্বামীর মন জয় করার সবচেয়ে সহজ ইসলামী পদ্ধতি

স্বামীর মন জয় করার দরজা পেটের পথ ধরে চলে গিয়ে হৃদয়ে মিশেছে।

এমনটাই আমরা শিখেছি উমামা বিনতে হারিস থেকে। স্বামীর ঘরের উদ্দেশে মেয়েকে বিদায় দেওয়ার সময় বললেন, 'শোনো, তার ঘুমের সময়, খাবারের সময় ঠিকঠাক যত্ন নেবে। কারণ অনবরত পেটে খিদে থাকলে আগুন জ্বলে যেন। আর অসময়ে ঘুম থেকে জাগালে তার রাগের কারণ হবে।'

একজন স্ত্রী তার স্বামীর খাবার খাওয়ার সময়ের বিশেষ যত্ন নেয়, যতটা সহজলভ্য হয় ততটুকুর ভেতরে বিভিন্ন ধরনের খাবার তৈরিতে সিদ্ধহস্ত হয় সে স্ত্রী তার স্বামীর ভালোবাসা অর্জন করে, তার সম্মান অর্জন করে, এমনকি এ স্বামী তার স্ত্রীর রান্নার প্রশংসা করতে থাকে তার আত্মীয়-স্বজনদের কাছে, অফিসের কলিগদের কাছে।...
তবে এর অর্থ এ নয় যে, স্ত্রী ঘণ্টার পর ঘণ্টা খাবার তৈরির পেছনেই লাগিয়ে দেবে। নতুন নতুন ডিশ রাঁধার মধ্যে ব্যস্ত থাকবে। বরং স্বামীর পছন্দসই খাবার রাঁধবে, তবে খেয়াল রাখবে, রান্নার কাজে পুরো সময় যেন চলে না যায়, আর অন্যান্য কাজেও যেন যথেষ্ট সময় দেওয়া হয়।
স্বামী যখন কাজ থেকে ফিরে আসে, তখন ক্ষুধায় তার পেট জ্বলে। তখন যদি সে খাবার প্রস্তুত পায়, ঘরদোর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পায়, চারদিকে সুবাসে ভরা থাকে, তার সাথে খাবে

বলে তার রানির মতো স্ত্রীকে অপেক্ষারত দেখে, তখন সে পরিবারে আল্লাহ তাআলা বরকত দেন, সুখ দেন, সমৃদ্ধি দেন। সে পরিবারে ইমানের আবহাওয়া তৈরি হয়।

কিন্তু কখনো দেখা যায় স্ত্রী ক্লান্ত থাকে অথবা রুগণ শিশুকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে আবার কখনো কোনো জরুরি অবস্থার কারণে রান্নায় দেরি হয়ে যায়।
জীবনে প্রথমবারের মতো স্বামীর সামনে দেরিতে খাবার আনল। কতক্ষণ? মাত্র আধ ঘণ্টা দেরি হয়েছে। কিন্তু এটা স্বামীর রাগের পারদ অনেক ওপরে চড়িয়ে দিয়েছে। এমনকি সন্তানদের সামনেই স্ত্রীকে বকে দিল। আবার আশপাশের মানুষদের কাছেও বদনাম করে বেড়াবে সে।

অন্যদিকে একজন ভালো স্বামী এসব অবস্থার প্রতি লক্ষ রাখবে। তার স্ত্রীর সমস্যায় হাত বাড়াবে। সাহায্য করবে। তার ওপর রাগান্বিত হবে না। যথাসময়ে খাবার অনুপস্থিত হলেও তার ওপর রাগ দেখাবে না। বরং সে-ই স্ত্রীর কাজে হাত বাড়িয়ে খাবারের প্রস্তুতি সারবে। রান্না-শেষে স্ত্রীকে বলবে, 'তোমার নিয়ে যাওয়া লাগবে না, আমিই নিয়ে যাচ্ছি। তুমি খাওয়ার জন্য প্রস্তুত হও।' এরপর খাবার এনে পরিবেশন করবে।

খাতুন, এত সুন্দর কথা শুনে বেশি খুশি হোয়ো না। কেননা, সব স্বামী তো এত ভালো হয় না। কিছু স্বামী খুবই রাগী হয়। তারা না কোনো বিষয়ে দেরি সহ্য করে, না কোনো ক্ষেত্রে কমতি পছন্দ করে। স্বামীর সাথে স্ত্রীর সম্পর্ক কেবল খাবার নিয়েই নয়। স্বামীর আরও অধিকার রয়েছে। সে সবের প্রতিও খেয়াল রাখতে হবে। স্বামী-স্ত্রীর সুন্দর সম্পর্ক একটা শিল্প, এটাতে মজা রয়েছে, নতুনত্ব রয়েছে, রয়েছে সমৃদ্ধি।...
একবার স্বামী-স্ত্রী গেল চিড়িয়াখানায়। তারা দেখল, বানর তার স্ত্রী বানরের সাথে খেলছে। বেশ মজে আছে।
এ দেখে স্ত্রী বলল, 'ওহ, ভালোবাসার চমৎকার গল্প।'
দেখতে দেখতে তারা দুজন সিংহের খাঁচার সামনে এল। সিংহ তার সিংহী থেকে কিছুটা দূরে বসে আছে চুপ করে। এ দেখে স্ত্রী বলল, 'আহা, ভালোবাসার একটা দুঃখজনক গল্প।'

এবার স্বামী বলল, 'তোমার হাতের এ বোতলটা সিংহীর দিকে ছুড়ে মারো আর দেখো সিংহ কী করে।' যেমন কথা তেমন কাজ। স্ত্রী ছুড়ে দিল সিংহীর দিকে লক্ষ্য করে। সিংহ সাথে সাথে গর্জে উঠল তার সিংহীর প্রতিরক্ষায়।

এরপর তারা বানরের খাঁচার সামনে এল। স্ত্রী বানরের দিকে বোতল ছুড়ে মারল। বোতল আসতে দেখে পুরুষ বানর তার স্ত্রী বানরকে রেখে ছুটে পালাল; যাতে বোতল এসে তার গায়ে না লাগে। এবার স্বামী বলল, 'মানুষ তোমার সামনে নিজেকে কেমন প্রকাশ করে সেটার ধোঁকায় পড়ো না। কারণ কিছু মানুষ ভেতরে এক রকম হয়, আর বাইরে প্রতারণার পোশাক পরে থাকে।
আবার কিছু মানুষ তাদের আবেগ-অনুভূতি সংরক্ষণে রাখে তাদের অন্তরের ভেতরে। সঠিক সময়ে সেসব প্রকাশ পায়।'

স্বামীর জন্য সাজা ও সৌন্দর্য চর্চার ইসলামি দিক

আল্লাহ তাআলা মানুষকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, মানুষ সৌন্দর্য ভালোবাসে। পুরুষকে এ স্বভাবে তৈরি করেছেন যে, পুরুষ নারীর সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এ স্বভাব থেকেই নারী-পুরুষ পরস্পরের সঙ্গ উপভোগ করে। এমনকি আল্লাহ তাআলা বিবাহের বিধান দিয়ে নারী-পুরুষের সম্পর্ক স্থাপনের প্রতি উৎসাহও দিয়েছেন। রাসুল (স.) একদিন উমর-কে বলেন:

أَلا أُخْبِرُكَ بِخَيْرِ مَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْه

'আমি কি তোমাকে জানিয়ে দেবো না যে, একজন পুরুষের সবচেয়ে মূল্যবান সঞ্চয় কী? তা হচ্ছে উত্তম নারী। যখন পুরুষ তার স্ত্রীর দিকে তাকায়, তখন সে তাকে আনন্দিত করে, যখন স্বামী স্ত্রীকে আদেশ করে স্ত্রী তার আনুগত্য করে, যখন সে বাড়ির বাইরে থাকে তখন স্ত্রী তার সবকিছু সংরক্ষণ করে।**(সুনানু আবি দাউদ : ১৬৬৪, আল-জামিউস সগির : ১৭৭৪; সুয়ুতি ৯ বলেন, এ হাদিসটি সহিহ।)

একজন নারীর তার স্বামীর প্রতি আনুগত্যের পর স্বামীর জন্য সবচেয়ে আনন্দের হচ্ছে, স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে সুখানুভূতি হওয়া। এর জন্য স্ত্রীকে অবশ্যই স্বামীর জন্য সাজতে হবে। স্বামীর হৃদয়ের দরজা খোলার একটা মোক্ষম হাতিয়ার হচ্ছে স্ত্রীর সাজসজ্জা করা।...
কিন্তু অনেক নারী সাজসজ্জা করে না, এরপর স্বামী যখন তার প্রতি বিরাগ হয়, তখন সে স্বামীর দূরে থাকার অভিযোগ করে এবং বলে যে, তার স্বামী তার দিকে ভ্রুক্ষেপ করে না,

তার দিকে স্বামীর যেন এতটুকুও আগ্রহ নেই, তার স্বামী বাড়িতে তার সাথে ও সন্তানদের সাথে যেন একটুও সময় কাটাতে চায় না।

এসবের পেছনে অন্যতম একটা কারণ হচ্ছে, স্বামী তার স্ত্রীর এলোমেলো পোশাকে, অগোছালো ভাব দেখে বিরক্ত হয়ে গেছে। যখন স্বামী দেখে তার বাড়িতে থাকা না থাকা স্ত্রীর ওপর কোনো প্রতিক্রিয়া করে না যে, স্ত্রী তার জন্য একটু তৈরি হয়ে নেবে, তখন সে স্বামী এমনিই বিরক্ত হয়ে যায়, আর বাড়ির বাইরে থাকতেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে, স্ত্রীর থেকে দূরে থাকতেই যেন সে স্বস্তি পায়।

একজন তো আমাকে স্পষ্ট মনের কথা খুলে বলেছে, 'আমি যখন ঘরে আসি, দেখি সে টেলিফোনের সাথে বা মোবাইলের সাথে লেপটে আছে, তখন তার এমন বিমুখতা দেখে আমার ভীষণ রাগ হয়।...

কিন্তু যখন ঘরে এসে দেখি, সে আমার জন্য একটু হলেও সেজে বা খানিকটা সুগন্ধি মেখে অপেক্ষা করছে, তখন একটা আনন্দ অনুভূতি মন ছুঁয়ে যায়।' অথচ এ একটু কিছু করার জন্য বেশি কষ্ট করতে হয় না। স্রেফ আয়নার সামনে কিছুক্ষণ সময় দিলেই হয়। কিন্তু এ একটু কিছু করলেই স্বামীর সাথে প্রেম- ভালোবাসা গাঢ় হয়।

আশ্চর্য কথা হচ্ছে, এমন অনেক নারী আছে, যারা স্বামীর জন্য খুব সামান্য সাজে, খুব কমই আতর মাখে। কিন্তু যখনই কোনো বিয়ের অনুষ্ঠানে দাওয়াত করা হয়, তখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা আয়নার সামনে বসে বসে সাজে। সাজগোজ শেষে তার স্বামী তাকে দেখে অবাক হয়ে যায়! আর স্বামী এটাও জানে যে, এতসব সাজগোজ তার জন্য নয়, এসবের কিঞ্চিৎ পরিমাণই সে পায়। (বাকিয়্যাতুল কুহলি, লেখক: ফায়সাল বিন সাউদ হালিবি, মাজাল্লাতুল উসরা, সংখ্যা:১২২)

এ রকম নারী তার নিজেকে প্রশ্ন করা উচিত, যখন আমার স্বামী এ সাজে আমাকে দেখবে, তখন সে কী মনে করবে? আমি তো তার জন্য সাজিনি, সেজেছি অন্যদের জন্য?!

এরপর নিজেকে এ প্রশ্নটাও করবে, যদি আমি সাজগোজ আমার স্বামীর জন্য করি, তাহলে সে কতটা আনন্দিত হতে পারে?!

তোমার স্বামী তোমাকে যে হারটা উপহার দিয়েছে, সেটা তোমার গলায় পরো। কারণ তোমাকে দেওয়া উপহার তুমি পরছ, এটা স্বামীকে আনন্দ দেবে। তুমি তোমার বান্ধবীদের সাথে বা আত্মীয়াদের সাথে দেখা করার সময় যেমন সাজো, অন্তত সেভাবে হলেও স্বামীর জন্য সাজো।

সালাফের নারীগণও সৌন্দর্য ও তার উপায় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন জ্ঞানীদের কাছে। একদিন বাকরা বিনতে কাব(রা.) এলেন উম্মুল মুমিনিন আয়িশা (রা.)-এর কাছে। জানতে চাইলেন মেহেদি ব্যবহার সম্পর্কে। আয়িশা (রা.) বললেন, 'মেহেদি গাছ একটি ভালো গাছ এবং তার পানি পবিত্র।' এরপর তিনি জানতে চাইলেন, 'মুখের অবাঞ্ছিত চুল ওঠানো যাবে?' আয়িশা (রা.) বললেন, 'যদি তোমার স্বামী থাকে এবং এগুলো উঠিয়ে তুমি তোমার মুখকে স্বামীর জন্য আরও বেশি সুশ্রী করতে পারলে তা-ই করো। (ইবনু সাদ কৃত আত- তাবাকাতুল কুবরা,ইবনুল জাওজি এ হাদিসটি আহকামুন নিসা (পৃষ্ঠা :৯৪) - তে এনেছেন।)

নবিজি (স.) নারীদের সাজগোজ করতে উৎসাহ দিতেন। এক নারী পর্দার আড়াল থেকে হাত বাড়িয়ে একটি চিঠি এগিয়ে দিলেন রাসুল (স.)-এর দিকে। রাসুল (স.)তার হাত দেখে বললেন,
)رَجُلٍ، أَمْ يَدُ امْرَأَة(না, এটা কি পুরুষের হাত, না মহিলার হাঁত?' সে নারী বললেন, 'মহিলার হাত।' রাসুল (স.)বললেন,)لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً لَغَيَّرْتِ أَظْفَارَك(যদি তুমি নারী হতে, তাহলে অবশ্যই (মেহেদির দ্বারা) তোমার হাতের নখগুলো পরিবর্তন করে নিতে।'(সুনানু আবি দাউদ :৪১৬৬, সনানুন নাসায়ি:৫০৮৯)

দাম্পত্য জীবনের ৫টি টিপস

স্ত্রী এমনভাবে আচরণ করে, যা কখনো কখনো স্বামীর বুঝে আসে না।...
এ জন্য সে কখনো নিরাশ হয়, আবার কখনো দ্বিধায় পড়ে যায়।...
কিন্তু যদি স্ত্রীর এমন আচরণের কারণ জানতে পারে, তাহলে তার নিরাশা কেটে যাবে।...
নারী তার সৃষ্টিগত ও স্বভাবগত আচরণ করে। যেটা পুরুষ থেকে আলাদা।...
তাই দেখা যায়, একই সংসারে দুজন স্বামী-স্ত্রী কখনো তারা এমন মিল হয়ে যায় যে, মনে হয় তারা এক দেহ এক প্রাণ।
আবার কখনো তাদের মধ্যে এমন অমিল হয় যে, মনে হয় দুজন দুই গ্রহের প্রাণী! নারীর এমন ৫টি দিক আছে, যা জানলে একজন পুরুষ সঠিকভাবে স্ত্রীর সাথে চলতে পারবে।
তাদের মধ্য থেকে সমস্যা দূর হয়ে যাবে, তাদের সম্পর্কের মধ্যে যে জটিলতা আসে, সেটা থাকবে না আর।

১. স্বামী কাজ থেকে ফেরামাত্রই স্ত্রী তার কাছে বাচ্চাদের দেখাশুনা, ঘরের কাজ করতে করতে ক্লান্ত হওয়ার কথা তুলে ধরে। আবার বলে ওয়াশরুমে ফ্লাশ কাজ করছে না বা গ্যাস শেষ হয়ে গেছে।...

এসব সম্পর্কে কথা বলার সময় তার কণ্ঠস্বরে মনে হয় যেন হতাশা ও নিন্দার মিশ্রণ রয়েছে।...

ফলে স্বামী মনে করে বসে যে, স্ত্রী তার কমতি ধরে ধরে বলছে। ফলে সে দুইটার একটা কাজ করে। হয় সে স্ত্রীকে বকাঝকা করতে শুরু করে আর নিজের পক্ষে যুক্তি দেয়। নতুবা সে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় আর কাজগুলো তার কাঁধে ফেলে যায়। এদিকে স্ত্রী তো তার এমন আচরণে অবাক হয়ে যায়। সে তো কেবল এগুলো ঠিকই করতে বলেছে। এর বেশি কিছু তো না। এরপর শুরু হয় সমস্যা, একে অপরকে দোষ দেয়, এই সেই...

এখানে মূল কথা হচ্ছে, তোমার স্ত্রী এখানে তোমাকে দোষ দিচ্ছে না, তোমার কমতি-খামতি বলছে না। বরং সে তার চিন্তার কথা তোমার সামনে তুলে ধরছে; যেন তুমি ব্যবস্থা নিতে পারো।...

এখানে স্বামীর করণীয় হচ্ছে, কিছুক্ষণের জন্য চুপ থাকা। এরপর এসে স্ত্রীকে বাহুডোরে নিয়ে বলা, 'আমি জানি, প্রিয়তমা, তুমি কাজ করতে করতে ক্লান্ত। তোমার কাজের জন্যই তো এ ঘর টিকে আছে।' তখন দেখবে, স্ত্রী যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেছে, সে তোমাকে চমকে দিয়ে বলছে, 'চিন্তা কোরো না, প্রিয়, সবকিছুই তোমাকে দেখে সহজ হয়ে যায়। সব কষ্ট তোমাকে দেখে ঘুচে যায়।'

২. কখনো স্বামী লক্ষ করে যে, তার প্রিয় স্ত্রী প্রথম প্রথম সে যা চাইত সবকিছু হাসিমুখে এনে দিত। সব সময় তার মুখে সুন্দর মিষ্টি হাসি লেগে থাকত। কিন্তু কিছু সময় পর সে খেয়াল করল, এখন সে আগের মতো তার যত্ন ঠিকই নিচ্ছে; কিন্তু তার মুখে সে মিষ্টি হাসি নেই। এখন মিষ্টি হাসির জায়গায় একটা গোমড়া মুখ দেখা যাচ্ছে। তার মধ্যে পরিবর্তন এসেছে। কেন? কী হয়েছে?...

স্পষ্ট খোলাখুলি আলোচনা করলে দেখা যাবে, এমন কিছু তুচ্ছ কারণ বেরিয়ে এসেছে, যা আসলে স্বামীর কাছে আগে কিছুই মনে হয়নি! বাস্তবতা হচ্ছে, প্রথমে স্ত্রী কোনো বিনিময় ছাড়াই এমনিই মিষ্টি হাসি দিয়ে তাকে বরণ করত। এরপর একটা সাধারণ হাসি। এরপর গোমড়া মুখ।

কারণ তার সৃষ্টিই এভাবে। সে অটোমেটিক দিয়ে যায়। সে পুরুষের মতো নয়। পুরুষ মানুষ কেবল যেখানে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে বা যেখানে দায়িত্ববোধ আছে বলে মনে করে, সেখানেই কেবল তার চেষ্টা দেয়।...

নারীরা অটোমেটিক দিয়ে যায়। কিন্তু যখন দেখে তার এ কাজের মূল্য কেউ বুঝছে না, তখন সে কাজ করে যায়; কিন্তু তার ভেতরে একটা চাপা ক্ষোভ থাকে। এটাই তার গোমড়ামুখো হওয়ার কারণ।...
এটা দেখে পুরুষ খোলাখুলি কথা না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে মনে করে সে কি বাঁচাই না বাঁচল।...

কিন্তু এখানে তার স্পষ্ট খোলাখুলি আলোচনা করাই শ্রেয়।...

তার দায়িত্ব হচ্ছে স্ত্রীকে বাড়ির কাজে সাহায্য করা, স্ত্রীর কিছু ঘরের কাজে হাত বাড়িয়ে দেওয়া। কখনো তাকে কাজ থেকে অব্যাহতি দিয়ে আরাম করতে বলা, তার কিছু ভার নিজের কাঁধে নেওয়া।

৩. বিয়ের কদিন পর স্বামী খেয়াল করে, তার স্ত্রী কেমন যেন বদলে গেছে। চুপ হয়ে থাকে। অযথা চিন্তায় ডুবে থাকে। একাকী থাকতে পছন্দ করে। কিছু কিছু মানুষ স্পষ্ট কথা বলার আশ্রয় নেয়। কিন্তু স্ত্রী তো চুপই থাকে। অথবা হঠাৎ করে স্বামীর মুখের ওপর বলে ওঠে, 'তুমি আমাকে ভালোবাসো না'।...
তার এমন অকৃতজ্ঞতার কারণে স্বামী রাগে ফুঁসে ওঠে আর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায় বাইরে! এমন অবস্থায় মনে রাখবে, এমন কিছু স্বাভাবিক ও তার স্বভাবগত। এটা নারীর স্বভাবের আবেগীয় অংশ, যেটা প্রায় মাসে কিছু নারীর ওপর দিয়ে গিয়ে থাকে। কতক নারী ভালোবাসার ওপর মানিয়ে গেলেও তাদের ভেতর বর্জন বা প্রত্যাখ্যানের সুপ্ত ভয় কাজ করে।...

সময়ে সময়ে সে আরও আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ে।...
গ্রহণ ও ভালোবাসার ঢেউ তাকে ওপরে নিয়ে যায়। আবার কখনো ভয় ও হতাশার ঢেউ তাকে তীরে আছড়ে ফেলে দেয়। এভাবে সে বিষণ্ণ ও নির্জন হয়ে যায়।...

কতক স্ত্রী এসব ভয়ের কথা তার স্বামীকে স্পষ্ট করে বলতে লজ্জা পায়। তাই চুপ থাকতেই পছন্দ করে সে। আর এ নীরবতা তার স্বামীকে চিন্তিত করে তোলে। তাই এমন অবস্থায় স্বামীর দায়িত্ব তার স্ত্রীর আবেগ-অনুভূতির প্রতি খেয়াল রাখা, তাকে পর্যাপ্ত ভালোবাসা দেওয়া; যাতে সে এ স্তর থেকে প্রশান্তির সাথে বেরিয়ে আসে।...
এ অবস্থাটা কোনো কোনো নারীর ক্ষেত্রে দুই দিন বা সাত দিনের মতো চলতে থাকে। তবে স্ত্রীর দায়িত্ব হচ্ছে, এ সময়ের বিষণ্ণতাকে সুযোগ না দেওয়া। সুযোগ দিলে সে এটাকে ইচ্ছে করে আরও লম্বা করে ফেলবে।

৪. যখন স্ত্রীর সাথে আলোচনা বা তর্ক হয়, তখন স্বামী মনে করে তার স্ত্রী তার দোষ ধরছে, যেন স্ত্রী তাকে জবাবদিহি করছে।.... কখনো বলছে, 'তুমি আমার সাথে আগের মতো কথা বলো না', 'কত বছর হয়ে গেল আমরা একসাথে বসি না', 'তুমি আমার মোটেই কেয়ার করো না।'
কিছু পুরুষ এটা জানে না যে, পুরুষেরা সাধারণত যেকোনো বিষয়ে তার মতামত সংক্ষিপ্তাকারে দিয়ে থাকে, অন্যদিকে নারীরা সাধারণত সংক্ষিপ্ত করার পরিবর্তে ব্যাপক বিশ্লেষণের দিকেই তাদের ঝোঁক থাকে। আর নারীরা ভুল বা মন্দ যা বলে, তা আসলে নিজের ইচ্ছেতে বলে না। ঝোঁকের কারণে এসে যায়।...

নারী জীবনের বিষয়াদিকে সংক্ষিপ্ত দৃষ্টিতে দেখে, যার কারণে সে নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত কিছু বলতে পারে না।...

যেমন কতক নারী যা বলার তা বলতে শুরু করে, বলতে শুরু করার পর চিন্তা করে।...
অন্যদিকে পুরুষ কথা বলার আগে দীর্ঘক্ষণ চুপ থাকে।...
নারীর এমন কথা বলার পদ্ধতি মেনে নাও। যদি তুমি যুক্তি দিয়ে তাকে কোণঠাসা করার চেষ্টা করো, তাহলে তখন সে বলবে, সে যা মুখে বলেছে আসলে তা ইচ্ছে করে বলেনি।...

৫. নারীর রক্ষণাবেক্ষণ ও তার প্রতি গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তাকে বুঝতে দাও যে, তুমি তার প্রতি গুরুত্ব দিচ্ছ; যদিও তা হয় কেবল কিছু ছোট প্রশ্ন করার মাধ্যমে। যেমন: 'তুমি কি নাস্তা করেছ?', 'তুমি কি ওষুধ খেয়েছ?', অসুস্থ থাকলে 'কেমন লাগছে এখন?' যখন সে বুঝবে যে, তুমি তার কেয়ার করছ, তার প্রতি গুরুত্ব দিচ্ছ, তখন সে তোমাকে আরও বেশি ভালোবাসবে।...

স্ত্রীর শখ নিয়ে ঠাট্টা করবে না। নিজেকে প্রশান্তি দেওয়ার জন্য, অবসর কাটানোর জন্য প্রতিটি মানুষের আলাদা পদ্ধতি থাকে। কেউ পড়তে ভালোবাসে, কেউ অন্য কিছু করতে ভালোবাসে। তবে অবশ্যই, স্বামী-স্ত্রী উভয়েই তার পছন্দের জিনিস করে উপভোগ করতে চায়, যেমন: পড়া বা ব্যায়াম করা বা আঁকা কিংবা উপকারী কিছু শোনা ও দেখা। যদি এগুলো আল্লাহর হালালকৃত সীমানার ভেতর হয়, তাহলে তাতে কোনো অসুবিধে নেই। দুজনেই দুজনকে তার আপন অবস্থায় অবসর কাটাতে দেবে, যখন তাদের উভয়ের অবসর কাটানোর ধরন বা তাদের শখ ভিন্ন ভিন্ন হবে। আর যদি দুজনের শখ ও অবসর কাটানোর ধরন একইরকম হয়, তখন উভয়ে ততটুকু করবে, যতটুকু শরিয়তের সীমানার ভেতরে আর যতটুকু অপরজনের জন্য সীমাতিরিক্ত না হয়।

স্ত্রীর সাথে সর্বোচ্চ সুন্দর আচরণ : কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশনা

মনে রাখবে, তোমার ও তোমার স্ত্রীর সম্পর্ক যেন হয় সর্বোচ্চ নৈকট্যের, অতি বিশেষ সম্পর্ক। দাম্পত্য সম্পর্ক কোনো লাভ-লোকসান বা ব্যাবসায়িক সম্পর্ক নয়। অনবরত উপভোগ করে যাওয়া বস্তু নয়। বরং দাম্পত্য সম্পর্ক হচ্ছে, একে অন্যের সাথে জীবন ভাগ করে নেওয়া ও দায়িত্ব আদায়ের সম্পর্ক।...

স্ত্রী-সন্তানদের প্রতি সুন্দর আচরণ করো। তুমি যদি তাদের সাথে সুন্দর আচরণ করতে পারো, তাহলে তারাও তোমার সাথে সুন্দর আচরণ করবে। তারাই ভালোবাসা দিয়ে তোমার অসুখী জীবনে সুখ ও শান্তিতে ভরে দেবে।...

কখনো স্ত্রীকে এটা ভাবতে দিয়ো না যে, সে হচ্ছে পরিবারের গৌণ মানুষ আর তোমার সন্তানরাই তোমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সন্তানদের চাওয়া ও ইচ্ছে হচ্ছে তোমার কাছে আদেশ, যা ফিরিয়ে দেওয়া যাবে না বা অবজ্ঞা করা যাবে না, এমনটা যেন না হয়। বরং এটা বাধ্যতামূলক করে দাও। যে, সন্তানদের কেউ কিছু চাইতে হলে সেটা যেন তাদের মায়ের মাধ্যম হয়ে আসে। এখানে স্ত্রী তোমার দূত হিসেবে থাকবে। এভাবে তার সম্মান বজায় থাকবে পরিবারে। বরং তুমি সন্তানদের সামনে তোমার স্ত্রীর মর্যাদা ও গুরুত্ব আরও বেশি বাড়িয়ে তুলতে পারো। কারণ তোমার স্ত্রীই তাদের আগে আসবে, সর্বোপরি সে তোমার সন্তানদের মা, আর তোমার সুখ-শান্তি তার সুখ-শান্তিতে নিহিত থাকবে।...

স্ত্রীর কথা মনোযোগ দিয়ে শোনো। কারণ তার কথার মাধ্যমেই বোঝা যাবে যে, তাকে কী ধরনের চিন্তা ও পেরেশানি ঘিরে রেখেছে। কিন্তু আবার কথা শেষ করার সীমানাও খেয়াল রাখবে। কারণ কিছু মহিলা আছে, কথা শুরু করলে আর থামতে জানে না। অথবা দেখা গেল, তার পুরো কথাবার্তা কেবল তোমার পরিবার বা আত্মীয়দের নিন্দা নিয়েই হয়ে যাচ্ছে। তাই তার কথার প্রত্যুত্তর দিতে হবে হিকমত ও বুদ্ধির সাথে আর সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে।...

তোমাদের মাঝে যেন কথোপকথনের সব পদ্ধতি বিরাজমান থাকে। কথা মুখেও হয়, আবার শব্দহীন কথোপকথনও হয়। তাই মুখে ভালোবাসার কথা, চোখে ভালো লাগার ভাব, হাতে স্নেহের স্পর্শ আর উষ্ণ আলিঙ্গন-সব মাধ্যমেই তাকে আপন করে নেবে। স্ত্রীর সাথে সততা ও স্বচ্ছতা রক্ষা করো। তোমাদের দুজনের সম্পর্কে কোনো ধরনের ছলচাতুরী বা সন্দেহের স্থান দেবে না। কেননা, এগুলো তোমাদের পরস্পরের মাঝে বিচ্ছেদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।...
তার সাথে নিজের মনের সুন্দর কথাগুলো বলো কোনো সমুদ্র-সৈকতে কিংবা গোধূলি বেলায় সূর্য ডোবার অনুপম দৃশ্যের সাথে।...

সম্পদ নিয়ে কৃপণতা করবে না বা ভালোবাসা দিতেও কৃপণতা করবে না। কৌতুক করা ও সিরিয়াসনেসের সাথে ভারসাম্য বজায় রাখবে। নরম ও কঠোরতার মাঝে ভারসাম্য বজায় রাখবে। এমন নরম হবে না যে, সে তোমাকে কম মনে করে; আবার এমন কঠোর হবে না যে, সে তোমাকে অপছন্দ করে বসে। বরং মধ্যমপন্থা অবলম্বন করো। কারণ, সবচেয়ে উত্তম হচ্ছে মধ্যমপন্থা। নবিজি (স.)বলেন:

إِذَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِأَهْلِ بَيْتٍ خَيْرًا، أَدْخَلَ عَلَيْهِمُ الرِّفْقَ

'যখন আল্লাহ কোনো পরিবারের কল্যাণ চান, তখন তাদের মধ্যে কোমলতা দান করেন। (মুসনাদু আহমাদ:২৪৪২৭, সহিহুল জামি:৩০৩)

স্ত্রীকে শারীরিক বা মানসিক বা ভালোবাসাগত দিক থেকে অবহেলা করবে না। কারণ অবহেলা সব সুন্দর সম্পর্ককে নষ্ট করে দেয়। কখনো কখনো এমন বিপজ্জনক দিকে নিয়ে যায়, যা একজন মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। তোমার কাজ বা চাকরি যেন স্ত্রীর কাছে ঘৃণ্য না হয়ে ওঠে। তুমি যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় কাজে বা চাকরিতে ব্যয় করো, তবে তা তার কাছে ভালো লাগবে না। তোমার পুরোটা সময়ও চাকরিতে বা কাজে দিয়ে

বসবে না। বিশেষ করে সাপ্তাহিক ছুটির দিনে। তুমি নিজের জন্য কিছুটা সময় রাখবে। দিনে একটা সময় স্ত্রীর জন্য বরাদ্দ রাখবে। বিশেষ করে ছুটির দিনে। তুমি নিজের ব্যক্তিত্বের অংশ মনে করে এমন কিছু জিনিসকে ত্যাগ করতে হতে পারে। যাতে তোমার জীবনসঙ্গিনীর সাথে জীবনকে উপভোগ করতে পারো।....

নিজেকে যেমন গুরুত্ব দাও, তেমনই স্ত্রীকেও গুরুত্ব দাও। নিজের জন্য যা পছন্দ করো, তার জন্যও তা পছন্দ করো। তবে আমিত্বের রোগে ভুগবে না যে, তুমি যতটুকু তাকে দিচ্ছ, তার চাইতে বেশি তার কাছ থেকে নেবে অথবা তার থেকে সবটা নেবে; কিন্তু তাকে কিছুই দেবে না, এমনটা যেন না হয়। জীবনসঙ্গিনীর জন্য নিজেকে উত্তম আদর্শ বানাও। তোমার কাজকর্মগুলোকে তোমার পক্ষ হয়ে তোমার মনোভাব তুলে ধরতে দাও আর তেমন করেই সব সময় চলবে। নিজের সব চিন্তা ও উদ্বিগ্নতায় স্ত্রীকে জড়াবে না। নিজেই সেসবের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করার চেষ্টা করো। তবে আনন্দের মুহূর্তগুলোতে সব সময় তাকে অংশীদার করবে।

একটি সুখী দাম্পত্য জীবনের জন্য ইসলামী পরামর্শ

দাম্পত্য জীবন মানব জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এটি কেবল একটি সামাজিক বন্ধন নয়, বরং একটি আত্মিক, নৈতিক এবং ধর্মীয় দায়িত্বপূর্ণ সম্পর্ক। ইসলাম দাম্পত্য জীবনকে 'মাওয়াদ্দাহ' (ভালোবাসা) ও 'রাহমাহ' (করুণা)-র ভিত্তির উপর গড়ে তোলার নির্দেশ দিয়েছে। এই অধ্যায়ে কুরআন, হাদীস ও ইসলামী মনোবিদ্যার আলোকে দাম্পত্য জীবন সুখময় রাখার জন্য কিছু মৌলিক পরামর্শ উপস্থাপন করা হবে।

আল্লাহভীতি ও তাকওয়া – দাম্পত্য জীবনের মূল ভিত্তি

إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا

"যদি তারা উভয়েই আল্লাহকে ভয় করে, তবে আল্লাহ তাদের মাঝে মিলনের পথ সৃষ্টি করে দেবেন।"

(সূরা আন-নিসা, ৪:৩৫)

স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে আল্লাহভীতি থাকলে সমস্যার সমাধান সহজ হয়।
তাকওয়া সম্পর্কের ভারসাম্য রক্ষা করে।

পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান

স্ত্রীকে ছোট করে দেখা নয়, বরং তাকে জীবনের সমান অংশীদার হিসেবে মর্যাদা দেওয়া।
স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা ও মান্যতা বজায় রাখা ইসলামী আদর্শের অন্যতম দিক।
রাসূল (সা.) বলেন:

"স্ত্রী যদি তার স্বামীর সম্মান রক্ষা করে এবং নামায-রোযা ঠিকমতো পালন করে, তবে সে জান্নাতি।"
— *(তিরমিযী)*

পারস্পরিক যোগাযোগ ও বোঝাপড়া

দাম্পত্য জীবনে অনেক সমস্যা কেবল ভুল বোঝাবুঝি থেকে সৃষ্টি হয়।
একে অপরের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা, খোলামেলা আলোচনা করা জরুরি।
পরামর্শ :
দৈনিক কিছু সময় একান্ত আলাপের জন্য নির্ধারণ করুন।
ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স চর্চা করুন।

ক্ষমাশীলতা ও সহনশীলতা

"যারা রাগ সংবরণ করে এবং মানুষকে ক্ষমা করে, আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন।"
— *সূরা আলে ইমরান, ৩:১৩*

একে অপরের ত্রুটি মাফ করতে না পারলে সম্পর্ক দ্রুত ভেঙে যায়।
ন্যায্য সমালোচনা হোক গঠনমূলক, কটূক্তি নয়।

সন্তুষ্টি ও কৃতজ্ঞতা

যেটুকু আছে তাতেই সন্তুষ্ট থাকা দাম্পত্য জীবনের প্রশান্তি বৃদ্ধি করে।
অতিরিক্ত চাহিদা, অন্যের সংসারের সঙ্গে তুলনা—এসব সম্পর্ক নষ্ট করে।

হাদীস:

“তোমরা যদি কোনো স্ত্রীকে অপছন্দ করো, তবে মনে রেখো, হয়তো তার মধ্যে কোনো ভালো দিক রয়েছে।”

— *(মুসলিম)*

একসাথে ইবাদত ও দ্বীনি পরিবেশ তৈরি

একসাথে নামায পড়া, কুরআন তিলাওয়াত, সন্তানকে ইসলামী শিক্ষা দেওয়া দাম্পত্য সম্পর্ক দৃঢ় করে।

দ্বীনি পরিবেশে পরিবারে পরস্পরকে পরকালের সাথী হিসেবে দেখা যায়।

দাম্পত্য জীবনের জন্য বাস্তব পরামর্শসমূহ

বিষয়পরামর্শমতভেদ হলেতাৎক্ষণিক ঝগড়া নয়, শান্ত অবস্থায় আলোচনারোমান্সমাঝে মাঝে উপহার, প্রশংসা, চিঠি ইত্যাদিসময়সপ্তাহে অন্তত একদিন পরিবারকেন্দ্রিক পরিকল্পনাসমতাদায়িত্ব ও অধিকার উভয় ক্ষেত্রেই ভারসাম্যগোপনীয়তাপারিবারিক বিষয় বাইরের লোকের কাছে প্রকাশ না করা

একটি সুখী দাম্পত্য জীবনের জন্য অর্থ, সৌন্দর্য বা উচ্চতা নয়—বরং আন্তরিকতা, তাকওয়া, সহনশীলতা ও আল্লাহর সন্তুষ্টিই আসল উপাদান। ইসলামের দিকনির্দেশনা অনুসরণ করলে দাম্পত্য জীবন হবে শান্তিময়, ফলপ্রসূ ও জান্নাতের প্রতিচ্ছবি।

বাস্তব উদাহরণে নারীর দাম্পত্য সাফল্য

ইসলামী আদর্শে পরিচালিত নারীর দাম্পত্য জীবন যেমন বরকতময়, তেমনি তা সমাজে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবেও বিবেচিত। ইতিহাস ও সমকালীন সমাজে এমন অনেক নারী রয়েছেন, যারা নিজেদের তাকওয়া, ধৈর্য, সহযোগিতা ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে দাম্পত্য জীবনে সাফল্যের অনন্য নজির স্থাপন করেছেন। এই অধ্যায়ে তাদের কিছু বাস্তব উদাহরণ তুলে ধরা হবে, যাতে আজকের মুসলিম নারীরা দিকনির্দেশনা ও অনুপ্রেরণা লাভ করতে পারেন।

১.মহান আদর্শ: খাদিজা (রা.)-এর দাম্পত্য জীবন

খাদিজা (রা.) ছিলেন নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রথম স্ত্রী। তিনি ছিলেন একজন সফল ব্যবসায়ী, ধনী, অথচ অত্যন্ত নম্র ও অনুগত। তাঁর জীবনের মূল দিকগুলো:

স্বামীর প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি

কষ্টের সময়ে সাহস ও সমর্থন প্রদান

সম্পদ ব্যয় করে ইসলামের প্রচারে অংশগ্রহণ

ফলাফল: রাসূল (সা.) তাঁকে মৃত্যুর পরও গভীর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধায় স্মরণ করেছেন।

২.আয়েশা (রা.): জ্ঞান ও হৃদ্যতার দৃষ্টান্ত

আয়েশা (রা.) ছিলেন নবীজির প্রিয়তমা স্ত্রী ও একজন বিদুষী নারীর প্রতীক। তিনি দাম্পত্য জীবনেও ছিলেন

রসবোধসম্পন্ন ও প্রগাঢ় ভালোবাসায় পরিপূর্ণ

রাসূল (সা.)-এর ব্যক্তিজীবনের সাক্ষী ও বিশুদ্ধ হাদীস সংরক্ষক

স্বামীকে বুঝতে পারার অসাধারণ ক্ষমতা

ফলাফল: তাঁর থেকে প্রায় দুই হাজার হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যা দাম্পত্য জীবনের আচরণগত দিকগুলোও নির্দেশ করে।

৩.সমকালীন বাস্তব উদাহরণ: সাধারণ নারীর ব্যতিক্রমী চরিত্র

ক. একজন শহুরে শিক্ষিত নারীর কাহিনি:

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক নারী নিজের চাকরি ছেড়ে সম্পূর্ণভাবে পরিবারকেন্দ্রিক জীবন বেছে নেন। তিনি বলেন—

“আমার স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা ও সন্তানের নৈতিক বিকাশ আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সাফল্য।”

খ.একজন প্রবাসী স্বামীর স্ত্রী:

দীর্ঘ ৮ বছর স্বামীর অনুপস্থিতিতে তাকওয়া ও ধৈর্য ধরে সংসার পরিচালনা করেছেন। কুরআন শিক্ষার মাধ্যমে সন্তানদের বড় করেছেন।

ফলাফল: পরিবার অটুট ও নৈতিকভাবে সমৃদ্ধ।

৪ দাম্পত্য সাফল্যের মূল উপাদানসমূহ

সকল সফল নারীর জীবনে যে বিষয়গুলো অনন্যভাবে দেখা যায়:

তাকওয়া ও আল্লাহভীতি

স্বামীর প্রতি সম্মান ও আস্থা

পারিবারিক দায়িত্ব পালনে আন্তরিকতা

ধৈর্য ও আত্মত্যাগ

অহংকার পরিহার করে বিনয়ী থাকা।

শিক্ষণীয় বার্তা

নারী যদি নিজের অবস্থানকে বোঝে ও তা গ্রহণ করে, তাহলে সে দাম্পত্য জীবনের সবচেয়ে শক্তিশালী ভিত্তি হতে পারে।

নিজের সীমাবদ্ধতার মধ্যে থেকেও মহান হওয়া সম্ভব, যদি ঈমান ও ইখলাস থাকে।

ইতিহাস ও সমকালীন সমাজে ইসলামী নারীর দাম্পত্য সাফল্য প্রমাণ করে যে, ইসলামই নারীকে প্রকৃত মর্যাদা ও শক্তির উৎস দিয়েছে। মুসলিম নারীরা যদি তাকওয়া ও আত্মশুদ্ধির পথে অগ্রসর হন, তবে তাঁদের জীবন হবে শান্তিপূর্ণ, সফল ও সমাজে অনুকরণীয়।

মিডিয়া ও প্রযুক্তির প্রভাব এবং ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি

আধুনিক যুগে মিডিয়া ও প্রযুক্তি মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলছে। দাম্পত্য সম্পর্কেও এর ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। ইতিবাচক দিক থাকলেও, অনিয়ন্ত্রিত ও অপব্যবহৃত মিডিয়া এবং প্রযুক্তি দাম্পত্য জীবনকে বিচ্ছিন্নতা, সন্দেহ, মোহ, অসন্তুষ্টি ও বিচ্ছেদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এই অধ্যায়ে ইসলামের দৃষ্টিতে প্রযুক্তির ব্যবহার এবং এর চ্যালেঞ্জসমূহ আলোচনা করা হবে।

১.মিডিয়া ও প্রযুক্তির সহজলভ্যতা এবং এর ফলাফল

আজকের যুগে স্মার্টফোন, ইন্টারনেট ও সোশ্যাল মিডিয়া এতটাই সহজলভ্য যে, এগুলোর ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ না করলে তা ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষতি ডেকে আনে। অতিরিক্ত ভার্চুয়াল আসক্তি দাম্পত্য জীবনের সময় ও মনোযোগ নষ্ট করে।

২.সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে অনৈতিক সম্পর্কের প্রসার

Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok ইত্যাদির মাধ্যমে বহু মানুষ গোপনে পরপুরুষ বা পরনারীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করছে, যা সরাসরি পরকীয়া ও জেনার পথে নিয়ে যায়। এতে বিশ্বস্ততা, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও নিরাপত্তা নষ্ট হয়।

দাম্পত্য জীবনে গোপনীয়তার লঙ্ঘন

প্রযুক্তির মাধ্যমে ব্যক্তিগত তথ্য, আলাপচারিতা, মেসেজ ইত্যাদি ফাঁস হওয়া বা একে অপরের গোপনীয়তা হস্তক্ষেপ করার প্রবণতা দাম্পত্য জীবনে সন্দেহ ও অস্থিরতা তৈরি করে।

অশ্লীল কনটেন্ট ও পর্নোগ্রাফির প্রভাব

অনেক দাম্পত্য সমস্যা ও যৌন অতৃপ্তির অন্যতম কারণ হলো পর্নোগ্রাফি ও অশ্লীল কনটেন্ট দেখা। ইসলামে এসব কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। এগুলো মানুষের যৌন আচরণকে বিকৃত করে এবং স্ত্রী বা স্বামীর প্রতি আকর্ষণ কমিয়ে দেয়।

মিডিয়ায় বিকৃত দাম্পত্য মডেল প্রচার

সিনেমা, নাটক ও বিজ্ঞাপনে এমন সম্পর্ক দেখানো হয়, যা বাস্তবতা থেকে বিচ্যুত ও ইসলামবিরোধী। এগুলো তরুণদের মনে অবাস্তব কল্পনা তৈরি করে, যা বাস্তব জীবনে হতাশা ও সংঘর্ষের কারণ হয়।

৩. প্রযুক্তির ইতিবাচক ব্যবহার:

ইসলামী পরামর্শ

ইসলাম মিডিয়া ও প্রযুক্তির উপকারী ব্যবহারকে সমর্থন করে, যেমন:
কুরআন তেলাওয়াত ও ইসলামি লেকচার শোনা
দাম্পত্য শিক্ষা ও পরামর্শমূলক ভিডিও দেখা
সম্পর্ক উন্নয়নে স্বাস্থ্যকর যোগাযোগ রক্ষা

প্রযুক্তি ও মিডিয়া দাম্পত্য জীবনে বরকত ও ভারসাম্য আনতে পারে, যদি তা ইসলামী নীতিমালার মধ্যে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু যদি তা নিয়ন্ত্রণহীনভাবে ব্যবহৃত হয়, তাহলে এটি সম্পর্ক ধ্বংসের অন্যতম হাতিয়ার হয়ে দাঁড়ায়।

দাম্পত্য জীবনে আত্মশুদ্ধি ও তাকওয়া

দাম্পত্য জীবন মানুষের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, যেখানে পারস্পরিক সহযোগিতা, ভালবাসা ও দায়িত্ববোধের মধ্য দিয়ে জীবনযাপন হয়। এই সম্পর্ক সফল ও টেকসই করতে হলে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে আত্মশুদ্ধি ও তাকওয়ার গুণাবলি থাকা অপরিহার্য। আত্মশুদ্ধি (تزكية النفس) হচ্ছে নিজের নফস বা মনকে খারাপ স্বভাব ও কর্ম থেকে পরিশুদ্ধ করা এবং তাকওয়া হচ্ছে আল্লাহভীতি ও পূর্ণ আনুগত্যের মাধ্যমে জীবন পরিচালনা করা। এই অধ্যায়ে আমরা পর্যালোচনা করবো কীভাবে আত্মশুদ্ধি ও তাকওয়া দাম্পত্য জীবনের মান উন্নত করে এবং পারিবারিক শান্তি ও স্থিতি নিশ্চিত করে।

আত্মশুদ্ধির তাৎপর্য ও ইসলামী দৃষ্টিকোণ

আত্মশুদ্ধি কুরআন-সুন্নাহর একটি মৌলিক শিক্ষা। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا ۝ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا

"নিশ্চয়ই সে সফল, যে নিজের নফসকে পরিশুদ্ধ করেছে; এবং সে ব্যর্থ, যে একে কলুষিত করেছে।"

— *(সূরা আশ-শামস: ৯-১০)*

আত্মশুদ্ধি দাম্পত্য জীবনের ক্ষেত্রে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ, রাগ দমন, ক্ষমাশীলতা, বিনয় ও সহনশীলতা অর্জনে সহায়তা করে, যা একটি সুখী দাম্পত্য জীবনের জন্য অপরিহার্য।

তাকওয়ার ধারণা ও তা দাম্পত্য জীবনে প্রভাব

তাকওয়া অর্থ আল্লাহভীতি এবং তাঁর নির্দেশ পালন করে ও নিষেধ থেকে বিরত থেকে জীবনযাপন করা। কুরআনে এসেছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। তিনি তোমাদের কর্ম সুধরিয়ে দেবেন।"

— *(সূরা আহযাব: ৭০-৭১)*

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যদি তাকওয়া থাকে, তবে তারা একে অপরের হক আদায়ে সচেতন থাকবে এবং দাম্পত্যে সহনশীলতা ও দয়া বজায় রাখবে।

আত্মশুদ্ধি ও তাকওয়ার অভাবজনিত সমস্যাবলি

অহংকার ও আত্মকেন্দ্রিকতা

যখন একজন ব্যক্তি আত্মশুদ্ধিহীন হয়, তখন সে নিজেকে বড় মনে করে এবং দাম্পত্য সম্পর্কের ভারসাম্য নষ্ট করে ফেলে।

রাগ ও প্রতিশোধপরায়ণতা

আত্মশুদ্ধির অভাবে মানুষ রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, যা দাম্পত্যে বিবাদ সৃষ্টি করে।

ক্ষমাশীলতার অভাব

তাকওয়ার অভাবে মানুষ ভুলক্রটিকে ক্ষমা করতে পারে না, ফলে ছোটখাটো বিষয়ে দাম্পত্য কলহ তীব্র হয়ে ওঠে।

নবী-রাসূলদের দাম্পত্য জীবনে আত্মশুদ্ধি ও তাকওয়া

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন দাম্পত্য জীবনে অত্যন্ত সংবেদনশীল, সহনশীল ও ন্যায়পরায়ণ। তিনি স্ত্রীদের প্রতি অত্যন্ত সদয় আচরণ করতেন। তিনি বলেন

:

"تم خيركم، خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي"

“তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে তার পরিবারের প্রতি উত্তম; আর আমি তোমাদের মধ্যে আমার পরিবারের প্রতি সবচেয়ে উত্তম।”

— *(তিরমিযী: ৩৮৯৫)*

আত্মশুদ্ধি ও তাকওয়া অর্জনের উপায়

নিয়মিত ইবাদত ও আল্লাহর স্মরণ

নামাজ, কুরআন তিলাওয়াত, দুআ ইত্যাদির মাধ্যমে হৃদয় পরিশুদ্ধ হয়।

আত্মসমালোচনা ও পরিশুদ্ধির চেষ্টা

নিজের ভুল বোঝা, ক্ষমা চাওয়া এবং সংশোধন করাও আত্মশুদ্ধির প্রক্রিয়া।

আল্লাহভীতি ও আখিরাতের চিন্তা
আখিরাতের জবাবদিহিতার চিন্তা তাকওয়া সৃষ্টি করে, যা স্বামী-স্ত্রী উভয়ের দায়িত্বশীলতা বাড়ায়।

দাম্পত্য জীবনে শান্তি, সুখ ও সৌহার্দ্য বজায় রাখতে হলে আত্মশুদ্ধি ও তাকওয়া অপরিহার্য। এগুলো ব্যক্তিকে উন্নত চরিত্র, ধৈর্য, সহনশীলতা ও দায়িত্বশীলতায় উদ্বুদ্ধ করে। বর্তমান দাম্পত্য জীবনের নানা সমস্যার মূলে রয়েছে আত্মিক পরিশুদ্ধির অভাব এবং তাকওয়ার দুর্বলতা। তাই ইসলামি শিক্ষার আলোকে আত্মশুদ্ধি ও তাকওয়া অর্জনের মাধ্যমেই একটি আদর্শ, সুস্থ ও সুমধুর দাম্পত্য জীবন গঠন সম্ভব।

আধুনিক সমাজে দাম্পত্য জীবনের চ্যালেঞ্জ

আধুনিক সমাজের দ্রুত পরিবর্তনশীল পরিবেশে দাম্পত্য জীবন নানা ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে। পারিবারিক কাঠামোর পরিবর্তন, ধর্মীয় মূল্যবোধের অবক্ষয়, নারী-পুরুষের ভূমিকার পুনঃনির্ধারণ, প্রযুক্তির প্রভাব এবং মিডিয়া কেন্দ্রিক চিন্তাধারা বর্তমানে বৈবাহিক সম্পর্ককে গভীর সংকটে ফেলছে। এই অধ্যায়ে আমরা বিশ্লেষণ করব আধুনিক সমাজে দাম্পত্য জীবনের প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ এবং ইসলাম কীভাবে এ সংকটগুলো সমাধানের পথ দেখায়।

১.আধুনিক সমাজের বৈশিষ্ট্য ও দাম্পত্য জীবনের সম্পর্ক

ভোগবাদ ও আত্মকেন্দ্রিকতা
আধুনিক সমাজ ভোগবাদকে উৎসাহিত করছে, যেখানে ব্যক্তিস্বার্থ ও স্বাধীনতা সব কিছুর ঊর্ধ্বে বিবেচিত হচ্ছে। এই মনোভাব পারস্পরিক আত্মত্যাগ ও সহযোগিতার পরিবেশকে দুর্বল করে দেয়।

ধর্মীয় শিক্ষার অভাব
ধর্মীয় শিক্ষা দাম্পত্য জীবনের মূল চালিকা শক্তি। বর্তমান সমাজে এই শিক্ষার অভাবে দাম্পত্য জীবনে দায়িত্ববোধ, সহনশীলতা ও তাকওয়ার চর্চা হ্রাস পেয়েছে।

নারীর ভূমিকার পরিবর্তন

নারী স্বাধীনতা ও কর্মজীবনের প্রসার একদিকে তাদের ক্ষমতায়ন করলেও, অপরদিকে অনেক সময় দাম্পত্য ও পারিবারিক দায়িত্বের মধ্যে ভারসাম্য রাখতে ব্যর্থ হয়।

২. দাম্পত্য জীবনের প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

যোগাযোগ ঘাটতি

প্রযুক্তি থাকা সত্ত্বেও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আন্তরিক ও গভীর যোগাযোগ কমে যাচ্ছে, যা ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি করে।

মূল্যবোধের দ্বন্দ্ব

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে জীবনদর্শন, নৈতিকতা ও উদ্দেশ্যের পার্থক্য দাম্পত্য জীবনে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে।

প্রযুক্তি ও মিডিয়ার নেতিবাচক প্রভাব

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অতিরিক্ত ব্যবহার, ভার্চুয়াল জগতে আসক্তি, এবং মিডিয়ার অতিরঞ্জিত রোমান্সের উপস্থাপন বাস্তব জীবনের সম্পর্ককে প্রভাবিত করে।

একক পারিবারিক কাঠামোর চাপে পতন

যৌথ পরিবারের অভাব, পরামর্শদাতার অনুপস্থিতি এবং পারিবারিক সহযোগিতা না থাকায় দাম্পত্য সমস্যা বাড়ছে।

৩. ইসলামের আলোকে করণীয়

তাকওয়ার চর্চা

দাম্পত্য জীবনে আল্লাহভীতির সংযোজন করলে সম্পর্ক দৃঢ় হয়। কুরআনে বলা হয়েছে: *"তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহিত, তাদের মধ্যে প্রেম ও দয়ার সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছে"* (সূরা রূম: ২১)।

পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও দায়িত্ববোধ

ইসলাম স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, দায়িত্ববোধ এবং সহানুভূতির ওপর গুরুত্ব দেয় (সূরা নিসা: ১৯)।

পরিবারে পরামর্শ ও বোঝাপড়ার পরিবেশ গঠন

নবী (সা.) বলেন, “তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে তার স্ত্রীর প্রতি উত্তম আচরণ করে।” (তিরমিজি)

আধুনিক সমাজে দাম্পত্য জীবন নানা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হলেও ইসলাম তার জন্য একটি পরিপূর্ণ দিকনির্দেশনা দিয়েছে। তাকওয়া, ধৈর্য, পারস্পরিক বোঝাপড়া, প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার এবং ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমে এই চ্যালেঞ্জগুলো কাটিয়ে উঠা সম্ভব। ব্যক্তি, পরিবার এবং সমাজ যদি একত্রে সচেষ্ট হয়, তবে আধুনিক সমাজেও সুখী ও স্থায়ী দাম্পত্য জীবন গড়ে তোলা সম্ভব।

ইসলামী শিক্ষার অভাবে দাম্পত্যে অবনতি

ইসলামী শিক্ষা মানুষের জীবনের সকল ক্ষেত্রে দিকনির্দেশনা প্রদান করে। দাম্পত্য জীবনও তার ব্যতিক্রম নয়। ইসলাম কেবলমাত্র একটি সামাজিক চুক্তির মধ্যেই বৈবাহিক সম্পর্ককে সীমাবদ্ধ রাখেনি, বরং এটি একটি ইবাদত ও দায়িত্বপূর্ণ সম্পর্ক হিসেবে বিবেচনা করেছে। ইসলামী শিক্ষার অভাব মানুষকে দাম্পত্য জীবনের মূল উদ্দেশ্য, দায়িত্ব ও অধিকার সম্পর্কে অজ্ঞ রাখে, যার ফলে পারস্পরিক কলহ, বিচ্ছেদ এবং মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি পায়। এই অধ্যায়ে ইসলামী শিক্ষার অভাব কীভাবে দাম্পত্য জীবনে অবনতি ঘটায় তা বিশ্লেষণ করা হবে।

১. ইসলামী শিক্ষার তাৎপর্য

ইসলামী শিক্ষা কেবল তাত্ত্বিক নয়, এটি জীবনমুখী ও ব্যবহারিক। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে দাম্পত্য জীবনের জন্য যে নির্দেশনা রয়েছে, তা স্বামী-স্ত্রী উভয়ের কর্তব্য, নৈতিকতা, সহনশীলতা ও ভালোবাসার ভিত্তি স্থাপন করে। আল্লাহ বলেন:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“তোমরা তাদের (স্ত্রীদের) সাথে উত্তম আচরণ কর।”

— *(সূরা নিসা: ১৯)*

২.ইসলামী শিক্ষার অভাবের কারণে সৃষ্ট প্রধান সমস্যাসমূহ

স্বামী-স্ত্রীর দায়িত্ব ও অধিকার সম্পর্কে অজ্ঞতা

অনেক দম্পতি ইসলামের নির্ধারিত দায়িত্ব ও অধিকার সম্পর্কে জানে না। ফলে তারা পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব পালন না করে ভুল বোঝাবুঝি ও দোষারোপে লিপ্ত হয়।

নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবক্ষয়

ইসলামী শিক্ষার অভাবে দাম্পত্য জীবনে ধৈর্য, ক্ষমাশীলতা, তাকওয়া ও আত্মশুদ্ধি অনুপস্থিত থাকে। এর ফলে সম্পর্ক দুর্বল হয়ে পড়ে।

বিচ্ছেদের হার বৃদ্ধি

দাম্পত্য সম্পর্কে যখন ইসলামি নীতি অনুপস্থিত থাকে, তখন অল্প কারণেই তালাকের মত সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাওয়া সহজ হয়।

পারিবারিক সহিংসতা ও অবহেলা

ইসলাম নারীর সম্মান, অধিকার এবং সুরক্ষার নিশ্চয়তা দিয়েছে। ইসলামি শিক্ষা না থাকলে এসব নীতিমালা লঙ্ঘিত হয়, যার ফলে পারিবারিক সহিংসতা বাড়ে।

ইসলামী শিক্ষার কিছু গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা (সামান্য উল্লেখ)

বিষয়ইসলামি নির্দেশনা**স্বামী**স্ত্রীকে ভালোবাসা, খরচ বহন, সম্মান করা (সূরা নিসা: ৩৪)স্ত্রীস্বামীর নির্দেশ মান্য, ঘর রক্ষা করা, দয়ালু হওয়া (সূরা নিসা: ৩৪)উভয়েইক্ষমাশীলতা, পরামর্শ, ধৈর্য, তাকওয়া (সূরা রূম: ২১)

৩. সমাধান: ইসলামী শিক্ষা ভিত্তিক দাম্পত্য জীবন গড়ার উপায়

প্রাক-বিবাহ ও বিবাহোত্তর ইসলামি শিক্ষা

বিবাহের পূর্বে ছেলে-মেয়েকে ইসলামী দাম্পত্য জীবন বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা প্রদান জরুরি। ইসলামিক কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে দাম্পত্য দক্ষতা শেখানো যেতে পারে।

পরিবারে দ্বীনী পরিবেশ গড়ে তোলা

পরিবারে নামাজ, কুরআন শিক্ষা, আদব-আখলাকের চর্চা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে মজবুত করে।

মিডিয়া ও কারিকুলামে দাম্পত্য বিষয়ক ইসলামি শিক্ষার সংযোজন
মসজিদ, ইসলামিক সেন্টার, সামাজিক সংগঠন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইসলামি পারিবারিক জীবন বিষয়ে আলোচনা এবং কর্মশালার আয়োজন করা প্রয়োজন।

ইসলামী শিক্ষা ছাড়া দাম্পত্য জীবন শুধু একটি আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক হয়ে যায়। ইসলাম এ সম্পর্ককে ভালোবাসা, দায়িত্ব ও তাকওয়ার মাধ্যমে পূর্ণতা দেয়। ইসলামী শিক্ষার অভাবের ফলে দাম্পত্য জীবন কলহপূর্ণ, অস্থির ও বিভাজিত হয়ে পড়ে। তাই পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামি শিক্ষার বিস্তারই হতে পারে একটি শান্তিপূর্ণ, সফল ও সুন্দর দাম্পত্য জীবনের মূল চাবিকাঠি।

তালাক, ইদ্দত ও সম্পর্ক রক্ষা করার চেষ্টার নির্দেশনা

ইসলাম একটি ভারসাম্যপূর্ণ ধর্ম, যা মানব জীবনের প্রতিটি দিকের জন্য সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা দিয়েছে। দাম্পত্য জীবনে যদি সম্পর্ক অতিরিক্ত টানাপোড়েন, কলহ ও মানসিক অশান্তিতে পর্যবসিত হয় এবং কোনোভাবেই তা নিরসন সম্ভব না হয়, তখন ইসলাম তালাক (বিচ্ছেদ) নামক এক সর্বশেষ ও অনাকাঙ্ক্ষিত বিকল্পের অনুমতি দেয়। তবে তালাককে ইসলাম কখনো উৎসাহিত করে না; বরং এর পূর্বে সম্পর্ক রক্ষার সবরকম চেষ্টা করার নির্দেশনা দিয়েছে। তালাকের পরবর্তী পর্ব, অর্থাৎ ইদ্দত, নারীর জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ শারঈ বিধান যা তাকে মানসিক, শারীরিক এবং সামাজিকভাবে প্রস্তুতির সুযোগ দেয়।
তালাকের গুরুত্ব ও ইসলামে অবস্থান:
রাসূল (সা.) বলেছেন:
“আল্লাহর নিকট সবচেয়ে অপছন্দনীয় হালাল হলো তালাক।”
(আবু দাউদ, হাদীস: ২১৭৮)
এই হাদীস স্পষ্টভাবে বোঝায়, তালাক হালাল হলেও তা ইসলামি সমাজে উৎসাহিত নয়। একে সর্বশেষ ও বাধ্যতামূলক পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
তালাক দেওয়ার ইসলামি পদ্ধতি:
১. একমাত্র প্রয়োজনের সময় এবং সর্বশেষ বিকল্প হিসেবেই তালাক দেওয়া উচিত।
২. স্ত্রী পবিত্র (হায়েযমুক্ত) অবস্থায় থাকা আবশ্যক।
৩. পবিত্র অবস্থায় সহবাস না করা অবস্থায় এক তালাক উচ্চারণ করা।
৪. এরপর ইদ্দতকালীন সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করে সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের সুযোগ রাখা।
إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ

“তোমরা যখন তোমাদের স্ত্রীদের তালাক দিবে, তখন তাদের ইদ্দতের জন্য তালাক দেবে...”
— (সূরা আত-তালাক, আয়াত ১)

সম্পর্ক রক্ষার চেষ্টা: কুরআনের নির্দেশনা

তালাকের পূর্বে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সালিশি চেষ্টা করার নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ:
وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا
“যদি তোমরা স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে অনৈক্যের আশঙ্কা কর, তবে স্বামীর পরিবার হতে একজন ও স্ত্রীর পরিবার হতে একজন সালিশ মনোনীত কর। যদি তারা মীমাংসা করতে চায়, তবে আল্লাহ তাদের মধ্যে মিলন ঘটাবেন।”
—(সূরা আন-নিসা, আয়াত ৩৫)

এই আয়াতের আলোকে বোঝা যায়, ইসলাম চায় না যে কোনো সম্পর্ক হঠাৎ ভেঙে যাক। বরং উভয় পরিবারের ভূমিকা, আলোচনার মাধ্যমে সমাধান এবং সময় দেওয়া — এসবকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

ইদ্দত: তালাকের পর নারীর জন্য অপেক্ষার সময়

ইদ্দত শব্দের অর্থ হলো ‘গণনা করা’। এটি এক নির্দিষ্ট সময়সীমা, যেটি তালাকপ্রাপ্ত নারীকে অপেক্ষা করতে হয়:

ইদ্দতের মেয়াদ:

- সাধারণ তালাকপ্রাপ্ত মহিলা: তিন হায়েয (মাসিক) সময়কাল
- গর্ভবতী নারী: সন্তান জন্ম দেওয়া পর্যন্ত
- যাদের মাসিক হয় না (কম বয়স/বৃদ্ধা): তিন মাস

ইদ্দতকালে নারীর:

- অন্য কারো সঙ্গে বিবাহ বৈধ নয়
- সাজসজ্জা ও প্রকাশ্য চলাফেরা নিরুৎসাহিত
- যথাসম্ভব বাসায় অবস্থান করতে বলা হয়েছে

তালাকের অপব্যবহার ও আধুনিক সমাজে বাস্তবতা:

আজকের সমাজে অনেকেই:

- রাগের মুহূর্তে তালাক দেন
- ইসলামি নিয়ম অনুসরণ না করেই স্ত্রীকে ছেড়ে দেন
- ইদ্দতের বিধানকে উপেক্ষা করেন

এগুলো মারাত্মক গোনাহ এবং সমাজে বিশৃঙ্খলা, নারীদের প্রতি অবিচার এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য অনিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টি করে।

তালাক কোনো দাম্পত্য জীবনের স্বাভাবিক সমাধান নয়, বরং তা শেষ বিকল্প। ইসলাম সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার সর্বোচ্চ চেষ্টা করার নির্দেশ দিয়েছে। যদি তা সম্ভব না হয়, তবে কেবল শরিয়তের নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করেই তালাক দিতে হবে এবং ইদ্দতের বিধান পালন করতে হবে। এভাবে একটি পরিবার ন্যূনতম ক্ষতি ও সর্বোচ্চ ন্যায়বিচারের মাধ্যমে একটি অধ্যায়ের ইতি টানতে পারে।

দাম্পত্য জীবনে সুখ, মঙ্গল কামনা এবং আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা

দাম্পত্য জীবন হলো মানুষের জীবনের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যেখানে দুজন আলাদা মানুষ মিলে একটি নতুন জীবন শুরু করেন। এই জীবনে সুখ-শান্তি, ভালোবাসা এবং সমঝোতা অপরিহার্য। ইসলাম এই জীবনে আল্লাহর সাহায্য ও রহমত কামনা করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে, কারণ প্রকৃত সুখ ও মঙ্গল কেবল আল্লাহর করুণা ও দৃষ্টির মাধ্যমে অর্জন সম্ভব। দাম্পত্য জীবনে সুখ স্থায়ী করতে ও কল্যাণ কামনায় আল্লাহর সাহায্য চাওয়া হলো মুমিন দম্পতিদের অন্যতম কর্তব্য।

দাম্পত্য জীবনে সুখ ও মঙ্গল কামনার গুরুত্ব

কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

"আপনারা যদি আল্লাহর সাহায্য চান তবে তিনি আপনাদের সাহায্য করবেন। অবশ্যই আল্লাহ শক্তিশালী, পরাক্রমশালী।" (সূরা মুহাম্মদ, আয়াত ৭)

সুখী দাম্পত্য জীবনের জন্য আল্লাহর সাহায্য ও দোয়া কামনা অপরিহার্য, কারণ মানুষের সাধনা সীমাবদ্ধ, আর আল্লাহর রহমত অনন্ত।

ইসলামে দাম্পত্য জীবনের জন্য দোয়া ও মঙ্গলকামনা

১. দাম্পত্য জীবনের জন্য প্রিয় দোয়া:

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

"যে ব্যক্তি রাতে শুবার আগে বলবে,

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ أَجِرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَابَارِكْ لِي فِي أَزْوَاجِي وَأَوْلَادِي

'নিশ্চয় আমরা আল্লাহর এবং নিশ্চয়ই আল্লাহরই কাছে ফিরে যাই। হে আল্লাহ! আমাকে তোমার জান্নাতে স্থান দাও এবং আমার স্ত্রী ও সন্তানদের প্রতি বরকত দাও।'

আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতে একটি ঘর দান করবেন।"

(তিরমিজি)

২. পরস্পরের জন্য দোয়া করা:

স্বামী-স্ত্রী একে অপরের জন্য ভালো দোয়া করবে, যেন সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় হয়।

৩. তাকওয়া ও ধৈর্যের গুরুত্ব:

দাম্পত্য জীবনে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন এবং ধৈর্য ধারণ করাই সুখের মূল চাবিকাঠি।

সুখী দাম্পত্য জীবনের মূলসূত্র

- **পারস্পরিক সম্মান ও শ্রদ্ধা:** স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে।
- **সৎবাসনা ও সৎ ব্যবহার:** হাদিসে বলা হয়েছে, "স্ত্রীর সাথে সুন্দর ব্যবহার কর।"
- **সুখ-দুঃখে একসাথে থাকা:** জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে একে অপরের পাশে থাকা।
- **সমঝোতা ও ক্ষমাশীলতা:** ছোটখাট ভুল ভুলে যাওয়ার মানসিকতা রাখা।
- **দীনের প্রতি অনুগত থাকা:** নামাজ, কোরআন তেলাওয়াত ও ধর্মীয় কাজকর্মে মিলেমিশে থাকা।

আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কিছুই সম্ভব নয়

দাম্পত্য জীবনে যতই চেষ্টা করুন না কেন, আল্লাহর অনুমতি ও সাহায্য ছাড়া কোনো কিছু স্থায়ী হয় না। তাই সবকিছুতে আল্লাহর কাছে সহায়তা চাওয়া, দোয়া ও তওবা করা জরুরি।

দাম্পত্য জীবনে সত্যিকারের সুখ ও মঙ্গল লাভ করতে হলে আল্লাহর সাহায্য ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই। ইসলামে সুখী দাম্পত্যের জন্য পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া, ধৈর্য ধারণ করা, আল্লাহর ইবাদত ও নৈতিকতা বজায় রাখা অপরিহার্য। দাম্পত্য জীবনের সকল দিক আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে থাকায়, তাঁর সাহায্য ও রহমত কামনা করে জীবন পরিচালনা করাই সর্বোত্তম পথ। আল্লাহ আমাদের সকলকে সুন্দর দাম্পত্য জীবন লাভের তাওফিক দান করুন—আমিন।

সারাংশ ও উপসংহার

সারাংশ

দাম্পত্য জীবন মানবজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, যা ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ—তিনটি পর্যায়েই সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে। ইসলাম দাম্পত্য জীবনকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থার অংশ হিসেবে বিবেচনা করেছে এবং এই জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে নির্দেশনা প্রদান করেছে। বর্তমান গবেষণায় ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে দাম্পত্য জীবনের মৌলিক দিকসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

গবেষণায় প্রাথমিকভাবে দাম্পত্য জীবনের সংজ্ঞা ও গুরুত্ব, বিবাহের উদ্দেশ্য, ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে বিবাহের সুফল আলোচনা করা হয়েছে। এরপর পাত্র-পাত্রী নির্বাচন, বিবাহের প্রক্রিয়া, বাসর রাত, দৈহিক সম্পর্কের শালীনতা ও করণীয় বিষয়সমূহ কুরআন-সুন্নাহর আলোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম এবং পূর্ববর্তী নেককারদের দাম্পত্য জীবনকে আদর্শ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি দাম্পত্য জীবনে পারস্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য, নৈতিকতা, কলহের কারণ ও ইসলামী সমাধান, ক্ষমাশীলতা ও সহনশীলতার গুরুত্ব বিশ্লেষিত হয়েছে।

গবেষণায় সন্তান প্রতিপালনে দাম্পত্য সম্পর্কের প্রভাব, স্ত্রীর আচরণ, স্বামীর মন জয়, সৌন্দর্যচর্চা, ইসলামি পরামর্শ ও বাস্তব উদাহরণসহ দাম্পত্য সফলতার মূল চাবিকাঠিগুলো আলোচনা করা হয়েছে। প্রযুক্তি ও গণমাধ্যমের প্রভাব, আত্মশুদ্ধি ও তাকওয়া, আধুনিক সমাজের চ্যালেঞ্জ, ইসলামি শিক্ষার অভাবজনিত অবনতি, তালাক ও সম্পর্ক রক্ষার চেষ্টা—এই গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোও গবেষণার আলোচনায় এসেছে।

এই গবেষণা একটি বিষয়কে সুস্পষ্টভাবে প্রতিস্থাপন করেছে যে, একটি সুন্দর ও স্থায়ী দাম্পত্য জীবনের জন্য কেবল আবেগ নয়, বরং দ্বীন, তাকওয়া, দয়া, ধৈর্য, ও ইসলামী জ্ঞান অত্যাবশ্যক। ইসলামিক নির্দেশনা অনুসরণ করলেই দাম্পত্য জীবন হবে সফল, পরিতৃপ্তিময় ও আল্লাহর সন্তুষ্টিসম্পন্ন।

উপসংহার

এই গবেষণার সমাপ্তিতে আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, ইসলাম দাম্পত্য জীবনকে একটি পূর্ণাঙ্গ সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে। শুধুমাত্র শারীরিক চাহিদা পূরণের নয়, বরং আত্মিক প্রশান্তি, দায়িত্ববোধ, পারস্পরিক সহানুভূতি, সন্তান লালন-পালন এবং সমাজ গঠনের একটি আদর্শ ভিত্তি স্থাপন করাই ইসলামি দাম্পত্য জীবনের মূল লক্ষ্য।

এই থিসিসের মাধ্যমে যে বিষয়গুলো সামনে এসেছে, তা হলো—ইসলাম একটি সুশৃঙ্খল, নৈতিক ও সৌহার্দ্যপূর্ণ দাম্পত্য জীবনের স্বপ্ন দেখায় এবং তার বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সব উপাদান সরবরাহ করে। দাম্পত্য জীবনে শান্তি ও সুখ পেতে হলে কুরআন-সুন্নাহর শিক্ষা, পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি ও দায়িত্বশীলতা, আত্মশুদ্ধি ও আল্লাহর ভয় অত্যাবশ্যক। পারিবারিক জীবনে ধৈর্য, ক্ষমাশীলতা, নৈতিকতা ও ভালোবাসা চর্চার মাধ্যমে আমরা একটি সুখী পরিবার এবং একটি নৈতিক সমাজ গড়তে পারি।

বর্তমান যুগে প্রযুক্তি, ভোগবাদিতা ও ধর্মীয় মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণে দাম্পত্য জীবন যেমন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে, তেমনি ইসলামিক শিক্ষা, তাকওয়া ও আখিরাতের চিন্তা দাম্পত্য জীবনকে রক্ষা করার প্রধান হাতিয়ার হতে পারে। এই গবেষণার আলোকে বলা যায়—দাম্পত্য জীবন কেবল একটি পারিবারিক সম্পর্ক নয়, বরং এটি একটি আমানত, যা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পরিচালিত হওয়া উচিত।

পরিশেষে বলা যায়, ইসলামী দৃষ্টিকোণে পরিচালিত দাম্পত্য জীবন কেবল ইহলৌকিক সুখই দেয় না, বরং পরকালীন মুক্তির পথও সুগম করে। সুতরাং, প্রত্যেক মুসলিম দম্পতির কর্তব্য—তাদের দাম্পত্য জীবনকে ইসলামি আদর্শ অনুযায়ী গড়ে তোলা এবং আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনার মাধ্যমে নিজেদের জীবনের এ অধ্যায়কে বরকতময় করে তোলা।

তথ্যসূত্র ও রেফারেন্স

১. আল-কুরআন ও হাদিস:

আল-কুরআন

সহীহ বুখারী

সহীহ মুসলিম

তিরমিজি

২. আলিম-ওলামাদের গ্রন্থ:

ইহইয়া উলুমুদ্দীন - ইমাম আল গাযযালী

মাজমা আল-ফতাওয়া - ইবনে তাইমিয়া

আল-ফিকহ আল-অকদসী - ইমাম আবু হানিফা

জাওয়াবুল মামনীন - শাইখ ইবনে কাইয়্যিম

৩.ইসলামিক বই

ভালোবাসার চাদর লেখক বিলাল ফিলিপস মুস্তফা আল- জিবালী

বিবাহ পাঠ লেখক ডা. শামসুল আরেফীন

প্রেমময় দাম্পত্য জীবন লেখক উস্তাজ হাসসান শামসি পাশা

৪. চ্যাট জিপি।